শুকদেব-চরিত।

(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

[মথুরানাথ সাহা ও ৺নীলকান্ত দাসের যাত্রায় অভিনীত]

কলিকাতা,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত

ও

৮১ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, "পশুপতি প্রেসে"

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু দ্বারা মুদ্রিত।

১৯০৫ সাল।

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

উৎসর্গপত্র।

—※—

মহামহিমময় সত্যপ্রিয় কর্ত্তব্যপরায়ণ স্বনামপ্রসিদ্ধ
বিদ্যোৎসাহী ডিম্লাধিপতি
শ্রীযুক্ত রাজা জানকীবল্লভ সেন বাহাদুর মহোদয়
সজ্জনকুলতিলকেষু।

রাজন্!

এই ক্ষুদ্র নাটকখানি আপনার বাটীতে অভিনয়ের জন্যই রচিত হয়। আপনিও অভিনয়-দর্শনে অতীব আনন্দপ্রকাশ করিয়া, শুক-দেব অভিনীত সম্প্রদায়ের (মথুরানাথ সাহা ও ৺নীলকান্ত দাসের অপেরাপার্টির) বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছেন। তজ্জন্য ৺শারদীয়া পূজাউপলক্ষে মহোদয়ের রাজধানীতে প্রতিবৎসর উক্ত সম্প্রদায়ের অভিনয় করাইয়া থাকেন। ইহাতেই বুঝিয়াছি যে, গুণীব্যক্তির নিকট সামান্যগুণেরও পুরস্কার আছে। আপনার মহত্ত্বের প্রতিদান-দ্রব্য এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের নিকট কিছুই নাই। তবে আপনার অতি-প্রিয় এই একমাত্র চির-দরিদ্র চির-বৈরাগী **শুকদেব**। তজ্জন্য ইহা আপনারই কর-কমলে অর্পণ করিয়া, আজ আমি অতি তৃপ্তিলাভ করিলাম। ইতি

গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পাত্রগণ।

শ্রীকৃষ্ণ, মহাদেব, ব্রহ্মা, নারদ, কালপুরুষ, পালনপুরুষ,
ব্যাস, নন্দী, ভৃঙ্গী, রাখালগণ ও ঋষিগণ।

শুকদেব	...	...	ব্যাসের পুত্র, মুক্তপুরুষ।
জনক	...	...	মিথিলাধিপতি স্বনামপ্রসিদ্ধ রাজর্ষি।
পরীক্ষিৎ	...	....	অভিমন্যু-পুত্র।
ভৈরব	...	...	জনৈক কাপালিক।
আরুণি	...	...	ব্যাসের শিষ্য।
বনবালকগণ	...	...	ছদ্মবেশী রাখালগণ।
যোগসিদ্ধি } চন্দ্রায়ণ }			ব্যাসের ভূতপূর্ব্ব শিষ্য নাস্তিক ব্রাহ্মণদ্বয়।

জনৈক ব্যাধ, বালকগণ, প্রতিহারী ইত্যাদি।

পাত্রীগণ।

ভগবতী, লক্ষ্মী, জয়া, গোপীগণ, দেববালাগণ, যোগমায়া।

পীবরী	...	...	ব্যাসের স্ত্রী, শুকদেবের মাতা।
নন্দা	...	...	ব্যাসের শিষ্যা, আরুণির মাতা।
চামেলি	...	...	গন্ধর্ব্বকন্যা।
ভৈরবী	...	...	কাপালিকের পত্নী।

গন্ধর্ব্বকন্যাগণ, বারাঙ্গনাগণ, স্ত্রীগণ, ক্লীবগণ ইত্যাদি।

শুকদেব-চরিত।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্যস্থল—কৈলাসধাম।

যোগাসনে মহাদেব, নন্দী ও ভৃঙ্গী আসীন।

নন্দী। আর সিদ্ধিপান কেন বাবা!

ভৃঙ্গী। সিদ্ধি ঘুঁটে ঘুঁটে হাত ক্ষ'য়ে গেল বাবা!

মহাদেব। (স্বগত) নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে পুরুষোত্তম।
নমস্তে সর্ব্বলোকাত্মন্ নমস্তে তিগ্মচক্রিণে॥
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

নন্দী। ভৃঙ্গি! গাঁজা তৈয়ারি ক'রেছিস্। নয় তো দুটো ক'ল্কে সাজিয়ে রাখ্।

ভৃঙ্গী। তুই শীঘ্র ক'রে সিদ্ধি তৈয়ারি কর; গাঁজার ভার আমার। হাতটা কন্‌কনিয়ে গেল্।

মহাদেব। (স্বগত) ব্রহ্মত্বে সৃজতে বিশ্বং স্থিতৌ পালয়তে পুনঃ।
রুদ্ররূপায় কল্পান্তে নমস্তভ্যং ত্রিমূর্ত্তয়ে॥
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥
নন্দি! কি ব'ল্‌ছিলি।

নন্দী। আর সিদ্ধিপান কেন বাবা!

মহাদেব। সিদ্ধিপান ইষ্টসিদ্ধিহেতু।

ভৃঙ্গী। কতকালে ইষ্টসিদ্ধি হবে বাবা!

মহাদেব। কতকালে ইষ্টসিদ্ধি হবে, কে বা কবে,
জানে তোর ইচ্ছাময়ী মাতা।—
জানে সেই মহামায়া।

ভৃঙ্গী। মহামায়া কে বাবা!

মহাদেব। ভৃঙ্গি রে! সংসার-জলধি, অসীম—অপার,
কূল নাই তার, ব্যাপ্ত ব্রহ্ম যাহে, অনন্ত আপনি
আধার আধেয়, আধেয় আধার ভাবে,
সে অধ্যাত্ম সৃষ্টি মায়ায় গঠিলা বিধি!
সেই মায়া মহামায়া মাতা তোর।
তার দৃষ্টি হবে যেই দিন,
সেইদিন দীন, পাবে দীননাথে,
সেইদিন ইষ্টসিদ্ধি ঘটিবে ভোলার।
সেইদিন পূর্ণানন্দ পাইব জীবনে।
"সোহহং" "সোহহং" সেই আমি সেই আমি!
ইচ্ছায় তাঁহার ভুলে আছি, "সোহহং" "সোহহং"
সেই আমি সেই আমি।

বিশ্বতত্ত্বে ব্রহ্মজ্ঞান স্বরূপত্ব তাঁর,
শিবত্বে হারাই বুঝি "সোঽহং" "সোঽহং"
সেই আমি, সেই আমি!
ভৃঙ্গি রে! সে কোথা—আমি কোথা,
"সোঽহং" "সোঽহং" সেই আমি, সেই আমি!

(যোগমগ্ন)।

নন্দী। কেমন! হ'লো তো?—ঘাঁটালি কেন?

ভৃঙ্গী। পাগলের আর সাঁকো নাড়্‌তে হয় না, আপনা হ'তেই নড়ে আছে। নাও, এখন আবার একপ্রহর।

নন্দী। ঠাণ্ডা হ'য়ে ঘোঁট।

ভৃঙ্গী। বাবা! কতদিন আর ঘুঁট্‌তে ঘুঁট্‌তে দিন যাবে?

মহাদেব। (স্বগত) স্মৃতি কুহকিনী! আশা মরীচিকা!
উদ্‌ভ্রান্ত পথিক! কোথা যাবে যাও।
ভুলিয়াছ বিশ্বরূপে বিশ্বরূপ!
রূপে রূপ মিশাতে নারিলে,
রজ্জুভ্রমে সর্পেরে ধরিলে,
ভিন্ন ভিন্ন জলাশয়ে হেরি রবিচ্ছায়া,
মহামায়া-জালে জড়িত হইলে তুমি!
উদ্‌ভ্রান্ত পথিক! কোথা যাবে যাও।
(প্রকাশ্যে) ভৃঙ্গী কি ব'ল্‌ছিলি?

ভৃঙ্গী। আর ঘুঁট্‌তে ঘুঁট্‌তে কত দিন যাবে বাবা!

মহাদেব। কর্ম্মে কর্ম্মক্ষয় কর বাছাধন,
নিত্যধন সাধনে হইবে তব।
"সোঽহং" "সোঽহং" রাখ এই মূলবাক্য হৃদয়ে তোমার।

ভৃঙ্গী। কৰ্ম্মই ক'রে যাই বাবা! তারপর তাঁর ইচ্ছায় যা হবে, তা হবে বাবা! নন্দি! বাবাকে সিদ্ধি দে।

নন্দী। (সিদ্ধিপাত্র লইয়া) বাবা!

মহাদেব। নন্দি! সিদ্ধি হেরি সিদ্ধিবাণী মনে পড়ে মোর!
দে রে নন্দি! দে রে সিদ্ধি, করি সিদ্ধি পান!
সিদ্ধি! সিদ্ধি!
এস সিদ্ধি মুক্তি-সহচরি—অভিন্নরূপিণি!
এস এস লোক-তাপ-বিরামদায়িনি!
সিদ্ধি রে! তোমার আশে, থাকি দীপিচৰ্ম্ম-বাসে,
শ্মশান আবাসে ফিরি, করি সদা হরি হরি!
সিদ্ধি রে সিদ্ধি রে আমার!
এস সিদ্ধি! এস সিদ্ধি! (গ্রহণ)।
সিদ্ধি! হবে কি জীবনে সিদ্ধিলাভ?
যুগকল্প অনন্তসময় পলকে পলকে কাটে,
তবু নাই কৰ্ম্মের বিশ্রাম!
অবিরাম কৰ্ম্ম-সূত্রে বাঁধা!
ধাঁধা ঘটে কর্ম্মের মায়ায়,
সিদ্ধি! কবে হবে সিদ্ধিলাভ?
কেটে গেল কল্পযুগ-কাল
না ঘুচিল কৰ্ম্মের জঞ্জাল,
কত চন্দ্র, কত সূর্য্য, কত গ্রহ-তারা,
কত কত জ্যোতিষ্কমণ্ডল, হইল উদ্ভব, গেল রসাতল,
তম হ'তে জ্যোতিঃ, জ্যোতিঃ হ'তে তম,
বৈষম্য ও সম কত এলো গেল

তবু নাই কর্ম্মের বিশ্রাম!
সিদ্ধি! কবে হবে সিদ্ধিলাভ?
এস সিদ্ধি! নির্ব্বিকল্প সমাধি-সুন্দরি!
এস প্রাণেশ্বরি! একবার করি আলিঙ্গন!
একবার প্রেম-আলাপন করি উভে সমাধি-আসনে!
(সিদ্ধিপান)।
সিদ্ধি! সিদ্ধি! তোর লাগি শঙ্কর উদাসী,—
নহে গৃহবাসী; সর্ব্বনাশি!
তবু ভালবাসা শিখিলি না প্রাণে!
আহা সিদ্ধি! যোগীর সমতা!
প্রপঞ্চ-জগতে তন্ময়তাময়ী। সিদ্ধি! সিদ্ধি!
উদ্‌ভ্রান্ত পথিক কোথা যাবে যাও।
এই পথ ছিল অন্ধকার, অকূল-পাথার—
সংসার দেখিতেছিলে—এবে কর দেখি ধীরে পদক্ষেপ!
সৌন্দর্য্যের রাশি ঢালা বিশ্বগায়,
অমৃতের উৎস চৌদিকে খেলায়,
উল্লাস-কমল তাহে, দেখিছ কি?
শান্ত হও হে পথিকবর!
হের হের গোবিন্দ-পদারবিন্দ!
ধাও ধাও মনোভৃঙ্গ! সে কুসুমোপর! (ধ্যান)।

গীত।

মুকুন্দ-পদারবিন্দে মজ মন মত্ত-ভৃঙ্গ।
ধুসঙ্গোপানে সা-সঙ্গে পিয়ে মধু কর রঙ্গ॥

সংসার-কেতকী-বন, ঐশ্বর্য্য-পরাগে যেন,
অন্ধ হ'য়ো না রে মন, হেরিতে শ্যাম-ত্রিভঙ্গ ॥
গাও রে তাঁহারি নাম, ধাও রে তাঁহারি ধাম,
নিত্যানন্দ অবিরাম, গোবিন্দ-প্রেম-তরঙ্গ ॥

পরিচ্ছদ লইয়া জয়ার প্রবেশ।

জয়া। ধ্যান-চক্ষু উন্মীলন কর বাবা!
যোগে যাগে উপবাসে,
কালি প'ড়ে গেছে যে গো ধবল-শরীর!
চন্দ্রমুখ শুকায়ে গিয়েছে, আমরি! আমরি!
নন্দি রে! ভৃঙ্গি রে! অভাগ্য তোদের!
পুত্র হ'য়ে জনকের কিরূপে এ দশা করিস্ দর্শন?
হয় না কি ক্লেশ অনুভব?
আহা দেখ্ দেখি—শীর্ণ কলেবর!
দিগম্বর সাধে কি রে স্থাণুবৎ থাকেন সতত?
অবিরত দুর্ব্বল শরীর তার!
বাবা! বাবা! এখনও কি সাধনা তোমার
হয় নাই শেষ?
কতকাল যাবে এইভাবে?

মহাদেব। জয়া! কি ব'ল্‌চিস্?

জয়া। আর মায়ের মনে কষ্ট দিও না বাবা! কেন দিনরাত্রি সংসারে বিষের বাতি জ্বালাও? সংসারী সংসার-ধর্ম্ম ক'রে, আত্মীয়পরিজনকে সুখী ক'র্‌তে চেষ্টা করে,—শুধু পাগলের মত অন্যমনা হ'য়ে ব'সে থাক্‌লে চ'ল্‌বে কেন? শুধু তপ জপ

ক'র্‌লে পেটের জ্বালা নিবারণ হবে কিসে? এই নিয়েই তো তোমাদের ঝগড়া। তা না হ'লে স্ত্রী-পুরুষে কিসের অভাব গা? অন্নপূর্ণা রাজরাজেশ্বরী আমার মা! সরলমনা উদারচেতা আমার বাবা! তার মধ্যে দিনরাত্রি শবের কুয়া জ্ব'ল্‌তে থাকে কেন? মা বলেন,—ভাল খাও, ভাল পর, বেশভূষা কর, আমার রাজা বাপ্, তুমি আমার রাজা স্বামী হও; তুমি দেবের দেব, ইন্দ্রত্ব লও, আমি ইন্দ্রাণী হই। তুমি বল কি না, আমি সব ভালই করি,—আমি ভাল খাই, ভাল পরি; আমি ইন্দ্র, যম, বায়ু, পবন সব আমি! কিন্তু মায়ের দয়া যে দিন না হবে, সে দিন তোমার ভিক্ষামাত্র সম্বল। তোমার এমন কিছু সঞ্চয় নাই যে, একদিন তোমার গৃহে ব'সে চলে? এ সব তোমার পাগলের কথা নয়! কেন বাবা! এমন সংসার-সাগরে বিষ তোল? মায়ের কথা শুন,—মা যা বলে—তাই কর। কিসের ছাই যোগ গা! শরীর-ক্ষয়, মনকষ্ট,—সংসার-সুখে ছাই দিয়ে, পাগল সেজে সুখ কি?

মহাদেব। (হাস্য) মহামায়া-প্রেরিতা জয়া! কি ব'ল্‌চিস্ মা?

জয়া। (স্বগতঃ) সাধে কি মায়ের সঙ্গে বনে না। বোঝালে যে বোঝে না, শোনালে যে শোনে না, তাকে পাগল বলে না ত কি বলে?—কি পোড়া যোগ গা, কিছু বুঝি না মা!

মহাদেব। জয়া! মনে মনে কি ব'ল্‌চিস্?

জয়া। (স্বগত) ঐ তো গো মহাবিপদ্! ঐ জন্যই বাবাকে ভয় করি। মনে কি কথা কই, বাবা অমনি মনে মনে সব বুঝ্‌তে পারে;—জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে বলে, যোগে সব বুঝ্‌তে পারা যায়। কি মা!

মহাদেব। জয়া! সংসারে কে পাগল তা কি বোঝা যায় মা!

সংসারী বলে বৈরাগী পাগল, আবার বৈরাগী বলে সংসারী পাগল। তোর মা বলে আমারে পাগল, আমি বলি তোর মা পাগল।—এ পাগ্‌লামী তুই কি বুঝ্‌বি মা!

জয়া। তা ব'লে বাছা, সংসার-ধর্ম্ম তো দেখ্‌তে হবে, পেট্‌টা তো আর সত্যি সত্যি থেমে থাক্‌বে না। তা হ'লেই তোমার কাজ-গুলোর উপর দোষ আসে কি না দেখ বাবা!

মহাদেব। এই যে দেখ্‌চি জয়া! তোর মায়ের সঙ্গে থেকে থেকে বেস কথা শিখেছিস্? মহামায়া কি না, তিনি ভুলাতে সর্ব্বদা চেষ্টা ক'র্‌চেন। মেঘ যেমন জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ মায়া ব্রহ্মকে লুপ্ত ক'রে রাখে। জয়া! যেমন বায়ু কর্ত্তৃক মেঘ অন্তর্হিত হ'লে সূর্য্য-জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ বৈরাগ্যকর্ত্তৃক মায়া-মেঘ অপসারিত হ'লেই ব্রহ্মদীপ্তি প্রকাশ-মান হয়। আমি বৈরাগী মা! তোর মা মহামায়া; উভয়ের প্রকৃতি বিভিন্নমুখিনী। আমি এক চাই, সে আর চায়, তাই মা, উভয়ের বিবাদ! এ গৃহবিবাদের রহস্য এখন তোরা বুঝ্‌তে পার্‌বি না মা! যখন বৈরাগীর বৈরাগ্যলাভ হবে, মহামায়ার শক্তি এ বৈরাগীর হৃদয়ে লীন হবে, তখন সকল বিবাদ মিটে যাবে মা, সকল বিবাদ মিটে যাবে!—মায়া সাত্ত্বিকিভাবে পূর্ণ হবে, আনন্দ নিত্যানন্দ হবে, এ পাগলের পাগ্‌লামী যাবে মা, পাগ্‌লামী যাবে!

জয়া। আমি ও সব কিছুই বুঝি না বাবা!

মহাদেব। বুঝ্‌বি কেমন ক'রে মা! তোর মা যে কারেও বুঝ্‌তে দেয় না। ঐ মহামায়াত্যাগের জন্য শঙ্কর পাগল হ'য়ে বেড়াচ্চে; যোগে আহারনিদ্রা ত্যাগ ক'রেচে; ভিখারী সেজেচে,—তবু

ত্যাগ ক'র্‌তে পারি নি। আহা! "সোঽহং" "সোঽহং" সেই আমি সেই আমি।

জয়া। বাবার আমার সকল কথাই উল্টো। বলি, হাঁ বাবা! যদি মহামায়াত্যাগের জন্য আমার মাকে ত্যাগ ক'র্‌তে চেষ্টা ক'র্‌চেন, তবে আবার মাকে ছেড়ে এক পল থাক্‌তে পার নাই কেন? যেমন তোমাদের বিবাদ, তেমনি তোমাদের মিলন,—এ কি রহস্য বাবা!

মহাদেব। জয়া! তুই বালিকা, এ পাগলের রহস্য কেমন ক'রে বুঝ্‌বি? আমি কেন যে মহামায়াকে গৃহিণীভাবে গ্রহণ ক'রেচি, তার তাৎপর্য্য তুই কেমন ক'রে জান্‌বি? তোর মা জগৎকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেচে;—কিন্তু মা! আমি আবার তোর মাকে ভালবাসায় ভুলিয়েচি,—তাকে আচ্ছন্ন ক'রেচি! কিসের মিলন মা! বিবাদই বা কিসের? বৈরাগী আমি, আমি চাই মহামায়া আমার বশীভূত থাকুক্, পত্নী যেমন পুরুষের বশীভূত থাকে, তেমনিভাবে থাকুক্। আমি যা বলি তাই করুক,—মায়ার বশে যেন আমায় পরমার্থ ধন ভুল্‌তে না হয়। মায়ারূপিণী তোর মা তা ক'র্‌তে দেয় না। তাই মা! মহামায়াকে আমার গৃহিণী-ভাবে গ্রহণ। কিন্তু সে কৈ তা থাকে মা! অহো "সোঽহং" "সোঽহং" সেই আমি সেই আমি।

জয়া। কথা কিছুই বুঝতে পার্‌লাম না। মায়ের সঙ্গে বাবার ঝগ্‌ড়া বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে তো দেখি খুব ভাব। ছু'জনে আবার এক অঙ্গ হ'য়ে যান, এ রহস্য বাবা কি বুঝ্‌বো! যাই হোক্ মা ব'লেচে, কর্ম্ম ক'রে যেতে, কর্ম্মেই সকল কর্ম্ম হবে! এখন মা যে পোষাকটী পাঠিয়ে দিয়েচেন, সেটী বাবাকে দিয়ে যাই।

তা হ'লে আবার মা আমাকেই তিরস্কার করবেন। বাবা! অবোধিনী আমি, তোমাদের কথা কি বুঝ্‌বো! তবে মা আমায় এই পরিচ্ছদটী দিয়ে পাঠিয়েছেন, তুমি এটি প'রে কৈলাসের বিল্ব-বেদীর নিকট যাবে। কারণ, মা আজ শিবব্রত সমাধার জন্য দেববালাগণকে নিমন্ত্রণ ক'রেছেন।

মহাদেব। কৈ জয়া! দেখি দেখি! মহামায়া আজ আমায় কোন্ সাজে সজ্জিত ক'রবেন দেখি। (পরিচ্ছদগ্রহণ) জয়া রে! ভিখারীর সহিত তোর মায়ের এ রহস্য কেন?—ভোলায় ভুলাতে তার এত চেষ্টা কেন? হা মহামায়া! জয়া রে!

সুধা গে মায়েরে তোর!
আছে কি প্রভেদ
এই রতন-খচিত মহামূল্য পরিচ্ছদে
আর ব্যাঘ্র-চর্ম্মে মোর?
কিম্বা আছে কি প্রভেদ কিছু
দরিদ্রের কৌপিনসহিত,
এই বহুমূল্য রত্ন-অলঙ্কারে?
পরিচ্ছদে কিবা প্রয়োজন?
লজ্জার কারণ। তবে জয়া, এই
বিনায়াস-লব্ধ ব্যাঘ্র-চর্ম্মে
কিবা বাধা তার? এই রাজ-পরিচ্ছদে
কি আছে গৌরব?
বরং বরং জয়া, এই রাজপরিচ্ছদ লাগি,
অসংখ্য জীবন গিয়াছে অকালে
লভিতে রতন আদি এর।

সে জীবন বৃথায় গিয়েচে ;—
না ভজেছে একবার শ্রীহরি-চরণ !
অনিত্য ধনের আশে
নিত্যধনে দেছে জলাঞ্জলি।
জীবনের উদ্দেশ্য উল্লাস,
বিলাসে ঘটে না কভু জয়া !
বল গিয়া মায়েরে তোমার,
কমল তুলিতে যদি থাকে রে বাসনা,
কণ্টকে বিঁধিবে বলি কর, ভয় পেলে তাহে—
কেমনে কামনা সিদ্ধ হইবে কামীর।
বসন-ভূষণে জয়া নাহি প্রয়োজন মম !

গীত।

বসন-ভূষণে জয়া বাড়ে রে মনোবাসনা।
ভোগের নিবৃত্তি তরে করি রে কঠোর সাধনা ॥
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ, মমতা-করুণা-স্নেহ,
পরিহরি হৃদি-গেহ, বহাই রে শান্তি-যমুনা ॥
আশা-তৃষ্ণা-ভালবাসা-বিষয়-বাসনা,
যমুনার জলে থুয়ে ত্যজিছি ভাবনা,
সে যমুনা-তীরে থাকি, সোঽহং মন্ত্র শুধু জপি,
মন-কদম্বে প্রাণপাখী, দেখে শ্যাম-ত্রিভঙ্গ কালসোণা ॥

নন্দী। কেন জয়ার সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা বাবা! বাবা তো ব'লেছিলে, বেশী কথায় বাক্ নষ্ট হয়। ভৃঙ্গি! একবার ক'ল্‌কেটা দে!

ভৃঙ্গী। জয়া! সরে যা দিদি! মায়ের কথা বাবার কাছে বলিস্ না। বাবা! (গঞ্জিকাদান)।

মহাদেব। (গ্রহণ) অসংযুক্তমন সংযুক্ত আশায়
গঞ্জিকায় এতই যতন মোর।
মূঢ়মন! মহামায়া-বশে—বিষয়ের আশে,
পতঙ্গের মত জ্বলিত অনলে ধায়,
স্বভাবের করয়ে ব্যত্যয়,
তাই গঞ্জিকায় এতই যতন মোর।
বিষস্য বিষমৌষধি শিবের বচন তাই।
নেশায় থাকিয়া ভোর,
কহি, তুই কার কেবা তোর,
কার তরে সদাই ভাবনা,
কেবা সেই মায়া, বিশ্বময় বিরাট সে ব্রহ্ম কেবা—
আছে কি রে জানা, কেবা মায়া কেবা ব্রহ্ম সেই?
এস রে গঞ্জিকা, সিদ্ধিপানে সিদ্ধি,
গঞ্জিকায় মানস-সংযোগ
ভোগের নিবৃত্তি হেতু। (গঞ্জিকাপান)।

ভগবতীর প্রবেশ।

ভগবতী। দেখ গঙ্গাধর!
ভোগাভোগ নিজের কর্ম্মের যোগ,
নহে কভু মায়ার সংযোগ ইহা।

কহিলে তো কত কথা,
বৈরাগী হইয়া কেন করিয়াছ গৃহিণী গ্রহণ ?
মায়ায় বৈরাগ্যে অনেক পৃথক্ !
কিন্তু সেই দুই বিভিন্নমুখীন ভাব,
যেন দুই নরনারী পূর্ণ বিপরীত,—
বিরাজে কৈলাসে কেন ?
মায়া নহে ব্রহ্ম শূন্য কভু !
স্থাবর জঙ্গম পঞ্চভূত যথা ব্রহ্মময়
মায়াময় তেমনি মহেশ !

মহাদেব। আসিয়াছ মায়াময়ি !
হয় নাই বুঝি, আসক্তিরূপিণী জয়া হ'তে
অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদন ?
সংসারী সাজাতে, বিলাসী করিতে,
এত মায়া কেন শিবে ! জানি জানি,
মহামায়া ! সত্য তুমি ব্রহ্মাণ্ড-জননী,
সত্য তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কারিণী,
সত্য তুমি অবিদ্যায় ত্রিভুবন করিছ শাসন,
সত্য তুমি চৈতন্যের অঙ্গ-আভরণ,
কিন্তু সুষুপ্তি কারণ তার ;
যোগনিদ্রাভূত চৈতন্য আপনি
তোমার মায়ায়। পুরুষ-প্রকৃতি-ক্রিয়া-কার্য্য
পরস্পর সম্বন্ধ জগতে আধার আধেয় ভাবে।
নন্দি ! ভৃঙ্গি ! জয়া ! যারে তোরা দূর বিল্বমূলে,
আছে কথা মোর তোর মাতা সনে।

নন্দি, ভৃঙ্গি, জয়া। (প্রণত হওন)।

[প্রস্থান

মহাদেব। দেবি ! মায়াময়ি ! এস এস সুধাননে !
বসি যোগাসনে যোগতন্ত্রে,
বৈরাগ্য-মায়ায় আজ করি সম্মিলন।

ভগবতী। ঐ হাস্যমুখ দেখে,
মহামায়া তব শ্রীচরণ-দাসী।
পরম সৌভাগ্য মায়ার ! (একত্রে উপবেশন)।

মহাদেব। মহামায়া !

ভগবতী। চৈতন্যপুরুষ !

মহাদেব। পরমা প্রকৃতি !

ভগবতী। জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম-সনাতন !

মহাদেব। কতদিনে হইবে সদয় ?

ভগবতী। প্রভো ! কতদিনে তটিনী সাগরে মিলিত হবে ?

মহাদেব। আত্মার প্রসন্নতালাভেই মুক্তি-মার্গ। এস, আত্মা উৎকর্ষ সাধন করি ; তাহ'লেই মিলন হবে সতি !

ভগবতী। আত্মার প্রসন্নতালাভ হবে কিসে প্রভো !

মহাদেব। জ্ঞান উপার্জ্জনে। চিত্তশুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মসাধনই আত্মা উৎকর্ষসাধন।

ভগবতী। ব্রহ্মাণ্ড ও আত্মায় সম্বন্ধ কি ?

মহাদেব। বিন্দু বিন্দু জলের সমষ্টি যেমন জলাশয় বা সাগরে নাম, তেমনি জীবস্থ আত্মার সমষ্টির নাম ব্রহ্ম ! সরলবাক্যে— যিনি আসমুদ্রগিরিব্যাপী সর্ব্বভূতে রেণুপ্রমাণঅংশে পরিব্যাপ্ত যিনি ব্যোমময়দেহে বিরাটপুরুষবেশে মহাযোগনিরত ; চতুর্দ্দশ

ব্রহ্মাণ্ড যাঁর তপশ্চর্য্যার পদ্মাসন; পশুপক্ষীও যাঁর কৌশলে দাসানুদাস ব'লে স্বীকার করে; জগতের বিচিত্র সৌন্দর্য্যবৈভব যাঁর প্রণোদিত; চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ যাঁর আজ্ঞাকারী ভৃত্য; সেই ঋষিকুলধ্যেয় অনন্তমহাপুরুষের নামই ব্রহ্ম।

ভগবতী। মহাভাগ! সমাধি কাহার নাম?

মহাদেব। যে ভাবে মহাদেব পাগল, সেই ভাবেরই নাম সমাধি।

ভগবতী। সমাধির অবস্থা কোন্ সময়?

মহাদেব। যে সময় ভগবানের নাম হ'লেই শরীর রোমাঞ্চিত হয়, হৃদয়ের প্রেম, অশ্রু আকারে আপনার চক্ষু হ'তে নিঃসৃত হয়, সেই সমাধির অবস্থা পার্ব্বতি!

ভগবতী। তখন কি কর্ম্ম থাকে না?

মহাদেব। কর্ম্ম, সন্ধ্যা গায়িত্রী পর্য্যন্ত;—গায়িত্রীর কার্য্য শেষ হ'লেই ওঁকারেই নির্ব্বাণ।

ভগবতী। প্রভুর প্রমুখাৎ শুনেছিলাম যে, সমাধি একরূপ নয়।

মহাদেব। না, দুইরূপ। একটীর নাম সবিকল্প, অপরটীর নাম নির্ব্বিকল্প।

ভগবতী। সবিকল্প সমাধি কাকে বলে প্রভো? উঃ! দেহটা বড়ই অবসন্ন হ'লো; আমি আপনার জানু'পর মস্তক রক্ষা ক'রে শয়ন করি, আপনি বিশেষরূপে আমায় সবিকল্প আর নির্ব্বিকল্প সমাধির কথা বলুন। আমি আশ্রিতা দাসী—দাসীকে অবজ্ঞা ক'র্‌বেন না প্রভো!

মহাদেব। অতীব কঠিন প্রশ্ন ক'রেচ পার্ব্বতি! এ যোগতত্ত্ব কেহই অবগত নন। ব্রহ্মা নারদও তপস্যায় প্রাপ্ত হন নাই। মহামায়া! আমি তোমায় অতি ভালবাসি, তুমিও আমায় অতি ভালবাস;

তাই আজ সেই ভালবাসা-যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ, তোমায় সবিকল্প আর নির্ব্বিকল্প সমাধির নিগূঢ়তত্ত্ব বর্ণন ক'র্‌চি, শ্রবণ কর। শোন, যোগমায়ে! সবিকল্প সমাধি কার নাম? অতি সরলভাবেই বোঝ! আমি পৃথিবী দর্শন ক'র্‌চি, এই তিনটী শব্দ। এই তিনটী শব্দের যখন আমি একটী শব্দ, পৃথিবী একটী শব্দ, দর্শন ক'চ্চি একটী শব্দ; এই তিনটী শব্দ পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান থেকেও হৃদয় ভাবের ঘোরে উন্মত্ত হয়, তখন তার নাম সবিকল্প সমাধি। এই সবিকল্প সমাধি প্রায়ই অনতিবিকসিত ঋষিগণই লাভ করেন। নতুবা নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভ অতি অল্প জনের ভাগ্যেই ঘটে পার্ব্বতি!

শুকপক্ষী। (বিল্ববৃক্ষ হইতে) হুঁ!

মহাদেব। তারপর শোন নির্ব্বিকল্প সমাধির কথা। ঐ যে আমি পৃথিবী দর্শন ক'র্‌চি, এই তিনটি শব্দ, যখন আর ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান থাকে না, অর্থাৎ আমিও যা, পৃথিবীও তা, আর দর্শন ক'র্‌চিও তা, ঐ যে পরস্পর অভেদজ্ঞান। পার্ব্বতি! নিদ্রিতা হ'লে না কি?

শুকপক্ষী। (বিল্ববৃক্ষ হইতে) না, বলুন, তারপর—

মহাদেব। অর্থাৎ আমি, পৃথিবী দর্শন ক'র্‌চি, এই তিনটী শব্দ যখন আর ভিন্ন ভিন্ন শব্দবাচক জ্ঞান হয় না, তখন একভাবে, এক অনন্ত ঘোরে জীবাত্মাকে স্থির নিশ্চল নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখাবৎ অনুমিত হয়, তারই নাম নির্ব্বিকল্প সমাধি।

শুকপক্ষী। (বিল্ববৃক্ষ হইতে) হুঁ।

ভগবতী। প্রভো! নির্ব্বিকল্প সমাধির কথা কি ব'ল্লেন?

মহাদেব। কেন দেবি! তুমি কি হৃদয়ঙ্গম ক'র্‌তে পার্‌লে না?

ভগবতী। না প্রভো! আমি ভাবঘোরে নিদ্রাভূতা হ'য়েছিলাম, সব কথা ভালরূপে শুনি নাই।

মহাদেব। তবে আমার প্রশ্নের উত্তর দান ক'র্‌ছিল কে?

ভগবতী। তা কেমন ক'রে জান্‌বো প্রভো! আমি নিদ্রামগ্ন ছিলাম।

মহাদেব। ধন্য মহামায়া! প্রতারণা ভিন্ন সংসারে তুমি আর কিছুই জান্‌লে না? ধন্য মহামায়া! বৈরাগ্যের প্রতিও তুমি কর্তৃত্ব ক'র্‌তে চাও!

ভগবতী। কেন প্রভো! তিরস্কার ক'র্‌চেন? আমি বৈরাগ্যের দাসী; আমি যথার্থই নিদ্রাভূত ছিলাম।

মহাদেব। সত্য বল পার্ব্বতি! আমার নির্ব্বিকল্প সমাধিবাক্য কি তুমি শুন নাই? সত্য বল ভগবতি! তবে আমার যোগতত্ত্বের প্রশ্নোত্তর দান ক'র্‌ছিল কে?

ভগবতী। তা তো ব'ল্‌তে পারি না নাথ!

মহাদেব। কে শঠ! কে ধূর্ত্ত! আমার নির্ব্বিকল্প সমাধির গুহ্য-কথা প্রচ্ছন্নভাবে শ্রবণ ক'র্‌লি? যে বাক্য শ্রবণে পলকে জীবন্মুক্তি লাভ হয়; যে যোগ নারদাদি মহাপুণ্যবান্ ঋষি-গণও অবগত নন্; যে যোগতত্ত্ব মহাদেব ভিন্ন আর কেহই হৃদয়ে ধারণ ক'র্‌তে সক্ষম নয়; যে ধন অনন্তকাল শ্মশানে মশানে ভ্রমণের উপার্জ্জিত; সেই অনন্যসাধারণ অমূল্য যোগকাহিনী কে রে বিনায়াসে লাভ ক'র্‌লি? উত্তর দে! কে কোথায় আছিস্ উত্তর দে! কৈ! এখনও প্রতারণা! এখনও শঠতা! এখনও ধূর্ত্ততা! কৈলাস নিরুত্তর, বৃক্ষলতা স্তম্ভিত, পশুপক্ষী সম্বিতহারা! এত প্রবঞ্চনা, শঠতা, ধূর্ত্ততা! যোগীহৃদয়ও চমকিত হ'লো!

দেখ! দেখ মহামায়া! কে কোথায়! কোন্ ধূর্ত্ত! কে তুই! কে তুই! ঐ দেখ বিল্বশাখে শুক? পক্ষিহৃদয়ে এতদূর! মহা-যোগী মহাদেবের যোগতত্ত্ব কৌশলে অপহরণ ক'রেচিস্? শুক! এ চাতুর্য্য কোথায় শিক্ষা ক'র্‌লি? বিনাসাধনে জীবন্মুক্ত হবি? কখনই নয়! দুষ্ট কল্পনা, পক্ষীর ক্ষুদ্রহৃদয়ের কল্পনা! কখন সিদ্ধ হবে না! অচিরাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবি! নন্দি! নন্দি!—

নন্দীর দ্রুতপদে প্রবেশ।

নন্দী। বাবা!

মহাদেব। নন্দি! প্রতারণা, প্রবঞ্চনা,
কৈলাসে প'শেছে আজ!
সরলতা উদারতা ভুলিয়াছে
আজ বনবিহায়স্!
মহামায়া সনে
হ'তেছিল যোগতত্ত্ব-কথা,
মহামায়া শুনিতে শুনিতে তাহা
হইল নিদ্রিতা ভাবের আবেশে।
না বুঝিয়া আমি,
কহিলাম যত গুহ্য কথা
শুনাইতে পার্ব্বতীরে!
পার্ব্বতীর স্বরে বাবতুক শুক
করিতে লাগিল প্রশ্ন!
অবাধে উত্তর দান করিলাম আমি!
অহো! প্রতারণা,

নন্দী রে! জীবন্মুক্ত হইল বিহঙ্গ!
বিনা যোগে বিহীন সাধনে
জীবন্মুক্ত শুক আজ!
ঐ ঐ শুক! করে পলায়ন!
মহামায়া! মহামায়া!
বিস্তার মায়ার জাল।
নন্দি! নন্দি! ধর্ রে ত্রিশূল,
বধ বধ শুকে অবৈধতা-ফলে।
ধাও ধাও অব্যর্থ ত্রিশূল, গতি
ব্যর্থ নাহি হয় যেন!
ধাও ধাও মহামায়া,
জীবন্মুক্ত শুক উন্মুক্ত হয় না যেন মায়া-রজ্জু-জালে।
ঐ শুক করে পলায়ন!
কর কর নিধনসাধন ওর।

নন্দী। (রুদ্রভাবে ত্রিশূল গ্রহণ) হর হর ব্যোম্ ব্যোম্!
হর হর ব্যোম্ ব্যোম্!

গীত।

হর ব্যোম ব্যোম হর বিষধর।
সংহর, সংহর, ব্যোম রুদ্র বজ্রপাণি
শম্ভু ত্রিশূল-ধর॥
ধক্ ধক্ জ্বল বহ্নি, লক্ লক্ কাল শিখা,
বিগর্জ্জনে বিঘর্ষণে ধ্বংস কর ত্বরা,

হোক্ লয়, তমোময়, বিরাট বসুন্ধরা,
দেখি কেমনে পায় রে ত্রাণ এ বিহগবর ॥

[শুক উড্ডীয়মান ও সকলের দ্রুতপদে প্রস্থান।

কালপুরুষের প্রবেশ।

কালপুরুষ। কৈলাস পবিত্র করি,
ধায় শুক ধরণী তারিতে,
হরিনামে পূরিবে জগৎ,
ভক্তি-আলো হেরি জীবে হইবে মোহিত।
এই শুক ধরি নরদেহ,
শুকদেব নামে হইবে বিখ্যাত,
মহামায়া হ'তে রহিবে পৃথক্,
মায়ারাজ্যে থাকি দেখাবে জগতে,
ইহ জগতের নয় শুক যেন
কোন্ রাজ্য হ'তে আসিল এই অমরপুরুষ।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।

ব্যাস ও পীবরীর প্রবেশ।

ব্যাস। কি জানি ইচ্ছাময়! কোন্ ইচ্ছায় যে স্বীয় অভীপ্সিত ইচ্ছা পূর্ণ ক'র্‌চ, সে তত্ত্ব তোমার নিভৃত-গুহা-নিহিত। ব্যাসের

কি শক্তি যে, তোমার সেই ইচ্ছা-চক্রের কেন্দ্রভেদে সমর্থ হ'বে! সংসার তোমার চক্র, সংসারী ব্যাস। এ অধ্যাত্ম সৃষ্টিতে এ নরাধমের অধ্যাত্ম নামকরণ কি জন্য প্রভো! নামে যে মোহিত হয়, সে তার গুণ বুঝ্‌বে কি ক'রে? মধু দেখে যে পাগল, মধু খেয়ে সে কোথায় যাবে? কৃষ্ণ, গোবিন্দ, হরি, মধুসূদন,—ব্যাস তোমার কোন্ নামটা ক'র্‌বে? কোন্ নামে জীবের তৃপ্তি, মুক্তি, ব্যাস তা জানে না। কূপমণ্ডূকের ন্যায় আজীবন ঘোরাচ্ছন্ন র'য়েচি। শান্তিময় হে! কিসে জীবের শান্তি, কিসে প্রীতি, কিসে তৃপ্তি, তা অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত রচনায় পাই না, গীতায় পাই না। তোমায় পাবার জন্য নিভৃত নৈমিষারণ্যে থেকে, কত পুরাণ মহাপুরাণ রচনাই ক'র্‌চি! কিন্তু হে মহিমময় রচনাশীল মহাপুরুষ তুমি কৈ? তুমি যে কথার নও। তুমি যোগীর ধন, তুমি সাধনার সাধ্য আরাধ্য ধন—তুমি কৈ? অমূল্য কৃষ্ণনামামৃতপানে কত লোক সাযুজ্য সালোক্য প্রাপ্ত হ'চ্চে, কিন্তু নরাধম আমি, সংসারের বিষকীট আমি,—আমি কোথায়? শর্করাবহনকারী বৃষ যেমন শর্করাস্বাদে বঞ্চিত, আমিও তদ্রূপ। যে বলে—জ্ঞানে তোমায় পাওয়া যায়, সে জ্ঞান তার জ্ঞান নয়,—অজ্ঞানতামাত্র। গীতায় উল্লেখ ক'রেচি, "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিত গুহায়াং" সে জ্ঞানের কথায়; কিন্তু জ্ঞানের তুমি নও,—তুমি জ্ঞানাতীত চিন্ময়। তুমি ভক্তির ধন নিত্যময়। যে তোমার নামে প্রেমভরে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিতে পেরেচে, কৃষ্ণ হে! সেই তোমায় পেয়েচে। যে তোমার জগৎ দেখে তোমার খেলা ভেবে সে খেলা ছেড়েচে, মুকুন্দ হে! সেই তোমায় পেয়েচে। জ্ঞান আর ভক্তি প্রভেদ

অনেক। ব্যাস জ্ঞানলাভের আশায় সকল কুল হারিয়েচে ঠাকুর! আমরি মরি! কিবা সুমধুর ধ্বনি! কোন্ লতাবিতানে কি নিকুঞ্জে এ ধ্বনি উত্থিত হ'লো! আমরি মরি! কি সুরসাল গোবিন্দ নাম! সাধ্বি! শোন, কর্ণ পবিত্র কর। যেন বাসন্তিক পিক কুহু কুহু স্বরে অমিয় কৃষ্ণনামের পশরা ছড়াতে ছড়াতে, এই উষাকালীন ব্যাসাশ্রম পবিত্র ক'রে যাচ্চে। তাইতো, ও তো পিকের ধ্বনি নয়! একি ব্রজের গোষ্ঠলীলা! তা নৈলে "কাঁহারে কানাই" ব'লে ব্রজের আহিরীবালকগণ কেন চূড়া ধড়া প'রে ছুটতে ছুটতে এ দিকে আস্‌চে? ও কে হলধর বলদেব! কি হ'লো!—এ কি স্বপ্ন দেখ্‌চি! না ভাগবতে প্রভুর আমার ব্রজলীলা বর্ণনা ক'চ্চি! পতিব্রতে সাধ্বি পীবরি! তুমি জাগ্রত না নিদ্রিত? কিছু কি শুন্‌তে পাচ্চ! কিছু কি দৃষ্টিগোচর হ'চ্চে?

পীবরী। মুনে! স্বপ্নই যেন বোধ হয়!

রাখালবেশে নারদ ও রাখালগণের প্রবেশ।

রাখালগণ। গীত।

ছোড়ি বংশীবট, ছোড়ি যমুনাতট,
কাঁহারে কানাই, কাঁহারে কানাই।
গোঠে আওরে বংশীধারি ঝটপট ছোড়কে যশোদা মাই॥
কাঁহারে কানু, কাঁহা তু বেণু, কাঁহা তু দাদা বলাই,
কত নিদ্ যাওরে বঁধু, ছোড়্‌কে খেলা ভাই,
ছোড়্‌কে খেলা ভাই॥

শ্যামলী ধবলী তুঁহাকু লাগিয়ে, ফুকারে ফুকারে
কাঁন্দে কানাই;
সাজ গোঁয়াইল আওল দিবা, আওর রাতি নাই
রাতি নাই॥

ব্যাস। সুন্দর! সুন্দর! অতি সুন্দর! ব্রজের রাখালবেশী বালকগণ কে তোমরা? তোমরা কি আমার প্রভুর সহচর? এ কি! মহর্ষি নারদ? একি! পতিব্রতে পীবরি! দেখ দেখ, মহর্ষি নারদের আজ এ কি বেশ! ব্যাসাশ্রম আজ পবিত্র হ'লো, ব্যাস সস্ত্রীক আজ ধন্য হ'লো! সাধুর পদার্পণে দীন কৃতার্থ হ'লো! (অভ্যর্থনা)।

নারদ। (কৃতকৃতার্থ বোধ)।

ব্যাস। মহর্ষি! এ কি?

নারদ। তপোধন! আপনার রচিত ভাগবতপাঠের এই প্রথম ফল।

ব্যাস। হতভাগ্যের রচিত ভাগবতপাঠে পরম ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণব নারদের আজ সন্ন্যাসী-সজ্জা পরিত্যাগ ক'রে রাখালবেশ কেন?

নারদ। কবিবর ব্যাস! ইহজগতে এমন অমূল্য মণি মুক্তা হীরা প্রবালাদি রত্ন থাক্‌তে, প্রভুকে তোমার বনের ফুলে সাজিয়ে বনমালী নাম রাখ্‌লে কেন?

ব্যাস। মহর্ষি! ব্যাসরচিত প্রভুর নাম কি বনমালী? প্রভু আমার স্বয়ং বনের মালা গলায় প'রে, বনমালী নাম ধারণ ক'রেচেন।

নারদ। তবে কবিশ্রেষ্ঠ! বলি শোন, তোমার ভাগবতের রাখাল্‌সাজের অপরূপ বর্ণনায়, নারদ আজ রাজ-সজ্জা, সন্ন্যাসী-সজ্জা, সকল সজ্জা পরিহার ক'রে রাখালসজ্জায় সেজে এসেচে। সে

সজ্জার যে তুলনা নাই,—সে মাধুরীর যে উপমা নাই! যে সাজ দেখে কুলকামিনী কুলত্যাগ ক'র্‌তে পারে, সে সাজে কি নারকী নারদ ভুল্‌তে পারে না।

ব্যাস। প্রভু! প্রভু! ক্ষমা কর।

নারদ। প্রভুর ইচ্ছা! কবিবর! জ্ঞান আর ভক্তি, দুয়ের পার্থক্যে ভক্তির প্রস্রবণ ভাগবত রচনা তোমার সফল হ'য়েচে। একে নারদ ত পাগলই, মুনিবালকগণ ও তোমার ভাগবতের লালিত্যে আজ কি বেশে সেজে এসেচে দেখ।

সুদাম। দেখ্‌রে দাম, মনোঅভিরাম মুনির কথা শোন,
মুনির ছেলে আমরা কেন, আমরা কৃষ্ণের প্রাণধন।
শোন মুনি, আমার নাম সুদাম, এইটীর নাম দাম,
এইটী সুবল ভাই।
বারো রাখালের নাম শুনলি, কাঁহারে কানাই,
কাঁহারে কানাই।

দাম। গোঠে রৈল ধেনু, আস্‌চে না কেন কানু,
বেলা হ'লো যে ভাই,
আস্‌বার সময় মা যশোদা, ছাড়েনা বুঝি শ্রীদাম দাদা,
কাঁহারে কানাই কাঁহারে কানাই।

সুবল। যমুনা বহেনা উজান, না শুনিয়ে বাঁশীর গান,
আয় না কেন রাই,
তুই এলে জলের ঘাটে, কানু অমনি আস্‌বে ছুটে,
কাঁহারে কানাই কাঁহারে কানাই॥

শ্রীদাম। দাঁড়া তোরা একটু হেথা, কানু আমাদের আছে যথা,
আমি রে তথায় যাই,

গাছের ফল পেড়ে নোব, দাঁতে কেটে তার মুখে দোব,
কাঁহারে কানাই কাঁহারে কানাই। (গমনোদ্যত)।

বসুদাম। (শ্রীদামকে ধারণপূর্ব্বক)।
শ্রীদাম, তুই একা কোথায় যাবি, আমরা হেথায় দাঁড়িয়ে ভাবি,
তোর তো ভরসা খুব ভাই,
আয়না কেন কানাই ব'লে, কেঁদে মরি ফুলে ফুলে,
আস্‌বে ছুটে অমনি কানাই।

রাখালগণ। কাঁহারে কানাই, কাঁহারে কানাই।

ব্যাস। সত্য সত্যই মুনিবালকগণ ভগবৎ-প্রেমিক। প্রেমে সত্যই সখ্যভাবের চরমসীমায় আরোহণ ক'রেচে। মহর্ষে! এই বালকগুলি কি আপনারই শিষ্য ?

নারদ। আমার শিষ্য নয় কবিবর! আমার শিষ্য নয়। আপনারই শিষ্য। আপনার ভাগবৎপাঠের এই দ্বিতীয় ফল।

ব্যাস। এ তন্ময়ত্ব ভাগবতে কি আছে ? তবে আমিও কি ব'ল্‌তে পারি না, কাঁহারে কানাই, কাঁহারে কানাই! কিন্তু কৈ! মহর্ষে! আমার লেখায় থাক্‌লেও আমার প্রাণে সে তন্ময়ত্ব আসে কৈ ? অহো! আমি অধম, আজন্ম জ্ঞানোপার্জ্জনে অনন্তকাল অতিবাহিত ক'রেচি, কিন্তু কি জ্ঞান উপার্জ্জন ক'র্‌লাম! যে জ্ঞানে ভক্তি নাই, সে জ্ঞান কি জ্ঞান ? যে ফুলে মধু নাই, সে ফুল কি ফুল ? মহর্ষে! আমি ভক্তিহীন মূঢ়। কিসে ভক্তির আলো দেখ্‌তে পাবো? ভক্তিমান্ বালকগণ! গাও, গাও, আবার গাও! আবার চাঁদমুখে সুধার কথা কও, যাতে তোমাদের ভক্তিস্রোতে আমার অসার কলুষিত প্রাণকে ভাসাতে পারি, তার চেষ্টা করি। আমি অধম, আমায় ভক্তি-রাজ্যে ল'য়ে চল।

পীবরী। গাও বাছারা, তোমাদের কণ্ঠস্বর অতি মিষ্ট। আমাদের একটী গান শুনাও।

দাম। "রাই রাই ব'লে বাঁশী বাজে" এই গানটা গাইব?

সুদাম। না, না, ওটা না, "একটুখানি দাঁড়াস্ কানাই, আমরা চ'লতে নারি ভাই," এই গানটা শুন্‌বি মা?

পীবরী। তোমরা যা বল তাই অতি মধুর। যা তোমাদের ভাল লাগে, তাই তোমরা গাও, আমরা তোমাদের সব কথায় মোহিত হ'চ্চি।

শ্রীদাম। তবে রাখালরাজার গানটা গাই, কেমন মা?

রাখালগণ। গীত।

আমরা রঙ্গিন রঙ্গিন ফুল তুলেছি, আয় রে কানু
তোরে রাজা ক'রে যাই।
কদম ফুলের হার যত্নে গেঁথেছি, তোর গলায়
(দোল্ দোল্ দোল্) দুলিয়ে দোব ভাই॥
এরা সবে হবে প্রজা,—তুই হবি ভূপাল,
আমার দুজন হবো কোটাল, ওরে রে গোপাল,
আমি ভাই মন্ত্রী হ'য়ে মন্ত্রণা দিব রাই ভাব্‌বে না
রাখাল;—
এমনি ক'রে খেল্‌বো খেলা, সকাল হ'তে
বিকাল বেলা, ওরে ও কানাই॥
কানাই তো নাই রে হেথা, তুই রাজা হ দেখি,
আমরা রাখাল তেমনি ক'রে তোরে নিরখি,

কানাইএর কথা পেলে, যাই রে ভুলে, সদা হই সুখী,
রে রে রে ছুট্‌ছে শামী, মার্ পাঁচনি, ডাক্‌চে
দাদা বলাই ॥

বসুদাম। এখনও তো কানাই এলো না, ব'ল্লে বারটা রাখাল ছিল, তেরটা ক'র্‌বো।

দাম। আমায় ব'লেছিল, যাবো ব্যাসের কুঞ্জে, তোরা যা সেখানে, আমি সেই খানেই রাখাল পাবো।

পীবরী। তোমরা মহর্ষির নিকট থেকে এরূপ কৃষ্ণ-প্রেমিক হ'য়েছ যে, কতকগুলি দ্বাদশরাখাল সেজেছ, আর একজনকে কৃষ্ণ সাজিয়ে প্রভুর আমার কৃষ্ণ-লীলার অভিনয় ক'র্‌চ! আহা বালক রে! তোদের কি ভক্তিময় হৃদয়! এ হৃদয় দেবতায় পায় না, সাধু-সন্ন্যাসীরও দুর্লভ। কৈ তোমাদের কৃষ্ণ তো এলো না?

দাম। কাঁহারে কানাই কাঁহারে কানাই, এত ডাকি ভাই,
ভাই কানাই কানাই রে,
রাখালেরি লাগি, হ'লি গৃহত্যাগী, রাখাল তো মোরা, কেন এ
যাতনা পাই রে ॥

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। কাঁদ কেন দাম ভাইরে আমার, কাঁদ্‌তে কি ভাই আছে?
কানাই তোদের দাসের দাস, কানাই সদাই তোদের কাছে।
কানাইএর কে আছে ভাই, বৃন্দাবনে আর কেবাই আছে বনে,
কানাই তোদের তরে সদাই ভাবে আপনার মনে মনে।

কানাই রাখাল ভালবাসে রাখাল খুঁজে তাই,
বারটা র'য়েছে রাখাল, তবু একটা চাই।
স্বপনেতে দেখেছিলাম শুয়ে মায়ের কোলে,
স্বপ্নের রাখাল স্বপ্নে এলো আবার গেল স্বপ্নে চ'লে।
রাখাল আমার বনের ফুলে অঙ্গ ঢাকি মুদে দুটী আঁখি,
বলে "কোথায় আমার পদ্মলোচন এস একবার দেখি"।
এই ব'লে সে চ'লে এলো এই ব্যাসাশ্রমে,
কৈ, কৈ, দেখেছ কি আমার রাখাল ব্যাস-শান্তি-ধামে?
কৈরে রাখাল কৈরে রাখাল, আয়রে প্রাণের ভাই,
তুই ডাক্‌লি কানাই বলে, এই আমি সে কানাই।
কৈ রে রাখাল কৈ রে রাখাল, তোর সে গোপাল ডাকে,
একবার আয়রে কোলে দাদা ব'লে কেন দুঃখ থাকে।
কৈরে রাখাল, হামার কাঁহারে রাখাল!

রাখালগণ। এই মোরা যে রাখাল,
কেন রে গোপাল, কেন রে গোপাল! (আলিঙ্গন)।

ব্যাস। আমরি মরি! কি সখ্যভাবের জলন্ত উদাহরণ! মহর্ষে! কি আনন্দেই আপনি জীবন-কাল অতিবাহিত ক'র্‌চেন?

নারদ। কবিবর! তোমার হৃদয়ের আনন্দ অপেক্ষা এ বাহ্য-আনন্দের সুখ কি অধিক?

ব্যাস। তা তো প্রত্যক্ষই দেখ্‌চেন! ভাবুকের প্রাণে আর অন্যের প্রাণে অনেক প্রভেদ মহর্ষে! কৃষ্ণ হে! তোমার অপার ইচ্ছা।

পীবরী। হাঁ বাছারা, তোমাদের বুঝি এই কৃষ্ণ?—এই বুঝি প্রাণের কানাই।

দাম। হাঁমা, এই আমাদের কানাই ভাই।

বসুদাম। একটা ফল দেনা মা, আমার বড় খিদে পেয়েচে।

শ্রীদাম। একটু জল দে না মা, আমার বড় তৃষ্ণা পেয়েচে।

সুবল। তুই দু দুটো গান শুন্‌লি, আমাদের কিছু খাইয়ে দে না মা!

পীবরি। দাঁড়াও, বাছারা, আমি কুটীর হ'তে তোমাদের জন্য ফল, মূল জল আনয়ন করি। আহা! বাছাদের চাঁদমুখের মা কথা শুনে, সংসারকে স্বর্গ বোধ হয়। অভাগিনী আমি!

[প্রস্থান।

নারদ। তপোধন! আজীবন তপশ্চর্য্যায় যে দেহ ক্ষীণ ক'রেচ, আজীবন বেদচক্রভঙ্গে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন তুমি, যে বেদব্যাস নাম ধারণ করেচ, আজীবন কৃষ্ণ-লীলা-রসে উন্মত্ত হ'য়ে, মহাপ্রভুর অনন্ত মহিমাকে অনন্তভাবে বর্ণন ক'রে যে অনন্ত অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন ক'রেচ, সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাকবি ভগবদ্ভক্ত মহাতপা ব্যাস তুমি, তুমি এত নিরানন্দ কেন? ব্যাস! তোমার কৃষ্ণ-লীলার বর্ণনা শ্রবণ ক'র্‌লে নীরস তরুবর সরস হয়,—প্রেমহীন মূঢ় প্রাণও প্রেম-রসে ঢলঢল ক'র্‌তে থাকে। সে হেন ব্যাস তুমি কৃষ্ণ-তত্ত্ব রসবিহীন ব'লে, বার বার অনুশোচনা প্রকাশ ক'র্‌চ কেন? ব্যাস! তোমার ন্যায় নিষ্ঠাবান্, ক্রিয়াবান্, ভক্তিমান্, বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্, জ্ঞানবান্, এ সংসারধামে দ্বিতীয় কে? অনেক স্থলে তোমাতে আর সেই পরাৎপরে কিছুই প্রভেদ নাই। সে হেন ব্যাস তুমি, তুমি এত নিরানন্দ কেন?

পীবরী। (কুটির হইতে বাহির হইয়া) এই লও বাছারা, ফল মূল ও জল পান কর। (প্রদান ও রাখালগণ গ্রহণনোদ্যত)।

কৃষ্ণ। আহা, হা, দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমার হাতে জল খাবে কে?

তুমি ফল দিলে নেবে কে? হাঁরে ভাই রাখাল! কার হাতে খাবি?

রাখালগণ। কেন ভাই কানাই!

কৃষ্ণ। ও মা যে বন্ধ্যা! শুনেছি, বন্ধ্যার হাতের জল শুদ্ধ নয়। যে গাছে ফল হয় না, সে গাছে যেমন কোন ফলোদয় নাই, বিদ্যা-জ্ঞানহীন ব্যক্তি যেমন মানবমধ্যে গণনীয় নয়, সেই রূপ সন্তান-সন্ততি-বিহীনা নারীজাতিও সংসারমধ্যে অতি ঘৃণনীয়। তার হাতে জল পান ক'র্‌তে নাই ভাই রাখাল!

রাখালগণ। তবে আমরা খাব না।

দাম। চল ভাই কানাই, আমরা ঘাটে গিয়ে জল পান করি গে।

সুদাম। তবে চল ভাই গোপাল, আমরা বনের গাছের ফল পেড়ে খাই গে।

কৃষ্ণ ও রাখালগণ। দেবর্ষি, আমরা তবে চ'ল্লাম।

[প্রস্থান।

পীবরী। যাও, যাও বাছারা, আমার হাতে জল পান ক'রো না; আমি পাপিনী নিরয়গামিনী,—আমার হাতে জল পান ক'র্‌লে তোমাদের অকল্যাণ হবে। মহর্ষে! আর এ পাপ-জীবনে প্রয়োজন কি? প্রত্যক্ষ তো দেখ্‌লেন, আর কি বোঝাবেন? আত্মহত্যায় মহাপাপ! পুত্রহীনা রমণীর মৃত্যুই মঙ্গল। সে পাপিনীদের মুখদর্শনেও যাত্রা হয় না। নাথ! চিতা জ্বেলে দিন্, বলুন, নয় উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করি। এ প্রাণ আর রাখ্‌ব না! আহা! পুত্রবতী রমণী কি সৌভাগ্যবতী! পর্য্যুষিত শাকান্নে একাহারেও যদি তোমরা কালাতিপাত কর, তা'হলে ও বিবিধ রত্নালঙ্কৃতা উত্তম ভোগ্যা রমণী হ'তে অনেকগুণে তোমরা

উৎকৃষ্ট। পূর্ব্বজন্মে কত মহাপাতক ক'রেছিলাম, তাই এ জন্মে সংসারী গৃহী হ'য়েও তৃষ্ণাতুরের তৃষ্ণা দূর ক'র্‌তে পার্‌লাম না। (রোদন)।

গীত।

বৃথা কি কারণ এ দেহ-ধারণ,
ধিক্ এ জীবন, এ নারী-জনম।
পুত্রহীনা রমণীর গো বৃথা ধরম করম ॥
মা ব'লে অতিথি বারি পান আশায়,
তৃষ্ণাতুর হ'য়ে শুষ্কমুখে চায়,
ছুটে আনি বারি, না ছুঁইল মরি,
ব'লে বন্ধ্যা নারী ত্যজিল আশ্রম ॥
বিমুখ অতিথি যদি প্রাণপতি,
কেন বা আশ্রমে করি হে বসতি,
পূর্ব্বপাপফলে (যদি) অদৃষ্টে এ ফলে,
তবে পরকালে কি ঘটিবে বিষম ॥

ব্যাস। প্রিয়ে! রোদন ক'রো না। কর্ম্মাশ্রিত ফল জীবের অনিবার্য্য ভোগ। পুত্রবতী রমণী বা পুত্রবান্ পুরুষ সৌভাগ্যশালী সত্য, কিন্তু যাহা জীবের ইচ্ছার অধীন নয়, নিতান্ত কর্ম্মের অধীন, তার জন্য অনুতাপ কি আছে প্রিয়ে?

পীবরী। মহর্ষে! সংসারে থেকে এইরূপ ঘৃণিতভাবে কতকাল যাপন ক'র্‌বো? তার চেয়ে অসার জীবন ত্যাগে বাধা কি?

ব্যাস। পাপের প্রায়শ্চিত্তই যদি এইরূপে সমাহিত হয়, তা হ'লে

স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে কোন কর্ম্ম করা কি কর্ত্তব্য? দেবর্ষি! আপনি পীবরীকে কিছু বোঝান।

নারদ। কবিবর! ভূত ভবিষ্যৎ সকল জেনে নরাধমকে কেন সে কার্য্যের ভার প্রদান ক'র্‌চেন? মহাযোগী ব্যাস! ভাগবতে কি রচনা ক'রেচ? মা কি আমার বন্ধ্যা থাক্‌বেন? মা! দুর্ভাগ্য-অমার অবসান হ'য়েচে! আজ শুক্ল-প্রতিপদ।

পীবরী। মহর্ষে! আমার এমন অদৃষ্ট হবে! অভাগিনী আমি, আমি পুত্রমুখ দর্শন ক'র্‌বো?

নারদ। পুত্র কি মা? দুর্লভরত্নের মুখদর্শন ক'র্‌বে! সে রত্ন দর্শনের জন্য নারদ ষোড়শবর্ষ ব্যাসাশ্রম পরিত্যাগ ক'র্‌বে না; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গোলোক, ব্রহ্মলোক, শিবলোক পরিত্যাগ ক'রে, এই মর্ত্ত্যলোকে এসে ভ্রমণ ক'র্‌বেন। সিদ্ধ, কিন্নর, যোগী, ঋষি জ্যোতিঃগণ স্বীয়কার্য্য পরিত্যাগ ক'রে, সেই অমূল্য-রত্নের জ্যোতিঃদর্শনে বিমূঢ় হ'য়ে থাক্‌বে। সে রত্নের মহিমায় ধরা হরিনামে পূর্ণ হবে।—পাপী পাপ হ'তে মুক্ত হবে। দেবি! এখনও কি ভ্রম ঘুচেনি; এই যে দ্বাদশ রাখাল আর স্বয়ং প্রভুকে আমার দর্শন ক'র্‌লে, এঁরা কি প্রকৃতই মুনিবালক?—অঙ্গজ্যোতিঃতে কি মা, তা বুঝ্‌তে পারনি? মহাভ্রম ঘুচাও মা! আজ প্রভু আমার ভবিষ্য সংসারলীলা সংসাধনের জন্য, স্বয়ং বৈকুণ্ঠ হ'তে স্বীয়সখা রাখালগণসঙ্গে এই ভব-রঙ্গ-মঞ্চে সেই মহামূল্য রত্নের আবাসস্থান দর্শন ক'র্‌তে এসেছিলেন। কি পুণ্য মা কি পুণ্যবতি! তোর ন্যায় অসামান্যা অগ্রগণ্যা রমণী পৃথিবীতে আর কে মা! যার পুত্র দর্শন করবার জন্য সুদর্শনধারী মধুসূদন গোলোকত্যাগী হ'য়ে মর্ত্ত্য-বিহারী, সে কি মা সাধারণ

পুত্র! সেই কুলোজ্জ্বলরত্ন তোমার আশ্রম পবিত্র ক'র্‌তে আস্‌চে। নারদবাক্য মিথ্যা হবার নয় মা! পূর্ব্বেই ব'লেছি যে, মা গো! তোর দুর্ভাগ্য-অমার অবসান হ'য়েচে, আজ শুক্ল-প্রতিপদ। আজ হরিভক্তের জন্মদিন। তুই পবিত্র হ'য়ে হরিসাধনায় উপবেশন কর্ মা! হরিভক্ত ঐ এলো। নারদ ভক্তিতত্ত্বেই ঘুরে বেড়ায় মা! প্রতারণা ক'রে যে ব'লেছিলাম, ঐ দ্বাদশ রাখাল মুনিবালক, সে নারদের প্রতারণা নয়, সে চক্রীর তোদের ভক্তি-পরীক্ষা। তোরা যে কৃষ্ণ-প্রেমিক, তা আমার প্রভু আজ স্বয়ং এসেই বুঝে গেছেন। ভক্তি-রাজ্যে তর্ক নাই, সন্দেহ নাই,—সে অনন্ত নির্ম্মল প্রেমসমুদ্র। সেই ভক্তিরাজ্যের তোমরা দুটী রাজরাণী। হরিভক্ত ঐ এলো, নারদ ভক্তি-সমুদ্রে ডুব দিতে চ'ল্লো। যথন তার প্রবল তরঙ্গ উঠ্‌বে, তখনই নারদ সেই তরঙ্গে ভেসে উঠ্‌বে।

[প্রস্থান।

ব্যাস। পীবরি! পীবরি! আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌চি প্রিয়ে!

পীবরী। নিশা অবসান হ'য়েচে! তরুণ তপন পূর্ব্বদিকে উদয় হ'য়েচেন, আমরাও দাঁড়িয়ে আছি! তবে স্বপ্ন কিরূপে বলি! আমরি মরি! মহর্ষে! আহা হা! কি সুমধুর মকরন্দ গন্ধ! চতুর্দ্দিক আমোদিত ক'রে তুল্‌চে! কোকিলের স্বর, ভ্রমর-গুঞ্জন কি শুন্‌তে পাচ্চেন? আহা! ষোড়শকলায় পূর্ণচন্দ্র যেন নীলমেঘের ক্রোড় হ'তে উঁকি মার্‌চেন! নাথ! এ দিকে শুনুন—নূপুরের রুণু রুণু ধ্বনি! আহা হা, কি মধুর! মধুর! (সহসা শুকপক্ষী পীবরীর পদে পতিত হওন)।

সহসা বেগে নন্দীর প্রবেশ।

নন্দী। হর হর রুদ্র মহাকাল!
অব্যর্থ ত্রিশূলগতি ব্যর্থ নাহি হবে।
শুনি শিব-উক্তি জীবন্মুক্তি ল'ভেছ বলিয়া,
শিব-ত্রিশূলের গতি কর পরাজিত?
জান নাই নন্দীরে অধম! জান নাই রুদ্র-অনুচরে?
প্রতারণা শাস্তিভোগ কর দুরাচার থাকি গর্ভবাসে।
হর হর রুদ্র মহাকাল। (ত্রিশূলাঘাত)।

ব্যাস। অহো জীবহত্যা আশ্রমে আমার!
পক্ষীশিশু ভবলীলা কৈল সমাপন,
জীবনের অভিনয়ে হইল পতন মৃত্যু-যবনিকা।
আশ্রম-পীড়ন করে কে রে দুরাচার!
কে রে মন্দ তুই নন্দীনামে দিস্ পরিচয়!
শিবদূত, শিবস্থতে করে নাশ অসম্ভব কথা!

নন্দী। নহে অসম্ভব তপোধন!
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" শিবের বচন,
কিন্তু অধর্ম্মী বিহগ বাবদূক,
শিবসনে করে প্রবঞ্চনা,
তাঁর ক্রোধে ফলিল এ ফল!
জ্বলিলে অনল কে রোধে প্রবল গতি তার?
তপোধন! সম্বরণ কর রোষ।
নিজ দোষে ভুঞ্জে পাপী নিজ অপরাধ।

[প্রস্থান।

ব্যাস। সংসার-রহস্য বোঝ্‌বার উপায় নাই। বিধি হ'তে প্রভব-শালী কর্ম্ম! আমি তোমায় নমস্কার করি। সৃষ্টি স্থিতি নাশ তোমার ইচ্ছায় কর্ম্ম! আমি তোমায় নমস্কার করি। পক্ষী-শাবকের সংহার-কর্ম্ম আজ নন্দী কর্ত্তৃক সমাহিত হ'লো! এ রহস্য কে বুঝ্‌তে পার্‌বে রে? এর মর্ম্ম ব্যাসের লেখনী কি লিখ্‌বে রে! আহা, হা! কি রূপ, কি রূপ! কি মাধুরী, কি মাধুরী! কি জ্যোতিঃ, কি জ্যোতিঃ! কি সৌন্দর্য্য, কি সৌন্দর্য্য! কোটী চন্দ্র, কোটী সূর্য্য, কোটী তারা, কোটী নক্ষত্র, কোটী কোটী কটির কথা ব'ল্‌ব রে! কত কোটী জ্যোতিঃপুঞ্জ একাধারে, একাসনে মিলিত রে! ঐ—ঐ পক্ষীদেহের মধ্য হ'তে উত্থিত হ'লো! জ্যোতিঃ, জ্যোতিঃ, জ্যোতির্ম্ময়! ছায়া—ছায়া দূর হ'লো, ক্রমোত্তর নিম্ন হ'তে উত্থিত হ'চ্চে! দেখ, দেখ, দেখ! নিস্পন্দ, নিশ্চল, সেই জ্যোতিঃ হ'তে কত আবর্জ্জনা সব খ'সে প'ড়্‌চে! মৃত্তিকা, বারি, অনল, অনিল, শূন্য এই পাঁচ যেন পঞ্চাকারে সেই জ্যোতিঃ হ'তে বহির্গত হ'য়ে গেল। শব্দ, রূপ, গন্ধ, রস, স্পর্শ সেই জ্যোতিঃ হ'তে যেন অন্তর্হিত হ'য়ে গেল। বিশুদ্ধ, নির্ম্মল, পবিত্র সেই জ্যোতিঃ-ধারা-নিবাত নিষ্কম্প প্রদী-পের ন্যায় চতুর্দ্দিক আলোকিত ক'রে, এই সুখদামপূর্ণ পৃথিবীকে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দরাজ্যে পরিণত ক'র্‌চে। সবিকল্পভাব দূরীভূত ক'রে, নির্ব্বিকল্পভাবে সেই অলৌকিক রাজ্য অলৌকিক আনন্দে পরিপূর্ণ। সেই জ্যোতিঃরাশির দীপ্তিতে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল স্বলোক ভবলোকাদি চতুর্দ্দশলোক মরীচিকাবৎ অনুমিত হ'চ্চে। কিন্তু সেই জ্যোতিঃ ভিন্ন অন্য আর কিছুই নাই! শূন্য, মহাশূন্য, সেই অনন্ত শূন্য রাজ্যে এই একমাত্র জ্যোতিঃ! তার

পর—ও কি! জ্যোতিঃর পর—ও কি! মহাজ্যোতিঃ পুঞ্জীকৃত জ্যোতিঃ! অনন্ত জ্যোতিঃ! জ্যোতিঃ সমষ্টি! ক্ষুদ্র জ্যোতিঃ বৃহৎ জ্যোঃতিতে ধাবিত হ'চ্চে! বিশাল মহাসাগর, ক্ষুদ্র নদনদী সেই মহাসমুদ্রে মিলিত হ'চ্চে! কি আকর্ষণী শক্তি! কিম্বা কি অনন্য-সাধারণা গতি! খণ্ড নহে, অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড যেন সেই জ্যোতিঃ-সমুদ্রে ভাস্‌চে। চতুর্দ্দিক হ'তে ক্ষুদ্র জ্যোতিঃ যেন সেই জ্যোতিঃ-সমুদ্রে এসে মিশ্রিত হ'চ্চে! ঐ—ঐ সেই আরামময়ী আনন্দ-দায়িনী শান্তিপ্রদা জ্যোতিঃ! আনন্দময় হে! তুমি ওখানে! আর আমি এখানে? তোমার অংশভূত আমি! আমায় কেন ঘোর মায়াবর্জ্জনায় এত আবিল ক'রেচ! যাব, যাব, তোমায় পেয়েচি, ব্যাস আর এ মরীচিকায় জলভ্রমে কুরঙ্গের মত ভ্রমণ ক'র্‌বে না! (ধাবিতহওন ও পীবরীর গাত্রে পতন)। অহো! কি হ'লো? পীবরি! তুমি? তুমি কি আমার জ্যোতির্ম্ময়ী?

পীবরী। মহাপুরুষ! ঐ জ্যোতিঃ-ভ্রম কি আপনারও হ'য়েচে! সহসা একি হ'লো! হৃদয়ে যে আর আনন্দ ধরে না! সহসা যেন বসন্তের উদয় হ'লো! চতুর্দ্দিকে যেন কোকিল আর নূপুরের ধ্বনি শুন্‌তে পাচ্চি। এই শুকপক্ষীর দেহ হ'তে যেন এক জ্যোতিঃ বহির্গত হ'য়ে, সেই জ্যোতিঃ আমার অঙ্গে মিলিত হ'য়ে গেল। একি নাথ! অমনি আমার মনের কেন এত পরি-বর্ত্তন ঘ'ট্‌লো!

গীত।

একি একি আজ, হেরি ঋষিরাজ,
ঘটে কেন অঘটন।

শিবদূত-করে, শুকপক্ষী মরে,
তাহে জ্যোতিঃ-পূর্ণ হইল ভুবন ॥
সেই জ্যোতিঃ মরি আসি আচম্বিতে, ছাইল গগন
এ মম অঙ্গেতে, ওহে তপোধন ;—
(অমনি দেহ মহাবেশে, মহাজ্যোতিঃ পরশে,
অবশে এলাইয়া পড়িল,—সেই জ্যোতিঃ হ'তে যেন,
আসিলেন নবঘন, শ্যাম মা মা ব'লে সুধাইল)
অমনি হৃদয় নবরসময়, যেন বসন্ত উদয় এই লয় মন ॥
অলসেতে গাত্র করে মাটি মাটি,
একি চমৎকার অতি পরিপাটী, অপূর্ব্ব ঘটন ;—
(অকস্মাৎ কি লক্ষণ, তৃপ্তিপূর্ণ ত্রিভুবন, স্নেহে যেন
প্রাণ মন মোহিল,—তৃপ্তি তৃপ্তি বিশ্বময়, তৃপ্ত তাপিত
জীবচয়, তৃপ্ত প্রেমে তৃপ্ত প্রাণ গাহিল)
ব'ল্‌তে লজ্জা হয়, মরি গো লজ্জায়,
অকস্মাৎ নাথ ! গর্ভেরি লক্ষণ ॥

ব্যাস। পীবরি ! তুমি কি আমার জ্যোতির্ম্ময়ী !

পীবরী। কেন নাথ ! আপনি জ্ঞানী হ'য়ে এত ভীত হ'চ্চেন !

ব্যাস। পীবরি ! শীঘ্র কুটিরমধ্যে প্রবেশ করি এস। পীবরি ! সত্যই তুমি আমার জ্যোতির্ম্ময়ী !

পীবরী। আসুন নাথ ! আশ্চর্য্য ব্যাপার !

[উভয়ের প্রস্থান।

ঐকতান-বাদন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

তপোবনের প্রান্তভাগ।

শতমুখীহস্তে নন্দার প্রবেশ।

নন্দা। ওমা, ওমা, কি লজ্জার কথা মা! বলে হাওয়ায় কি না গর্ভ হ'ল! আমার তো এই লজ্জা, মা আমার আবার লজ্জায় মুখ দেখাতে পারেন না! বলেন,—নন্দা আপনার লজ্জায় আপনি যাই! তাই নয় হ'লো, আবার কি মা, বার মাসেও ছেলে মাটীতে প'ড়্‌ল না! মা না কি আজ স্বপ্নে দেখেছেন, মাটী থেকে মায়া না গেলে, পোড়াছেলে মায়ার সংসারে ভূমিষ্ঠ হবে না! ওমা, আবার কি কথা গো! যাই এই উড়ুম্বর তলাটা ঝাঁট দিয়ে যাই, ছেলেটা এইখানে ব'সে প'ড়্‌তে বড় ভালবাসে! (ঝাঁট দেওন)। ওমা কি কথা মা! হাওয়ায় ছেলে হ'লো, আবার সেই ছেলে বার মাসেও মাটীতে পড়ে না! ও মা ও মা, এ উস্‌কোনো মাটী কিসের গো! সর্ব্বনাশটা ক'র্‌লে মা! আমার মাথা আর মুণ্ডু ব'ল্‌বো। এ ঠিক চণ্ডা আর যোগে গুখোরবেটার কাজ! মুখপোড়ারা নাস্তিক হ'য়েচে, মুখপোড়াদের মা বোন্ আর জ্ঞান নাই। মুখপোড়ারা আড়ি ক'রে হেগে গেছে। নেয়ে নেয়েই গেলাম মা! যাই, এখন গুখোরবেটাদের বাপের মুখে ঢালি গে। আমি বামুনের মেয়ে, আমি কার কি ক'র্‌লাম মা যে, আমার

সঙ্গে তোরা লেগেচিস্! এবার একবার সে নাস্তিক বেটাদের সঙ্গে দেখা হ'লে হয়, তাহ'লে এই খেংরা হাজার গণ্ডা মেরে গায়ের কস্‌কসনাটা ভাঙ্‌বো! মরণ আর কি! মুখপোড়াদের আক্কেল দেখ না মা! কিসের হাসি পাঁচজনে হাসে বাছা,—থু থু উপরদিকে ফেল্‌লে আপনার গায়েই পড়ে। ও মা—ঐ কে একটা জামকালো ভুচ্‌কো মিন্‌সে ছোটে গো! ও মা—ওরে আরুণি! ও আরুণি—ও বাবা—ও কে মা! পাঁচ মুখপোড়াতে নাস্তিতেও যে দিলে না গো!

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

বেগে কালপুরুষের প্রবেশ।

কালপুরুষ। ভাঙা গড়া সব আমার কাজ!
রুদ্র তমঃগুণে, ধ্বংসের কারণে,
সৃজি মোরে আপনি নির্গুণ
সেজেছেন যোগীর সাজ,
ভাঙা গড়া সদা আমার কাজ।
নাম মম শ্রীকালপুরুষ, জগতে পৌরুষ,
সাধে বাদ সাধি ব'লে ধরণী-সমাজ,
কহে—
ভাঙা গড়া সদা আমার কাজ।
কর্কশ কঠোর কঠিন হিয়া,
কর্কর পাষাণ হারিয়া যায়,
রোদন বেদন জনমে না জানি,

ফোটে কি কুসুম পাষাণে হায়!
এ ভাবে করি জগতে বিরাজ
ভাঙা গড়া সদা আমার কাজ।
মার্ মার্ মার্, হোক্ ছারখার,
ব্যাসাশ্রম ধরুক্ শ্মশানসাজ,
জ্বলুক চিতা, পীবরী-মাথা,
পুড়ুক পুড়ুক চিতার মাঝ,
ভাঙা গড়া সদা আমার কাজ।
শুকপক্ষীদেহ করিয়াছি নাশ,
তার আত্মা আজ পীবরী-উদরে,
পক্ষী নূতন বাসা করিয়ে সৃজন,
ক'রেচে মনন যাব না আর ধরণী-পুরে।
একমাস দুইমাস ক্রমে দশমাস গত
তবু নাহি হইল সন্তান,
ক্রমে অয়নের পর আইল অয়ন,
তবু না ভূমিষ্ঠ হয় হতমান্।
গর্ভভারে ভারাভ্রান্তা নারী,
কণ্ঠাগত-প্রাণ আসন্ন জীবনপ্রায়,
মরণ নিয়তি আসিছে সবেগে,
কালের সংহতি ধ্বংসের কারণ হায়!
মার্ মার্ মার্, হোক্ ছারখার,
ব্যাসাশ্রম ধরুক্ শ্মশান সাজ,
জ্বলুক চিতা, পিবরী-মাথা,
পুড়ুক পুড়ুক চিতার মাঝ,

ভাঙা গড়া সদা আমার কাজ।
মার্ মার্ মার্—(পরিভ্রমণ)।

পালন-পুরুষের প্রবেশ।

পালনপুরুষ। পায়ে ধরি ভাই,
সম্বর ভীষণ ভাব, কেন রে হরিষে বিষাদ সাধ?
সাধের সংসার, সাজাওনা শ্মশানবেশেতে তারে।
কত ক'রে, অস্থি মজ্জা শোণিত সঁপিয়ে,
পালি সৃষ্টি, দেখিছ তো ভাই?
কালপুরুষ। কেও, পালনপুরুষ!
পালনপুরুষ। হাঁ ভাই, সংহার-মূরতি!
মূর্ত্তি হেরি তব, কাঁপিছে হৃদয় মম।
সম্বর এ বেশ তুমি, পাল অনুরোধ।
কালপুরুষ। হাসাইলে পালন-পুরুষ তুমি!
সৃষ্টি তোমা আমা কিসের কারণ?
পালনপুরুষ। সত্য ভাই, যে কারণে যাহার উদ্ভব।
তথাপি হৃদয়, আচরণে তব,
কাঁদে অনুক্ষণ, ফেটে যায় বুক,
ফুটিবে যে ফুল, বিলাবে সৌরভ,
তারে যদি কাটে কীট নির্ম্মম হিয়ায়,
কেবা তারে বাসে ভাল?
কালপুরুষ। ভালবাসা অধিকার নাহি কালের হৃদয়ে?
এ হৃদয় পাষাণে নির্ম্মাণ!
পুত্রহারা জননী কাঁদিলে, হাসি পায় মনে!

মনে হয় কিসের কারণ কাঁদে মাতা!
সম্বন্ধ কি সংসারে ইহার!
দু'দিনের তরে কেন কাঁদা-কাঁদি,
দু'দিনের তরে কেন আমার আমার!
ভেবো না রে মূঢ়, এ ভাবেরে নাহি যাবে চিরদিন!
কোথা হ'তে এলে, কোথা যাবে চ'লে,
কেন জীব আসে যায়, কি খেলায় ভুলে!
কি আশার ছলে,ভাবে সদা এ ভাবেরে যাবে চিরদিন!
এ যে ঘোর মরীচিকা, ভ্রান্তজীব জলের আশায়,
ধায় ছুটে সদা, ঠেকে শেষে মায়ার প্রাচীরে,
অমনিরে খাইয়া আছাড় চৈতন্য হারায়।
পায় কি হে ভ্রান্তজীব বারি?—তৃষ্ণা কি হে হয় নাশ?
তৃষ্ণা হয় আরও প্রবল, চঞ্চল করে রে প্রাণ তার।
অনিবার আরও ছুটে, দাও বারি দাও বারি বলি।
কোথা পাবে বারি? আছে কি তাহার
সে তৃষ্ণার বারি? হাসি আমি হেরি তাহা!
হা হা ভ্রান্ত! ভ্রান্তি তবু গেল নাহি তোর?
বল ভাই, বল দেখি পালনপুরুষ!
কিসের লাগিয়া ভালবাসা রাখিব হৃদয়ে?
কিসের করুণা, কিসের আদর,
কিসের সোহাগ, কিসের আমার?
সব দু'দিনের, যে ভাবে সংসার-খেলা,
সে ভাবে না যাবে চিরদিন!

পালনপুরুষ। বুঝিলাম ভাই!

কিন্তু কাঁদে প্রাণ তোমার করমে!
হউক সংসারধাম মায়ার খেলনা,
হউক সম্বন্ধহীন তোমায় আমায়,
হউক কে কার তরে এসেছে জগতে,
কিন্তু রে পাষাণ, বল্ দেখি—
যতনে পালিত তরু হইলে ঝঞ্ঝায় পাত
আঘাত কি লাগে নাই প্রাণে?

কালপুরুষ। তবে হাসি! এ কালের হাসি ছাড়া আর কিছু নাই।
কাঁদিলে তুমি তো, আমি কভু কাঁদিব না ভাই!
যাও পালনপুরুষ! যাও তুমি আপন কার্য্যেতে।
কাঁদ গিয়া করুণ-হৃদয়ে ক্ষতি তাহে কালের কি হবে।
আয় কাল-সহচরগণ! আয় আয় ভয়ঙ্করবেশে,
কাঁপাও মেদিনী, কাঁদাও জননী,
কাঁদাও পতিরে, কাঁদাও পত্নীরে,
কাঁদুক যুবক, কাঁদুক যুবতী,
কাঁদুক সে সতী, কাঁদুক অসতী,
শোকের লহর হ'ক স্তরে স্তর,
ভাসুক অবনী শোকের জলে।
মার্ মার্ মার্, হোক্ ছারখার—

পালনপুরুষ। ভাই রে, ক্ষণেককাল, ক্রোধ কর সম্বরণ,
নিমীলন করি রে নয়ন আমি,
বল ভাই, কিবা লাগি আজ হেন বেশ?

কালপুরুষ। শোন পালনপুরুষ!
পীবরীর গর্ভে, শুকপক্ষী ল'য়েছে জনম,

শুকদেব নামে ;—জীবন্মুক্ত সে মহাপুরুষ।
প্রতিজ্ঞা তাঁহার, মায়া থাকিতে সংসারে,
অবতীর্ণ না হবেন এই মায়াময় ধামে।
গর্ভকাল অতিক্রমি
গর্ভবাসে ষোড়শ-বৎসর আছেন গোস্বামী।
সেইহেতু ব্যাস-পত্নী পীবরীর মৃত্যুদিন আজ।
হাসে কাল তাই শিয়রে বসিয়া,
গর্জ্জে কাল ভীষণ হুঙ্কারে !

গীত।

তবে আর কেন ভাই রহ ক্ষুণ্ণ মনে।
যাওয়া আসা ভালবাসা ফুরাবে দুদিনে।
কালে কালে হয় ক্ষয়, কালে কালে হয় উদয়,
কাল ফুরালে কেউ কারো নয়, বিফল রোদনে।
লোকে বলে কালের হাসি, তাই সদা রে কালে হাসি,
অমনি কালে যাই রে মিশি, নাই রে কালাকাল ;—
কালের সনে কালের খেলা, সকাল সন্ধ্যা তারি খেলা,
খেলা সাঙ্গ হলে সকল জ্বালা,
মিশিবে ধূলার সনে॥

পালনপুরুষ। অহো ! কি কথা শুনিনু কাণে,
ব্যাস-পত্নী পীবরীর মৃত্যুদিন আজ !
ভাই কাল ! ধরি পদে তোর

হেন নিদারুণ বাণী ক'স্‌নাই রে নিষ্ঠুর !
হরিভক্ত গর্ভে তার ! গর্ভবতী পীবরী মরিলে,
হরিভক্ত শুক ছাড়িবে জীবন !
কলঙ্ক পড়িবে হরিনামে !

কালপুরুষ। হাসি পায় তোর কথা শুনে !
কলঙ্ক সুযশ কিবা হরিনামে !
চন্দন বিষ্ঠায় যাঁর সমজ্ঞান,
তাঁর কাছে কলঙ্ক সুযশঃ কি পৌরুষ ভাই !
অথবা রে হরিনামে মৃত্যু কার ঘটে ?
মরিলে পীবরী, মরিবে কি প্রভু শুকদেব ?
অসম্ভব ইহা !

পালনপুরুষ। কাল রে ! সকলি সম্ভব তোর কাছে !
কঠোর হৃদয়ে নাহি সুবিচার।
অবিচারে তোর কঠোর শাসন,
জীবগণ নিপীড়িত তাহে।

কালপুরুষ। হাসি তবে, আমার শাসন, না বিধির নিয়ম !
বিধি-বিধি নাহি দেখি, দোষ বৃথা পালনপুরুষ !
যাও ভাই ! তব কার্য্য তুমি কর গে পালন,
আমিও আমার কর্ম্ম করি গে সাধন।
কিছু করিও না মনে ! এস এস পালনপুরুষ !
কই কই অনুচরগণ ! মার্ মার্ মার্—

পালনপুরুষ। অহো ! যায় সৃষ্টি কালের শাসনে !
আহা মা পীবরি, কিবা কালগর্ভ হ'লো তোর,
ঘোর কাল ক্ষণে ! দেখি হরি—

কেমনে নিধনপ্রাপ্ত হয় হরিভক্ত মাতা!
প্রভো! সত্ত্বগুণে মম সৃষ্টি তব।

[প্রস্থান।

কালপুরুষ। মার্ মার্ মার্, কাঁদুক ব্যাস, মিটুক আশ,
পত্নীশোকে ব্যাস ফিরুক্ বনে,
হারাক্ জ্ঞান, হারাক্ ধ্যান,
কাঁদুক সন্তান জননী বিনে।
মার্ মার্ মার্, হোক্ ছারখার,
ব্যাসাশ্রম ধরুক শ্মশানসাজ,
জ্বলুক চিতা, পীবরী-মাথা,
পুড়ুক্ পুড়ুক্ চিতার মাঝ,
ভাঙা গড়া সদা আমার কাজ! মার্ মার্ মার্!

(পরিভ্রমণ)।

আরুণির প্রবেশ।

আরুণি। কে—ও—কে—ও! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! কি হ'লো! নিদ্রিতের স্বপ্নবৎ অপ্রতিম অনৈসর্গিক একটী ছায়ামূর্ত্তি যেন বিদ্যুদ্দামপ্রবাহের ন্যায় চকিতে ঐ তালবৃক্ষে মিশ্রিত হ'য়ে গেল! প্রকৃতির কি অপ্রাকৃতিক অপূর্ব্ব অতুলা লীলাময়ী ক্রীড়া! অদ্য আশ্রমের চতুর্দ্দিকই যেন গভীর নীরব প্রকৃতিতে দণ্ডায়মান! জগদাবরণ-ভূতা-জগদ্ধাত্রি রাত্রিদেবী যেন শবারূঢ়া শক্তিময়ী ভৈরবীমূর্ত্তির ধ্যান ক'র্‌চেন। আবার এ দিকে পদশব্দ! কে—ও! কেও! তাইতো, এ কি আমার ভ্রম! রাত্রি-জাগরণে কি মস্তিষ্ক-বিকৃত হ'লো না কি? না, গুরু ব্যাসের কূট প্রশ্নের

মীমাংসায় মস্তিষ্ক উষ্ণ হ'লো! না, আর বিলম্ব করা হবে না! গুরুপত্নী গর্ভভারে অতিশয় পীড়িতা; গুরুদেব যোগমায়ার আরাধনার জন্য আমায় পুষ্প চয়ন ক'র্‌তে প্রেরণ ক'রেচেন! যাই, কুসুমোদ্যানে প্রবেশ করি। (গমনোদ্যম) কে—ও! কে—ও! কে একজন চ'লে গেল না?

কালপুরুষ। মার্ মার্ মার্!

[প্রস্থান।

আরুণি। উহু হু কি ভয়ঙ্কর! কি ভীষণ মূর্ত্তি! কি ভীষণ গর্জ্জন! বৃষ্টির মুষলধারা, বজ্রের মুহুর্মুহু আঘাত, ভীমাবর্ত্ত ঝটিকার জটিল ভ্রূভঙ্গি! চতুর্দ্দিকই যেন দগ্ধঅস্থি, দগ্ধকঙ্কাল, দগ্ধ-কঙ্কর-প্রবাহী উষ্ণ দগ্ধ-সমীর, আর স্তূপীকৃত ভস্ম! কৈ? আর ত কিছুই নাই! ক্ষণে ক্ষণে যেন চিত্তচাঞ্চল্য এসে উপস্থিত হ'চ্চে! এরূপ আশ্রমবিভ্রাট তো কখন ঘটে নাই। পদনিক্ষেপের পর পদনিক্ষেপে যেন এক একটী অমঙ্গলসূচক চিহ্ন প্রকাশ হ'চ্চে। এরূপ গুরুভীতির সমুদ্রেক কখনও হয় নাই! যাই হোক্, আজ যে তপোবনে কোন ভীষণ লোমহর্ষণ ঘটনা সংঘটিত হ'বে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ হ'চ্চে না। মাতৃপ্রমুখাৎ অবগত হ'য়েছিলাম যে, এই ব্যাসাশ্রমেই আমার জন্ম হ'য়েচে, এইখানেই আমি লালিতপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হ'য়েচি; কিন্তু এরূপ দুর্দ্দৈব আমার তো কখনও নয়নীভূত হয় নাই! ও কি, রোদনধ্বনি না! তবে কি গুরুপত্নী মাতঃ পীবরীর কোন অকল্যাণ হ'লো! আহা! মা আমার সাক্ষাৎ ভগবতী! গর্ভভারে আক্রান্তা হ'য়ে, অতিশয় যন্ত্রণাই ভোগ ক'চ্চেন। না জানি কালচক্রে আজ আবার কি সর্ব্বনাশ সংঘটিত হয়! মা গো! তোর কোন অলক্ষণ

হ'লে, এ অনাথ ব[illegible]ার কার নিকট আশ্রয়-ভিক্ষা ক'র্‌তে যাবে মা! তোদের ভিন্ন এ বনবাসী ব্রাহ্মণপুত্র আর সেই বনবাসিনী অনাথিনী ব্রাহ্মণকন্যার যে আর কেহই নাই! তো বিহনে সৃষ্টির আনন্দ-প্রবাহ একদিনে শুষ্ক হ'য়ে যাবে মা! নারায়ণ! সেই সর্ব্বকল্যাণপ্রসূতা এই অনাথ ব্রাহ্মণপুত্র আর সেই অনাথিনী ব্রাহ্মণকুমারীর আশ্রয়দায়িনী দয়াবতী ব্যাস-পত্নী পীবরীর প্রাণভিক্ষা দিন্। হে জগন্নিবাস জগন্নাথ! তোমার অনন্তকরুণা-রূপিণী জাহ্নবী-বারি, তোমার অপার মহিমা হিমাদ্রির উন্নত-শৃঙ্গ হ'তে বিনিঃসৃত হ'য়ে, অযুত-ধারায় প্রবাহিত হ'চ্চে; দেখো প্রভু! সেই কাল স্নেহ-ভ্রষ্টা গ্রহদুষ্টা অভাগিনী যেন সেই করুণ-গঙ্গোদকে বঞ্চিতা না হয়।

নন্দার বেগে প্রবেশ।

নন্দা॥ ওরে আরুণি! আরুণি রে! কি করি গা! কোন পথটা দিয়েই যাই মা! চারিদিকেই তো নোঙরা। রাম! রাম! রাম! কি ছুঁয়ে ফেল্‌লাম বুঝি! আবার স্নান ক'র্‌তে হবে। ওদিকেও মহাবিপদ্! আর এদিকেও পথে বেরবারও তো উপায় নাই! কি জ্বালাতনেই পড়্‌লাম মা! হায় হায়! সর্ব্বনাশ হ'লো! এ হতভাগা ছেলে আবার কোথায় ফুল তুল্‌তে গেল! আর কিসের জন্য ফুল তোলা মা! দেবী কি আর বাঁচ্‌বেন? বুড়োঋষির বুড়ো পর্ব্ব। বলে কি না, যোগমায়ার আরাধনা ক'রে, যোগমায়াকে সন্তোষ ক'র্‌তে পার্‌লেই ছেলে ভূমিষ্ঠ হবে। এদিকে আরাধনা ক'র্‌তে ক'র্‌তে যে স্বর্গের দেবী মর্ত্ত্য ছেড়ে চ'লে যান। আর ছেলে! পোড়া ছেলে নাই বা হ'তো মা! আহা!

মায়ের আমার রূপ ফেটে প'ড়েচে। আহা! ষোল বছর পোড়া ছেলে পেটে ধ'রে, আহারনিদ্রা কি মায়ের আমার আছে? তবু রূপ কত গো! যেন সোণার নির্ম্মাণ প্রতিমাখানি! যেন ইন্দ্রের গরবভরা ইন্দ্রাণী! হায়, হায়, হায়! আর আশা নাই মা, আর আশা নাই! মায়ের মুখখানি আজ শুকিয়ে গেছে। কেবল হাঁটু পেতে ব'সে ব'ল্‌চেন, মা নন্দা! এবার যাই মা! পোড়া নন্দা কেন ম'লো না গা?—তা ম'র্‌বে কেন? লোকে পোড়ার মুখ আর দেখ্‌বে কার বল? সতী সাবিত্রী এয়োরাণী ভাগ্যিমানি, সে থাক্‌বে কেন?—সে যে দেববালাদের সঙ্গে নাচ্‌তে নাচ্‌তে চ'লে যাবে! আর পোড়ামুখী বিধবারা সংসারের নরক ঘেঁটে বেড়াবে। আহা! ঐ যে মা আমার "নন্দা" ব'লে চীৎকার ক'র্‌চেন! (উচ্চৈঃস্বরে) যাই গো! (স্বগতঃ) কি করি গা? এই হতভাগা ছোঁড়া কোথায় ফুল তুল্‌তে গেল মা! (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে আরুণি! আরুণি রে! আয় রে বাবা, আর তোর ফুল তুল্‌তে হবে না, তুই আয়! মহর্ষি ব্যাস কোথায় গেলেন দেখ্‌। এখানে যে সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল! আর তোদের পোড়া ফুলে কি হবে! ওরে আরুণি! আরুণি রে—

আরুণি। (স্বগতঃ) মাতৃ-সম্বোধন নয়? অহো! চিন্তা, তুমি শ্রবণশক্তিরও বৃত্তি লোপ ক'র্‌তে পার? (প্রকাশ্যে) মা! মা! কুটির হ'তে এলেন কি? দেবী কেমন আছেন? আশ্রম-শান্তি-শোভা ভঙ্গ হয় নি তো?

নন্দা। আর বাবা, ভাগ্যহীনার আশ্রয়-লক্ষ্মী কবে নিশ্চলা হ'য়ে থাকেন?

আরুণি। তবে কি দেবী ভাগীরথী অস্ত পবিত্র-স্নেহের বারি শুষ্ক

ক'রে অন্তর্হিতা হ'য়েছেন? ঋষিকুল-সরোবরের প্রস্ফুটিতা পদ্মিনী কি দিবা থাক্‌তে থাক্‌তেই চিরমুদিতা হ'লেন? মা! তাপসের ক্ষুদ্র-উদ্যানের একটী ক্ষুদ্র যুথিকাও কি দর্শন ক'র্‌তে কঠোর কালের চক্ষুঃশূল হ'লো! মা! সুধাক্ষরা মা নামের যে আর উপমা নাই মা! তুমি আমার গর্ভধারিণী হ'লেও, সে মায়ের যে আর তুলনা নাই মা! হা ভাগ্য! একে দরিদ্র ঋষিকুলে জন্ম, তাতে আবার ভূমিষ্ঠ হবার পূর্ব্বে, রাক্ষসস্বরূপ হ'য়ে ভবপূজ্য পরমারাধ্য জন্মদাতা মহাপুরুষ পিতৃদেবকে গ্রাস ক'রেচি! এ অনাথ দুর্ভাগার একটী অবলম্বন,—একটী আশ্রয়, একটী রত্ন, একটি আশা, একটী অন্ধকারময়ী যামিনীর পথ-পরিভ্রষ্ট শ্রান্ত ক্লান্ত পথিকের পথগমনের নির্দ্দিষ্ট স্থির লক্ষ্য ধ্রুবতারা,—তাও কি আজ হারালাম! দেবি! বিদায় দাও, আর শূন্য আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হবো না। আর সে সৌন্দর্য্য-রাজ্যের সুন্দরতাবিহীন নিষ্প্রভ শ্মশানক্ষেত্রের পোড়া অঙ্গাররাশির নীরসতা কি দেখ্‌তে যাবো মা! প্রতিমার নিরঞ্জন হ'য়েচে; শূন্যমন্দির অস্থায়িত্বের স্মৃতিস্তম্ভস্বরূপ দণ্ডায়মান মাত্র,—আর কি দেখ্‌তে যাবো মা! জনহলহলাময় দীপ্ত পবিত্র-মন্দির আজ নীরব, অন্ধকার! যাও মা, যাও; আর নিশা-চর পেচকের কণ্ঠস্বরে সে গভীরতা নষ্ট ক'র্‌বো না! দেবি! আর তবে আরুণি ব'লে সম্বোধন কেন?—এ কঠোরমমতাহীন মর্ম্ম-ভেদী সম্বোধন কি জন্য? যে ভবিষ্য-ইতিহাসে ব্যাস-পত্নী পীবরীর অমূল্য-জীবনের লোমহর্ষণ শেষলীলা বিশেষরূপে বর্ণন থাক্‌বে, এবার সেই ইতিহাসেও এই নরাধম আরুণির ক্ষুদ্র বীভৎসপূর্ণ-অন্তিমজীবনীও স্থান পাবে। মা, দশমাস দশদিন গর্ভে ধ'রেচ, সে ঋণ পরিশোধের নয়; সে বিধিদত্ত অকৃত্রিম স্নেহ ভুল্‌বার

নয়; কিন্তু মা! বিষম ঋণজাল হ'তে মুক্ত কর, পদধূলি দাও। তোমার অনাথ সন্তান জগতের ভিখারী। ভিক্ষা দাও, আজীবনে শ্রীচরণে যে সকল দোষ ক'রেচি, সেই সকল দোষের ক্ষমা ভিক্ষা দাও মা!

নন্দা। ছিঃ, ছিঃ! বাবা, অমন কথা কি মুখে আন্‌তে আছে? মায়ের আমার যে অকল্যাণ ধারণা ক'রেচ, সে ধারণা তোমার ভুল হ'য়েচে। তবে ভাবি আশঙ্কা সত্য হওয়াই সম্ভব। বাবা! আরণি রে! যদি অদৃষ্টে আমাদের তাই ঘটে, তাহ'লে তোকে ল'য়েই এই ব্যাসাশ্রম ত্যাগ ক'রে যাব। হাঁ রে, কি ব'ল্‌চিস্? তুই আমায় ছেড়ে একা কোথায় যাবি? আমার অন্ধকার রজনীর ধ্রুবতারা,—এই দুঃখিনী বিধবার মুখ চাওয়া ধন, তোকে যে অনেক কষ্টে পেয়েচি! তোর পিতার যখন মৃত্যু হ'য়েছিল, তখন আর কি আমি প্রাণধারণ কার্‌তাম, না প্রকৃত রমণী সে তুচ্ছ প্রাণ রাখ্‌তে পারে? কেবল বংশনাশের ভয়ে আর তোমা ধনের জন্যই এতাবৎ সেই জীবনভার বহন ক'রে আস্‌চি। আরুণি! একবার আমার শুষ্ক নয়নের দিকে চা দেখি বাপ্! চেয়ে একবার বল্, "মা আমায় বিদায় দাও।" আরুণি! চাইলি? দেখ্‌দেখি, দেখ্ আমার চক্ষে এ কি? অশ্রুজল,—না বহ্নিকণা? এ অমৃতধারা,—না গরল-ধারা? এ মানবী-জীবনের সুখ-শান্তির কথা কি কিছু জানিস্? তোর ব্যাস প্রভু কি তোকে কোন দিন তার কোন কথা বলেন নি? তবে বলি শোন। সরোবরের শোভা যেমন পদ্ম, মহাসাগরের শোভা যেমন তরঙ্গ, নক্ষত্রের শোভা যেমন চন্দ্র; তেমনি প্রকৃতিরূপিণী নারীজাতির পুরুষরূপী স্বামীই একমাত্র অবলম্বন, শোভা, কান্তি, সৌন্দর্য্য। নারীর আকাঙ্ক্ষা স্বামী;—

যদি নারী স্বামীকে পায়, তাহ'লে সে রতন-ভূষণ চায় না, শাকান্নেও তার অতৃপ্তি নাই, অনাহারেও তার কষ্ট হয় না। নারীর স্বামীই স্বর্গ, স্বামীই চতুর্ব্বর্গের ফল। নারী ছায়ারূপী কায়া। বাপ্ রে! কায়া গেছে, ছায়া আমি নরকে প'ড়ে আছি। পুণ্যাত্মা তিনি, পুণ্যতীর্থে তপস্যা ক'রচেন, তিনি সমাধিতে অমল স্বর্গীয় ভূষণে ভূষিত হ'য়ে, দেবতার পেয় সুদুর্লভ পীযূষ-ধারা-পানে বিভোর আছেন; আর আমি পাপিনী—দেখ্ না রে, বিষ্ঠাময় সংসারের কেন্নু কীট হ'য়ে, কিরূপে বিহার ক'চ্চি! চাঁদ আমার! এত গ্লানিময় জীবন রেখেচি কি জন্য জানিস্ কি? সংসারের জ্বালা যে এখনও জান নাই ধন! সংসারের তাড়না যে এখনও কিছু পাও নাই জীবন! চিরদিন চির-প্রমোদের হাটে আনন্দের বাজার দেখ্‌চিস্ বৈ তো নয়! দুঃখের লেশ পাও নাই তো, তবে কি ক'রে জান্‌বি রে, সংসারের জ্বালা কত? তোর ঐ শরৎ চাঁদের কিরণমাখা প্রভাতের কুসুমকোমল লাবণ্য ঢল ঢল নধর মুখখানি দেখে, সকল জ্বালা সহ্য ক'রচি! অন্য পক্ষে একদিকে জগৎ—অন্যদিকে পুত্র। একদিকে যদি স্বর্গের অপেক্ষাও পুণ্যময় মূল্যবান্ সুখময় কোন পদার্থ থাকে, তাহ'লেও চিরকাঙ্গালিনী জননীর চিরকাঙ্গাল, অন্ধ, খঞ্জ, মূক, বর্ব্বর পুত্র প্রিয়। চাঁদ রে! আমি যে তোর সেই চিরকাঙ্গালিনী জননী, তুই যে আমার সেই স্নেহের ধন। তুই যে আমার প্রভাতের সূর্য্য, দুঃখের সুখ, শোকের সান্ত্বনা।

আরুণি। মা, অপরাধ হ'য়েচে, মার্জ্জনা কর। ভিখারী পুত্রের প্রতি ক্রোধ ক'রো না। আর ব'ল্‌বো না মা,—তোমায় ত্যাগ ক'রে কোথাও যাব? যতদিন জীবিত থাক্‌ব, ততদিন ঐ

দেবীমূর্ত্তি,—ঐ ত্রিদিবসুধাস্নাতা প্রতিমাখানিকে হৃদয়ের মহাপীঠাসনে বসিয়ে রেখে, ভক্তিশ্রদ্ধার বিচিত্র কুসুমে ষোড়শোপচারে পূজা ক'রে, আশীর্ব্বাদরূপ অপূর্ব্ব নির্ম্মাল্য গ্রহণ ক'র্‌বো। আমার স্নেহময়ী গরবিণী জননি, আমার যশোখ্যাতি প্রবর্দ্ধনী শক্তিময়ী জ্ঞানময়ী সাক্ষাৎ ঈশ্বরি! সংসারে কে বলে ঈশ্বর নিরাকার, কে বলে তিনি শঙ্খ চক্র পদ্ম কেয়ূরধারী, কে বলে তিনি ত্রিশূলপাণি গরলপেয়ী নগ্নবেশী দিগম্বর, কে বলে তিনি পদ্মহস্ত বরপ্রদ সৃষ্টিধর! ঐ যে অন্ধ—তোমার নয়নকমল বিকাশ কর—দেখ—সাক্ষাৎ ঈশ্বর, সাক্ষাৎ বিষ্ণু, সাক্ষাৎ রুদ্র, সাক্ষাৎ ব্রহ্মা, নারীরূপে ঐ মা আমার রাজরাজেশ্বরী! বরাভয় করে ল'য়ে, ত্রিভুবন পালন ক'র্‌চেন। ঐ মায়ের স্নেহময় অনন্তক্রোড়—সুকোমল সুশীতল কুসুমশয়ানে সজ্জিত, আয় রে বিশ্বের সন্তান! পাপতাপভরা অগ্নিময় সংসারক্ষেত্র হ'তে পালিয়ে আয়!—আয় আয় মায়ের আনন্দময় ক্রোড়ে লুকিয়ে পড়ি আয়! মাতৃকোলে সব শীতল হবে! মাতৃকোলে সন্তান অমর! মাতা সন্তানের সঞ্জীবনীশক্তি! মাতার পদধূলি সন্তানের অক্ষয়-কবচ! এই বর্ম্ম পরিধান ক'র্‌লে, কৃতান্তরূপী যমও সন্তানকে ভয় করেন। দে মা পদধূলি দে; ভস্ম যেমন যোগীর অঙ্গের অলঙ্কার, মাতৃপদধূলিও সন্তানের তেমনি অপূর্ব্বভূষণ। কে বলে সন্তান ভিখারী? সন্তান রাজা, মা আমার রাজরাজেশ্বরী। (পদধূলি গ্রহণ)।

গীত।

মা আমার রাজরাজেশ্বরী, ভুবনেশ্বরী।
সে মায়ের সন্তান যেবা, সে কি কভু হয় ভিখারী॥

মার যে হৃদি-আগার, অতুল রত্ন-ভাণ্ডার,
সে ধন গৃহে নাহিক রাজার—
রাজা যে ধনের অভিলাষী, মা সে ধনের অধীশ্বরী।
মা আমার সন্তান তরে, বরাভয় ল'য়ে করে,
বলেন মা মাভৈঃ মাভৈঃ রে—
(তখন) মাভৈষীঃ মায়ের রূপ অন্নপূর্ণা যোগেশ্বরী।

নন্দা। আরুণি! আরুণি! আয় কুঁসনে বাবা! তুই এই কত ঝাগা হ'তে ঘুরে এলি! আহা! পোড়ারমুখীর মরণও হয় নি, বাছাকে আমি ছুঁতে ঘৃণা ক'র্‌চি! ও কি রে—আরুণি—মহর্ষি ব্যাস এত কাতরকণ্ঠে আস্‌চেন কেন?—উনি আবার কে? মহর্ষি নারদ নয়?

আরুণি। তাই তো মা! তবে কি আমাদের সর্ব্বনাশ হ'লো নাকি

নন্দা। আমি যাই বাবা! তুই মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা ক'রে আয়! হায় হায়! মর্‌বার সময় মাকেও দেখ্‌তে পেলাম না! ও মা! এদিকে আবার এ সব কিসের কুটো গো।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তপোবনস্থ অশ্বত্থতল।

দ্রুতপদে ব্যাস ও নারদের প্রবেশ।

ব্যাস। মহর্ষি! মহর্ষি! দুর্লক্ষণ নিতান্তই প্রবল ঝঞ্ঝাকারে আমার চির-আনন্দ-দীপিকাকে নির্ব্বাণ ক'র্‌চে! দুর্ভাগ্য যেন প্রকৃতই

আ[illegible]র সৌভাগ্য-চন্দ্রমার অরুন্তুদ রাহুবেশী! হৃদয়ের উপর যেন সুবিশাল তুষার-শৃঙ্গী হিমাচল স্থাপিত! জীবন যেন সেই গুরু মহভারে প্রপীড়িত! শ্যাম-বসন-ভূষিতা সুন্দরী মেদিনী রূপ-সৌন্দর্য্যের গরবিণী, কিন্তু আমার চক্ষে যেন প্রাবৃট-ঘনাবৃতা ঘোর ঝঞ্ঝাবাত্যান্দোলিতা তামসপূর্ণা ভীমা ভৈরবীরূপিণী ভয়ঙ্করা যামিনী কিম্বা ভূত প্রেত অপদেবতা বিহারী শঙ্খিনী ডাকিনী বিহারিণী খল খল অট্টহাস্যনিনাদিনী শূন্য-হৃদয়া শ্মশান-ভূমি! সর্বেন শবাকার, স্পন্দন-রহিত, জড়বিশেষ ভাব ধারণ ক'রে, [illegible]ক ভবিষ্যের মূর্ত্তিমতী উলাঙ্গিনী বিভৎস-প্রতিমাকে আহ্বান [illegible]র্‌চে। দৃষ্টি দর্শন ক'র্‌চে, কিন্তু তৃষ্ণা নাই! আশা বিশ্ব-[illegible]াপিনী, কিন্তু আশার শক্তি নাই! যে স্থানে উপবেশন করি, [illegible]ই স্থলেই স্থাণুবৎ অবস্থান-বাসনা! আহার, নিদ্রা, বিহার, [illegible] তপ, অগ্নিহোত্রাদি কিছুই আর ভাল লাগে না! আশ্রম যেন বিরক্তির চিত্র, কুটির যেন বিষের কূপ, যোগাসন যেন মহাশয়ন-শয্যা! কুসুমস্পর্শী সুখানুভব যেন চিতার অগ্নি প্রভৃতির স্বরূপ হ'য়ে, আমার চিরাভীপ্সিত শান্তিলতিকার মূলচ্ছেদন ক'র্‌চে! মহর্ষি! বুঝি, ইহার নামই জীবনভার।

[না]রদ। জ্ঞানবান্! জীবনভারের অর্থ কি?

[ব্য]াস। অর্থ, সমুহ বিষয়ই অসহ্য, কণ্টকজ্ঞান। কিছুতেই শান্তি নাই, কিছুতেই সুখ নাই,—সংসার যেন আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান! আমি যেন সংসারের নই; আমি তো অনুমান করি, যে মহাত্মারা জীবনভার কথা উল্লেখ ক'রে গেছেন, এই সকলই সে বাক্যের অভিজ্ঞান।

নারদ। তা হ'লেও নিজকর্ম্মের অমনোযোগিতা অর্থাৎ আলস্যই সেই জীবনভারশব্দের ভিন্নার্থ।

ব্যাস। আলস্যই জীবনভার, মহাশয় কিরূপে প্রতিপন্ন ক'র্‌বেন?

নারদ। আপনার শান্তির কণ্টকের নাম যদি জীবনভার হয়, তা হ'লে আলস্যই অবশ্যই জীবনভার। সংসারে শান্তিলাভ জীবের ইচ্ছাধীন; জীবের অনিচ্ছায় শান্তিলাভ সম্ভবে না; সুতরাং কর্ম্ম ইচ্ছার অধীন, আবার কর্ম্মে অনেকেরই শান্তি। ইহা আপনার কথা,—আমার নয়।

ব্যাস। আমার কথা?

নারদ। হাঁ, আপনার লিখিত গীতার কথা।

ব্যাস। আচ্ছা, তাই হ'লো; কিন্তু নিয়তি-আবদ্ধ ভবিষ্যৎ বিপৎ-আশঙ্কা-জনিত জীবনভার, কর্ম্মে কিরূপে নিষ্কৃতিলাভ ক'র্‌বে মহর্ষে! কর্ম্ম না করার নাম তো আলস্য। যে স্থলে শক্তি নাই, তার নামই কি আত্মদ্রোহিতারূপী আলস্য হবে?

নারদ। জ্ঞানবান্! মায়ান্ধকারে পত্নীকষ্টে অন্ধ হ'য়ে, আপনার কর্ম্ম নাই, এ কথা কিরূপে ব'ল্‌চেন? কর্ম্মভূমি সংসারক্ষেত্র; কর্ম্ম কর্‌বার জন্য সংসারে জীবের অবতারণা। সে কর্ম্মের বিশ্রাম নাই, সেই অশ্রান্তগতি কর্ম্ম বিরাটব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু হ'তে বিরাটমূর্ত্তিপর্য্যন্ত,—জীবের শোণিতবিন্দু হ'তে রাশি রাশি অস্থি মজ্জা মাংস পর্য্যন্ত নিয়তই কর্ম্ম-শীল,—নিয়তই ভ্রাম্যমাণ। এ কর্ম্মের যেদিন বিশ্রাম ঘ'ট্‌বে, সেইদিন জীব জীবনী-শক্তি পরিত্যাগ ক'রে, জড়ভাবাপন্ন হবে;—সেইদিনই সংসার লীলার গভীর রহস্য সৈকতভূমিতে জলরেখার ন্যায় দেখ্‌তে দেখ্‌তে অদৃশ্য হবে,—লীলা লীলাজলে বিলীন হবে! মহর্ষে!

কর্ম্ম করুন! কর্ম্মই জীবের দুঃখ নির্ব্বাণের একটী জীবন্ত বস্তু।

ব্যাস। পুণ্যবান্! কর্ম্মই যে কর্ম্মভূমি মেদিনীর বক্ষঃশোণিত-রূপে পরমায়ুস্বরূপ, তা বিলক্ষণ অবগত আছি। কিন্তু দুঃশ্চিন্তা প্রকৃত কর্ম্মের বিরোধী; এ দুঃশ্চিন্তা যাবৎ হৃদয় হ'তে অন্তর্হিত না হবে, তাবৎ দুশ্চিন্তার গৌরবসহচর আলস্যও হৃদয়ের প্রাণ-দেবতাস্বরূপ হ'য়ে, আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি কর্ত্তৃক পূজিত হবে। মহর্ষে! বলেন কি? আমরা মানব তো,—মানব-হৃদয় যতই যোগাদি কঠোর ক্রিয়ায় সম্মার্জ্জিত হোক্ না,—যতই দৃঢ়তায়, একাগ্রতায় সংস্কৃত হোক্ না,—তথাপি মায়া সে রাজ্যের মূর্ত্তিমতী অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মায়ার সংসার আশার ছলনায় খেল্‌চে ব'লে, এখনও আমি লৌকিকতার খেলায় স্থির র'য়েচি! এখনও আমি সেই ব্যাস,—সেই আমি সেইভাবে দণ্ডায়মান! এখনও আমি সেই সংসার-অভিনয়-গৃহে ক্রীড়াপুতুলের ন্যায় সেইভাবে সংসারক্রীড়া ক'র্‌চি; নতুবা এ আত্মবিড়ম্বনায় হৃদয়ের মর্ম্মকথা বাচালের ন্যায় অন্যের নিকট প্রকাশে যত্নবান্ হবো কেন? তপোধন! পার্থিব বিষময় হ্রদ হ'তে কি কখন অর্দ্ধবিকশিত জ্যোৎস্না-ধৌত অর্দ্ধযৌবনা ললিত সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি নলিনীকে উত্তোলন ক'রে, হৃদয়ে ধারণ ক'রেছিলেন? কখন কি সেই পীযূষময়ী কমলিনী, মূর্ত্তিমতী কোকিলার ন্যায় কালে আপনার হৃদয়-উদ্যানের যাবতীয় ইন্দ্রিয়-তরুর পত্রে পত্রে সঙ্গীত-ধ্বনিতে আপনাকে মুগ্ধ ক'রেছিল? যদি না ক'রে থাকে, তা হ'লে আমার অন্তরের অন্তর্নিহিতভাব আপনি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম ক'র্‌তে পার্‌বেন না! আমার হৃদয় যাকে আদরের আসন দেয়,

আমার প্রাণ যাকে প্রেমের নির্ম্মাল্য দিয়ে পূজা দেয়, আমার মন যাকে স্বর্গের বৈভবকে তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে, সেই এক-মাত্রকে অনুপমা বিভবশালিনী মনে করে, আমার যে সেই হৃদয়ের আদরিণী, প্রাণের প্রেয়সী, মনের মনোময়ী সম্পদরূপিণী সংসার-লক্ষ্মী—আজ সে গ্রহপীড়িতা কণ্ঠাগতপ্রাণা ব'লে, তাকে কিরূপে বিস্মৃতির অন্ধকারময় ক্রোড়ে শায়িত রাখি? মহর্ষে! যে ষোড়শবর্ষ গর্ভভারলাঞ্ছিতা মুমূর্ষাপন্না নারী, আমায় মাত্র অবলম্বন ক'রে আছে, আমি যার সৌন্দর্য্য ও গুণের ছায়ায় আযৌবন স্থবিরকাল পরমসুখে, প্রকৃত শান্তিতে অতিবাহন ক'রেচি, তার দুর্দ্দিনে আমি কোন্ কর্ম্মে নিযুক্ত হই? ধিক্ সে কর্ম্মে, যাহার মধ্যে দয়া নাই! ধিক্ সে কর্ম্মে, যাহার মধ্যে হৃদয় নাই! ধিক্ সে কর্ম্মে, যাহার মধ্যে স্বকীয় ইষ্ট মাত্র চিন্তা!

নারদ। আশ্চর্য্য হ'য়েচি! আপনার ন্যায় মহাপুরুষও দুশ্চিন্তার বশবর্ত্তী হন! কর্ম্মের নিন্দা ক'রচেন কেন তপোধন? কর্ম্মেই তো দুশ্চিন্তা দূরীভূত হয়। কর্ম্মেই তো ভবিষ্য-বিপদ তড়িতবৎ অন্তর্হিত হয়। যে পত্নীর দুঃখে আপনি এত দুঃখিত ও মর্ম্মাহত, যদি সেই পত্নীর কষ্টে বাস্তবিকই আপনার প্রাণ ম্রিয়মাণ, তা হ'লে কর্ম্মে অবসর দিয়ে, আলস্যের উপাসনা ক'রলেই কি আপনার সেই পত্নীপ্রণয়ের ভালবাসার প্রতিদান হ'বে? পীড়িত ব্যক্তির জন্য প্রকৃত ঔষধের ব্যবস্থা না ক'রে, কেবল মাত্র তাহার ভালবাসার উপাসনায় কি রোগের শান্তি হয়? জলমগ্নপ্রায় ব্যক্তিকে জল হ'তে উত্তোলন চেষ্টা না ক'রে, কেবল "হায় কি হ'লো ব'লে" দুঃখ-চিহ্নই কি প্রকৃত ভালবাসা? তাই বলি, আসন্ন বিপদে অবসন্ন না হ'য়ে, তার পুনরুদ্ধারের

চেষ্টা করুন। কর্ম্মই বিপদ-মুক্তির সোপান। কর্ম্মই এই দুঃখতাপপূর্ণা পৃথিবীর প্রকৃত শান্তি। বিধাতার কর্ম্মভূমিতে অকর্ম্মণ্যের স্থান নাই।

গীত।

কর্ম্মভূমি ভবভূমি আসে জীব কর্ম্মসাধনে।
কেউ কর্ম্মযোগে বনবাসী, কেউ বসে বা রাজসিংহাসনে॥
কর্ম্মযোগ যার যেমন, সুখদুঃখ তার তেমন,
কিছু নয় বিধাতার লিখন, এ কর্ম্মজীবন কর্ম্মধামে॥
হস্তপদ কর্ম্ম তরে, বিধাতা সৃজন করে,
মনোবৃত্তি তেমনি ত রে, তোমারই কর্ম্মের তরে ;—
কর্ম্মবাধ্য ভগবান্, কর্ম্মময় তাঁর প্রাণ,
কর রে ভক্তিতে ধ্যান, সেই কর্ম্মরূপী ভগবানে॥

ব্যাস। মহর্ষে! আমি বিপদে সকল জ্ঞান হারিয়েছি। যখন শুন্‌লাম, ধরণী মায়াত্যক্তা না হ'লে, পুত্র পত্নীর গর্ভ হ'তে নিস্থত হবে না, তখন মনে কর্‌লাম, আদিরূপিণী যোগমায়ার আরাধনায় তাঁকে সন্তুষ্ট ক'রে, মাকে আমার পৃথিবী ত্যাগ ক'র্‌তে ব'ল্‌বো! তাহ'লেই গর্ভস্থ পুত্র ভূমিষ্ঠ হ'য়ে, আমার প্রাণাধিকা প্রণয়িনী পীবরীর প্রাণরক্ষা হ'বে। কিন্তু কৈ তপোধন! বিপদ্‌কালীন চিত্তের চঞ্চলতায় কোন কর্ম্মই তো সম্পাদন ক'র্‌তে পার্‌চি না! চিত্ত স্থির না হ'লে, কোন্ কর্ম্ম সম্পন্ন হয়? কিসে সাগর-তরঙ্গবৎ, মদমত্ত হস্তীবৎ এই উদ্দাম অস্থির মনের প্রবল গতি রুদ্ধ হয়, তাই বলুন।

নারদ। কর্ম্মেই সব। কর্ম্ম করুন, কর্ম্ম ভিন্ন এই প্রবল বিকারের আর অন্য মহৌষধি কিছুই নাই। সেই সর্ব্বকারণভূতা সংসার-বিধাত্রী লীলারূপিণী যোগমায়ার আরাধনায় প্রবৃত্ত হোন। এক্ষণে তিনি প্রসন্না না হ'লে, অন্য উপায় কিছুই নাই।

ব্যাস। মহর্ষে! তা বুঝেচি, কিন্তু আমার অদৃষ্ট কি এতই দুঃখময়? পুত্রলাভে এ কি বিড়ম্বনা বলুন? সংসারে অনেকেই তো পুত্র-বান্, অনেকেই তো সংসারী,—কিন্তু আমার তুল্য হতভাগ্য সংসারে আর দ্বিতীয় কে?

নারদ। কবিবর ব্যাস! আপনি এখনও বৃথাচিন্তায় কালাতিপাত ক'র্‌তে বাঞ্ছা ক'র্‌চেন কেন? বিধাতার রাজ্যে সকলেই নিয়মের অধীন,—নিয়ম ব্যতিক্রমে তাঁর একটি সামান্য ক্ষুদ্র কার্য্যও সম্পন্ন হয় না। আর উদ্দেশ্য না থাক্‌লেও তাঁর কার্য্যও থাকে না। আপনি হতভাগ্য ব'লে আত্মগ্লানি প্রকাশ ক'র্‌লে, জ্ঞানিগণ তাতে দুঃখিত না হ'য়ে, বরং হাস্য প্রকাশই ক'র্‌বেন। শ্যামচন্দ্রাতপাসনাবলম্বী শশধর প্রতিদিন ষোড়শকলাবিশিষ্টদেহে সমুদিত হন না কিজন্য? ইহার কারণ কিছু অবগত আছেন? বৈজ্ঞানিক ন্যায়যুক্তির কথা শুন্‌বো না; তাহা নাস্তিকের কথা। হে অস্তিত্ববাদী মহাপুরুষ! সকলেই নিয়মের অধীন! সকলেরই অভ্যন্তর পরম উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ। আপনার পত্নীর গর্ভস্থ-সন্তানের প্রতিজ্ঞা, ধরণী মায়াত্যাগিনী না হ'লে, সেই ঘোর স্বার্থ-পরিপূর্ণ রোগ শোক তাপ দুঃখ পাপভরা কলুষতাময়ী ধরায় যাব না, তাতে কি উদ্দেশ্য নাই? আপনার এ পুত্র নিশ্চয়ই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ, তিনি ধরণী পবিত্র ক'র্‌তে আস্‌চেন, তা কি আপনি বুঝ্‌তে পার্‌চেন না? মায়ার রাজ্যে জন্ম-

গ্রহণ ক'র্‌লে, তাতে মায়ার প্রকৃতি আশ্রয় গ্রহণ করে, এ কথা নিশ্চয়; আমার বোধ হয়, তজ্জন্যই সেই মহাপুরুষ এইরূপ প্রতিজ্ঞা ক'রেচেন যে, মায়া থাক্‌তে পাপপূর্ণা ধরণীতে অবতীর্ণ হবো না। বুঝুন্, মহাত্মন্! এই সংসারে কে ভাগ্যবান্! যাই হোক্, এখন কর্ম্ম করুন;—মা যোগমায়াকে আহ্বান ক'রুন। আমিও সমাধি-আসনে ব'সে, সেই গর্ভস্থ আগন্তুক সাধুর মনো-মুগ্ধকর ভুবনমোহন মধুর-মূর্ত্তি দর্শন ক'রে, আপন অপবিত্র জীবন পবিত্র করি গে।

[প্রস্থান।

ব্যাস। (স্বগতঃ) সত্যই কি আমি এক অপূর্ব্ব মহাপুরুষের পিতা হবো! সত্যই কি প্রাণাধিকা পীবরী এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষকে আপনার রত্নগর্ভে এই ষোড়শবর্ষ ধারণ ক'রে আছেন! অহো! আমিই ধন্য! আর ধন্য সেই সতী সাবিত্রীরূপিণী রমণীকুলশিরো-মণি প্রণয়িণী পীবরী। যে পিতামাতার পুত্র পরম সাধু,—এমন কি পরম পুণ্যাত্মা নারদেরও ধ্যানের বস্তু, সেই পিতামাতাও ধন্য! অহো! আর ধন্য আশা, ধন্য তোমার কুহকিনী ছলনা! এই ক্ষণ-পূর্ব্বে যে প্রাণপত্নীর যন্ত্রণায় কত ব্যাকুল হ'য়েছিলে, আবার সেই অপূর্ব্ব-দৃষ্ট পুত্রের আশায় সকল দুঃখ,—সকল যন্ত্রণা একবারেই বিস্মৃত হ'লে! যার কাতরতায় এই ক্ষণপূর্ব্বে আপনার অমূল্য জীবনকে ভারস্বরূপ জ্ঞান ক'র্‌ছিলে, সেই জীবন এখন তোমার এত মূল্যবান্ বস্তুতে পরিণত হ'লো? দীপ নির্ব্বাণ-প্রায়—তথাপি আশা—উহা পুনর্ব্বার প্রজ্জলিত হবে। হৃদয় অতৃপ্তির তুষানলে ভস্মপ্রায়—তথাপি আশা—উহাতে পুনর্ব্বার অমৃতসিন্ধুর অমৃতবারি অযুতধারায় প্রবাহিত হবে। দুঃখে জীবন

জ্বর জ্বর মর মর—তথাপি আশা—ভয় কি পুনর্ব্বার অমিয়ময় সুখ পাবে। ঐ যে মহিমাশালিনী চিরগৌরবিণী রাজরাণী আজ পুত্রহারা হ'য়ে, পাগলিনীর মত শ্মশানে শ্মশানে পরিভ্রমণ ক'র্‌চেন, আশা! সেখানেও তোমার মোহন মুরলী বাজ্‌চে; দেখাচ্চে—দুঃখের সরোবরে ঐ সুখের মধুপূর্ণা পদ্মিনী। শুক্ল-বসনা বিষাদমলিনা সাশ্রুনয়না ত্রয়োদশবর্ষীয়া সুন্দরী, আপন প্রিয়জন বিরহে ঐ যে কি যেন কি হৃদয়ের রত্ন হারিয়ে, কাঙ্গা-লিনীর মত অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে চ'লে যাচ্চে—আশা, সেখানেও তোমার মহিমাময়ী পূর্ণজ্যোতিঃ পূর্ণভাবে বিরাজমান। তোমার ভরসায় যুবক সংসারের অনন্ত-সংগ্রামে ভয় রাখে না। ঐ দেখ কত অন্ধকার—গাঢ় নীল ঘন অন্ধকার, চতুর্দ্দিক মেঘা-চ্ছন্ন, প্রলয়ভেরীর ন্যায় মুহুর্মুহু বজ্রপাত হ'চ্চে, হিঃ হিঃ শব্দে পিশাচের ন্যায় নৈশবায়ু প্রবাহিত হ'চ্চে, মুষলধারায় বৃষ্টি সৃষ্টি-নাশের জন্যই যেন প্রপতিত হ'চ্চে,—কে ও অর্ণবপোতে? তরণীতে কে? তোমার কি প্রাণের ভয় নাই? কোথায় যাচ্চ; উত্তর—অর্ণবপোতে অসংখ্য হীরা প্রবাল মুক্তা; তা তো শুন্‌লাম—কিন্তু তোমার যে জীবন যাবে—এ যে প্রবল ঝটিকা। উত্তর—তা তো যাবে, কিন্তু আশা যতক্ষণ থাকে। রে আশা!—এ কি তোমার কুহকিনী ছলনা! আশা না মায়ার ছলনা? আমার বোধ হয় আশা আর মায়া পরস্পর অবান্তর নাম। কেননা, মায়াতেই আশা, আর আশাতেই মায়া। মা মহামায়া গো! কোন্ আশার সূত্রে সংসারকে গ্রথিত ক'রে, ক্রীড়া-পুতুলের ন্যায় নৃত্য ক'রাচ্চ? কোন্ আশার শতমুখী গঙ্গায় জীবের জীবনের তরী ভাসিয়ে দিয়ে, তাদিগকে বিপর্য্যস্ত

ক'রাচ্চ? আয় মা! প্রণবরূপিণী পরমারাধ্যে পরমাত্মাসঙ্গিনী কল্যাণী আয় মা! আয় মা শিবে শুভঙ্করি পরমা সুরমা অনাদ্যা অনুপমা বিশ্বমহিমাময়ী কারণস্বরূপা প্রীতি-তরঙ্গরূপা জননী আয় মা! সংসার-তাপদগ্ধ ভাগ্যহীন ব্যাস তোমার অর্চ্চনা ক'রচে! পূজার কিছুই নাই মা! ধূপ দীপ ধূনা অগুরু কস্তুরী চুয়া চন্দন বিল্বপত্র রক্তজবা কিছুরই আয়োজন নাই মা! সম্বল-মাত্র এই বৃদ্ধের অশ্রুজল! স্বর্গীয়া জননী, এ অশ্রুজলেই তোমার তর্পণ ক'রছি। আয় মা!—শিশুর ন্যায় কাতরকণ্ঠে ডাকি, আয় মা! প্রসন্নতাময়ী দেবি! প্রসন্ন হও।

যোগমায়ার প্রবেশ।

যোগমায়া। গীত।

কেরে দুঃখিনীর ছেলে, মা মা ব'লে, পীযূষধারা
ঢালিলি কাণে।
আয় রে কোলে, বুকে নি তুলে, হিয়ার মাণিক সযতনে॥

ব্যাস। (স্বগতঃ) দ্রবময়ী ভাগীরথী কি বিনিস্থতা হ'চ্চেন? নৈলে এতাদৃশ সুশীতল মৃদু মধুর সুধাবর্ষী কলকলনাদ কোথা হ'তে শ্রুতিগোচর হ'চ্চে? না সুদূর নীরব নিশীথে কালিন্দীকূলে গোকুল-আলো কানুর বেণুর নিস্বন! এখনও কি তবে ব্রজকি-শোরের কৈশোর-লীলার অবসান হয় নাই? ঐ শোন, ঐ শোন, আমরি মরি রে—কোকিলের অমৃত-কণ্ঠ-বিনিন্দিত কি ললিত মধুর সংগীত সংগ্রাম! যেন কোটী বীণা গ্রামে গ্রামে ঝঙ্কার দিয়ে, মূর্চ্ছনায় ত্রিভুবন মুগ্ধ ক'রে তুলচে। তান মান লয়—

ত্রিধারা যেন অদূর ব্যাসাশ্রমরূপ ত্রিবেণী হ'তে মুক্ত হ'য়ে, ত্রি-বিশ্বের ত্রিতাপ ধৌত ক'রে, কোন অনন্ত মহাসাগরে গিয়ে মিশিয়ে যাচ্চে ! ঐ শোন– ঐ শোন—

যোগমায়া। গীত।

(বাছা) কাঁদিয়ে কাঁদাস্ নে রে আর, কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে
করিয়াছি অস্থিচর্ম্ম সার, বুঝেছে সে হৃদয় আছে যার,
আরে মমতা কত রে মার প্রাণে ॥

ব্যাস। (স্বগতঃ)বীণা ! কেঁদ না, কেঁদ না, কেঁদ না, নীরবে রোদন কর। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, বিরাট সৌরজগৎ—কালে অস্থায়িত্বের নিবিড় তমঃজালে সকলি লুক্কায়িত হবে, কিন্তু মমতারূপিণী মায়া ! তুমিই প্রকৃতিরূপিণী হ'য়ে, অনাদি অনন্তকাল সমভাবে বিরাজিতা থাক্‌বে। তোমার ধ্বংস নাই মা ! এ জগৎ ক্ষণ-বিধ্বংসী, কিন্তু তুমি মা অক্ষতরূপা। তবে মা, বীণার কণ্ঠে তোমার রোদন কেন ? উষার বায়ু-হিল্লোলবিহ্বলিতা স্মিতমুখী কুসুমরাণী বিলাসে সুধার সৌরভ ছড়াও মা ! লীলারঙ্গিণী স্ফুট-ন্মোন্মুখী জীবনের তড়িৎসঞ্চারিণী ভবরাণি ! আনন্দের হাসি হাস মা ! এ নীরব রোদনে হৃদয়ের মর্ম্মতন্ত্রী আর ছিন্ন ক'রো না।

যোগমায়া। গীত।

(বাছা) ডাকিয়ে কেন রে কাঁদিলি বল, আমার সাধের
তরুর সাধের ফল, নীরবে ঝরিল চোখের জল,
শুকাল আমার স্নেহের মালা ;—

ব্যাস। (স্বগতঃ) বীণা কাঁদালে, মায়ার বাণীরূপিণী বীণা ! সত্যই তুমি

অন্ত প্রত্যক্ষরূপা। তা নৈলেই বা তুমি ধরণীর আবরণীস্বরূপা হবে কেন? মাগো! সম্মোহিনী-শক্তি লুকাও, তোমার অদূর প্রান্তরোদনে প্রাণ বড়ই অস্থির ক'রেচে। হৃদয়ের যত যন্ত্রণা সব অন্তর্হিত হ'য়ে, তোমার কাতরতায় আমার প্রাণ আজ কেঁদে উঠ্‌চে।

যোগমায়া। গীত।

(বাছা) দেখ্‌রে চেয়ে আমার খেলা, সংসারে মায়ার মোহিনী-লীলা, ফুলের সংসারে ফুলের মালা, খেলি ফুলখেলা এদের সনে॥

(কালপুরুষ ও পালনপুরুষের আবির্ভাব।)

ব্যাস। ফুলরাণি! সংসার তোমার ফুলের উদ্যান, জীব তোমার ফুল, তা তোমার ঐ ফুলমালাগ্রন্থনেই বিলক্ষণ বুঝেচি; কিন্তু মাগো! তোমার মুখে শুন্‌তে চাই যে, তোমার এ ফুলমালাগ্রন্থনের প্রকৃত মর্ম্ম কি? দুই পার্শ্বে দুইজন স্বর্গীয় পুরুষ।—একজন মালাগ্রন্থনের জন্য সূত্র সংযোজন ক'র্‌চে, আর একজন যত্নে তা রক্ষণ ক'র্‌চে; আবার যে জন সূত্র সংযোজন ক'র্‌চে, সেই জন মালা ছিন্ন ক'রে, পুনর্ব্বার তোমার শ্রীকরে অর্পণ ক'র্‌চে। মা! এ সংসার-রহস্য তুমি আমায় বিশেষরূপে বিবৃত কর।

যোগমায়া। গীত।

(বাছা) কোটী কোটী ফুল কোটী কোটী প্রাণী, এরা কেহ বা জনক কেহ বা জননী, কেহ ভাই বন্ধু কেহ বা ভগিনী, সম্বন্ধের হার গাঁথি রে যতনে॥

এই যে হেরিছ ভীষণ-মূরতি, সূত্র সংযোজনে অদ্ভুত শকতি, পুনঃ ধ্বংসে তার কাল নামে খ্যাতি, ধ'রেছেন মালা এই পালনপুরুষ ;—
আমি যোগমায়া প্রকৃতিরূপিণী, জীবের হই রে ভক্তির জননী, সম্বন্ধের হারে বিভোর আপনি, মরি সদা আপন আপন জ্ঞানে ॥

ব্যাস। মা যোগমায়া গো! ধন্য তোমার সংসার-মায়া রচনা! কি ব'ল্লে মা—ইনি এই বিশ্বধামে সৃষ্টি সংহাররূপী সেই কাল-পুরুষ ?

কালপুরুষ। জ্ঞানবান্! জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন ক'রেচ কি? দেখ—অক্ষিপত্র উত্তমরূপে উন্মীলন ক'রে দেখ—আমিই এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাব ও তিরোভাবের জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি। আমাতেই উদয়, আমাতেই বিলয়, আমাতেই সৃষ্টি, আমাতেই সংহার। কালে হয়, কালে যায়, যা জীবের কিম্বদন্তী শুনেছ,—আমিই সেই কালপুরুষ। এই যে ফুলের স্তবকে সূত্র-সংযোজন ক'র্‌চি, এইরূপে আমার সংসার-সৃষ্টি। জগতের জড় কি জীবাণু হ'তে, অনুসমষ্টিরূপী সুবিস্তৃত ও সুউন্নত হিমাচল সকলি আমি এইরূপে গঠন ক'রে মায়াসূত্রে গ্রন্থন করি। আবার এই ফুলমালাকে যেমন এক হস্তে গঠন, পরহস্তে ছিন্ন ক'র্‌চি, সেই-রূপ এ জগতের অণু হ'তে তার সমষ্টিরও ধ্বংসসাধন ক'র্‌চি। এই ফুলমালা যেমন মুহূর্ত্তে সৃষ্ট আর ধ্বংস হ'চ্চে, তদ্রূপ এ সংসারে সকলই এইরূপ হ'চ্চে, আর যাচ্চে।

ব্যাস। জগদেক মহাপুরুষ! অনন্ত বিরাট ব্রহ্মাণ্ডরূপিন্! কালদেব!

তুমিই সাক্ষাৎ নিরাকারস্বরূপ ব্রহ্ম! তোমার শক্তি অনন্ত! হে অনন্তময়! তোমার প্রসন্নতা ভিন্ন অপিচ ব্যাসের আর অন্য উপায় নাই। হে চিৎশক্তিরূপী অসীম মহিমময় কালদেব! তোমায় নমস্কার। (প্রণাম)।

কালপুরুষ। হাঃ হাঃ (হাস্য)।

ব্যাস। ধিক্ ব্যাস, ধিক্ তুমি! ধিক্ তোমার আজীবন জ্ঞানোপার্জ্জন! তোমার ভক্তি-প্রণামের পুরস্কার হাস্য দেখ্‌লে তো?

কালপুরুষ। জ্ঞানি! দুঃখিত হ'য়ো না। কালের হাস্য ভিন্ন এ সংসারে কালের রহস্য আর কিছুই নাই। ব্যাস, কিজন্য আমার উপসর্পণা ক'র্‌চ বল দেখি? পুত্র অচিরাৎ গর্ভ হ'তে ভূমিষ্ঠ হবে, এই আকাঙ্ক্ষা,—কেমন? কিন্তু পুত্র তোমার কালজয়ী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ! সেই মহাযোগী সাধুপুরুষ কালের অধীন নন্,—কাল তাঁর অধীন। ইহাও কালের অনন্ত বিস্তৃত ইচ্ছা-তটিনীর প্রবল হাস্যতরঙ্গ। ব্যাস! আবার হাসি। আমায় তোমার বৃথা উপাসনা মাত্র! হাঃ হাঃ (হাস্য)।

ব্যাস। প্রভো! আমি অধম। মায়ার সংসারে আমি একটী ক্ষুদ্র তৃণ! সামান্য ফুৎকারেই বিচলিত হই। হে অনন্তমহিমময় কালদেব! তোমার স্বরূপতত্ত্বনির্ণয়ে ব্যাসের শক্তি নাই। তোমায় অনন্তকোটী প্রণাম। (প্রণাম)। মা! তোমার এ সংসার-ফুলমালা-রচনায় তো মালা গ্রন্থন আর ছিন্নের ভাব বুঝ্‌লাম। কিন্তু এই যে স্মিতমুখ প্রসন্নতাময় উষাসৌন্দর্য্যের নিলয় মহাপুরুষ, যিনি অতি যত্নে সস্নেহে প্রাণের অধিক জ্ঞানে সূত্রধৃত পুষ্পগুচ্ছকে ধারণ ক'রে আছেন, উনি কে মা! উনিই কি সেই নিরুপমেয় সুখাধার জীবের আরাম-নিকেতন শান্তিপ্রিয়

মহাত্মা পালনপুরুষ? হে সৌম্যমান মহাভাগ! আপনাকে আমার শত সহস্রবার প্রণাম। (প্রণাম)।

পালনপুরুষ। ব্যাস! তোমার এ ভক্তি-প্রণামের স্নেহ-আশীর্ব্বাদ আর কি ক'র্‌বো, তুমি নির্ব্বিঘ্নে সুস্থ-প্রাণে অনন্ত অমর-জীবন অতিবাহিত কর। ব্যাস! আমিই সেই পালন-পুরুষ,—সংসারকে পালন করাই আমার কার্য্য। এই যে দেখ্‌চ—নধর কোমল কুসুমস্তবকময়ী মালা আমি কত আদরে প্রাণের যত্নে পালন ক'র্‌চি, এইরূপ এই ফুলের মালার মত সংসারের যাবতীয় বস্তুই আমার অতি প্রিয় ও প্রতিপাল্য। ব্যাস! এই যে সূত্র-ধৃত পুষ্পগুচ্ছ কালকর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত হ'চ্চে, আমিও যদ্রূপ তাদের তাচ্ছিল্য না ক'রে, আদরের হস্তে তাদের শুশ্রূষা ক'র্‌চি, তদ্রূপ সংসারের কোন বস্তুই আমার ত্যাজ্য বা অনাদরণীয় নয়;—সকলই আমার সর্ব্বদাই স্নেহের চক্ষে দণ্ডায়মান। বৎস! আশীর্ব্বাদ করি, অচিরাৎ তোমার পুত্র ভূমিষ্ঠ হোক্; আমি যেন এই ফুল-মালার ন্যায় সেই অপরূপ-রত্নকে স্নেহের হস্তে প্রতিপালন ক'র্‌তে পারি।

ব্যাস। অমর-পুরুষের অমোঘবাক্য স্থির বিজলীর ন্যায় দীপ্তিমান্ হোক্। (প্রণাম)। মা!—এবার তোমার সংসার-রচনা পরিস্ফুটরূপে বুঝ্‌লাম। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই ত্রিমূর্ত্তি দ্বিমূর্ত্তিতে আবির্ভাব। সত্ত্ব ও তম দ্বিগুণ একাকারে কাল-মূর্ত্তি, রজ স্বপ্রধানভাবে পালনী-মূর্ত্তি। আর মা! তুমি স্বয়ং আধেয় হ'য়ে, এই দুই মূর্ত্তি ল'য়ে, এই অপরূপ সংসার-কুসুমোদ্যানে বিনোদ সংসার-খেলার সাঙ্গ ক'র্‌চ। তোমার সাকার-মূর্ত্তি বিশ্বে জননী-মূর্ত্তি! স্নেহময়ী—করুণাময়ী—পবিত্রা দেবীমূর্ত্তি। দেবি! প্রসন্ন

হও,—তুমি ধরণী ত্যাগ কর। তোমার হতভাগ্য সন্তানকে পুত্র-বান্ কর, পরম পাতকী নরাধমকে পুন্নাম নরক হ'তে মুক্তি দাও। মা গো! তুমি ধরণী ত্যাগ না ক'র্‌লে, পুত্র এই কুহক-ময় মায়াধামে অবতীর্ণ হবে না। ইচ্ছাময়ি! বাসনা পূর্ণ কর মা!

যোগমায়া। গীত।

(বাছা) কেমনে করিব বাসনা পূরণ,মায়া বিনা ধরা
শ্মশান-ভবন, পিতামাতা ভ্রাতা মায়ার কারণ, মায়া
বিনা জীব থাকে না শ্মশানে॥
মায়া ত্যাগ হ'লে কিসের সংসার, কেবা তুমি আমি
পুত্র পরিবার, তাই মায়া-তারে গাঁথি ফুলহার,
সংসারে সংসারী করিতে জীবে;—
এই তার যদি ছিঁড়ে একেবারে, যূথভ্রষ্ট করী যাবে
বনান্তরে, সাজান বাগান শ্মশান আকারে, পড়ে রবে
হায় জ্বলন্ত-আগুনে॥

ব্যাস। মা! তবে কি অদৃষ্টে পুত্রমুখদর্শন লাভ আর ঘটবে না! তবে কি সত্যই জীবনের গৌরব-সহচরী অর্দ্ধাঙ্গিনী প্রণয়িণী পীবরীকে আর বাঁচাতে পার্‌লাম না। কুহকিনী! তবে তোমার এ সংসার-ফুলমালা রচনা কিরূপ মা? সংসারের জীবরূপ ফুল যদি অকালেই শুষ্ক হ'লো,—অসময়ে কীটেই যদি দংশন ক'র্‌লে, তবে জননি! এ জীবকুলের সদগতি কোথায়?

যোগমায়া। গীত।

ফুলগতি যথা দেবতার পায়,
তেমতি রে জীব যদি কৃষ্ণ পায়,
পায় যদি তাঁর মন ঢেলে দেয়,
সে দিনে উপায় পায় সে নিদানে ॥

ব্যাস। তবে দাঁড়াও মা, লীলা-উন্মাদিনী ক্রীড়াবিভোরা বিশ্বজন-বিনোদিনী ভুবনেশ্বরীবেশে একবার আমার সম্মুখে দাঁড়াও। আমি তোমার লীলা-সমুদ্রের অতলস্পর্শ সলিলে অবগাহন করি। এ অমর-জীবনে মৃত্যু নাই, কিন্তু উন্মত্ততা আছে, এবার উন্মাদ হ'য়েচি! ভক্তিজ্ঞানের আদর্শ ভাগবৎ, অষ্টাদশ মহাপর্ব্ব মহাভারত, বৈরাগ্য-জ্ঞান-শিক্ষার চরম উপায় গীতা-রচয়িতা মহর্ষি ব্যাস আজ জীবনসঙ্গিনীর দারুণ যাতনায় অস্থির হ'য়ে উন্মাদ হ'লো! দাঁড়াও মা —তারে নাচাও মা! পুত্তলিকার ন্যায় নৃত্য করি। ঐ আর্ত্তনাদ! শোন্ পাষাণী শোন্! কিসে স্থির হই? নয়ন! অশ্রু-নিপাতন ক'র্‌চ কি? অশ্রুতে তোমার এ শোকের চিহ্ন তো প্রকাশ পাবে না! ঘন লোহিত রুধিরস্রাব নিপাতন কর। না পার—এই সুদীর্ঘ নখরে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ কর। (রুধিরস্রাব বহির্গত করণ) ধর মা! স্রক চন্দন ধর! শ্রুতি—মধুর সুখকর শিঞ্জনীতে কত আমোদিত হ'তে,তখন কি তোমার বাসন্তী-পিকধ্বনি—ভ্রমরগুঞ্জন প্রিয় ব'লে অনুভূত হ'তো! কিন্তু এখন—সেই ষোড়শকলায় পূর্ণ শারদীয় চন্দ্রমা-নিভ আমার হৃদয়রাণীর বদননিঃসৃত হাহাকার-ধ্বনি তুমি কিরূপ অনুভব ক'র্‌চ? প্রিয় তো রে, মধুর তো রে,—আহা—হা—

দাও, দাও, কালদেব! তোমার প্রচণ্ড কালদণ্ড দাও, চিরদিনের জন্য শ্রুতিপথ রুদ্ধ করি। (কালদণ্ড ধারণোদ্যত)।

কালপুরুষ। (হাস্য)।

ব্যাস। কি আমার বিদ্রূপ! আমায় শ্লেষ হাস্য! তুমি জান, আমি কে? যদি না জান, তাহ'লে এস কাল, ব্যাসের আশৈশববৃদ্ধ তপশ্চর্য্যার অপ্রমিত ফল, তোমার সহিত বিনিময় করি এস। (ধারণোদ্যত)।

যোগমায়া। (ব্যাসের হস্তধারণ পূর্ব্বক)।

গীত।

ক্ষান্ত হ'রে যাদু শান্তভাব ধর, দশা হেরি তব
হ'য়েছি কাতর, আমার আশীষে পাবে পুত্রবর,
রোষ সম্বর মায়ের বচনে।
গোশৃঙ্গে সর্ষপ রহে যতক্ষণ, ধরা হ'তে বাছা
আমি ততক্ষণ, তোমার লাগিয়া করিনু গমন, ঐ
শোন হয় শুভ শঙ্খধ্বনি;—
মঙ্গল আরতি করে নারীদলে, হইল ভূমিষ্ঠ পুত্র
লহ কোলে, ভাসিবে আনন্দে স্নেহের হিল্লোলে,
খেল ফুলখেলা আনন্দ মনে॥

[কালের হাস্য ও পালনপুরুষের রোদন—প্রস্থান।

ব্যাস। অহো! ধন্য ব্যাস, আজ তোমার তপস্যার পবিত্র আশ্রম, শান্তির পুণ্য-নিকেতনে যথার্থই পরিণত। আজ তোমার সংসার-সংগ্রাম-ক্ষেত্র বাস্তবিকই বিজয়-দুন্দুভিতে নিনাদিত!

আজ তোমার অন্ধকারময় কুটির প্রকৃতই রত্নোজ্জ্বল দীপমালায় আলোকিত। হৃদয়! আর কেন, শান্ত হও, চল যাই; আজ আমার কর্ম্মক্ষেত্র প্রমোদগৃহ হ'য়েচে জান না? যে রত্ন মানবের ঐহিক অমরতার সোপান-মঞ্চ, সেই অপূর্ব্ব পদার্থ ব্যাসের অমর-জীবনের দর্পণে আজ কি আনন্দময় চিত্র প্রতিফলিত বল দেখি? নিষ্পুত্র ব্যাস আজ সপুত্র! আশা—অকস্মাৎ যেন শতমুখী ভাগীরথীর সলিলহিল্লোলের ন্যায় দুকূল প্লাবিত ক'রে, তালে তালে যেন কোন্ অমৃতসমুদ্রে হৃদয়কে টেনে নিয়ে যাচ্চে। প্রাণ আজ অমৃতময়।—আশা আজ অমৃতময়ী। সকলই আজ যেন অমৃত সমুদ্রের অমৃত তরঙ্গ। আজ সুধাকর চন্দ্রের উদয়! কেন চন্দ্রের নাম সুধাকর? চন্দ্র অনন্ত কোটী নয়নে অনন্ত কোটী জীবনে আনন্দের অমৃতধারা বর্ষণ করে, তাই চন্দ্রের নাম সুধাকর। সেই পুত্রের মুখচন্দ্র আজ ব্যাসের কুটিরে শোভিত,—ব্যাসের প্রাণ আজ তাই সেই কৌমুদীতে প্রতিভাত। তাই আজ ব্যাসের নয়নে সকলই অমৃত-সমুদ্রের অমৃত-তরঙ্গ। আমরি পুত্রবান্! তুমি কি সৌভাগ্য-বান্! অশ্রান্তগতিতে অক্লান্তভাবে ক্ষিপ্রপদে আসে—কে, ও—

দ্রুতপদে আরুণির প্রবেশ।

আরুণি। (প্রণামপূর্ব্বক) গুরো! পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করুন। বশম্বদ শিষ্য একটী শুভ-সংবাদ এনেচে।

ব্যাস। স্বস্তি! দীর্ঘজীবন-লাভ কর। প্রতিভা অমিত হোক্। বৎস! আমি একটী শুভসংবাদ অবগত আছি; আচ্ছা, তোমার শুভ-সংবাদ কি বল?

আরুণি। মদীয় এক সার্থকজন্মা মহাপুরুষ ভ্রাতা জন্মগ্রহণ ক'রেচেন! পিতঃ! যার জন্য আপনি মাতা যোগমায়ার আরাধনা ক'র্ছিলেন।

ব্যাস। উভয়েরই সংবাদ এক বৎস! আরুণি রে! এ শুভ-সংবাদের প্রতিদান পুরস্কার—দরিদ্র আমি, আমার কি আছে যে তোমায় প্রদান ক'র্বো? বৎস! তবে দরিদ্রের এক মাত্র আশীর্ব্বাদই সম্বল; আশীর্ব্বাদ করি, সংসারের অনন্ত-শক্তিতে শক্তিময় হও, প্রাণময়ী প্রকৃতির রত্ন-ভাণ্ডারের আত্মাবলম্বন ও আত্মনির্ভর প্রভৃতি দুর্লভরত্নস্বরূপ মহত্ত্ব-রত্ন লাভ কর;—পরিণামমধুর তাপসব্রতের চরমোৎকর্ষতাশিখরের অধীশ্বর হও। এক্ষণে চল বৎস! নিজ হস্তে আমাদের ঐহিক জীবনের আনন্দের হারকে সস্নেহে কণ্ঠে ধারণ করি গে। (গমনোদ্যত)। তাই তো এরা আবার কে আসে?

নন্দা ও ক্লীবজাতিগণের প্রবেশ।

ক্লীবগণ। কোথা খোকার বাপ গো! কোথা আমাদের সোণামণির বাপ গো! লুকিয়ে খেলে মুয়ো, এখন দেয় না কেন চুমো!

নন্দা। নে মাগীরা আদিখ্যাতা রাখ্ গে! ছুঁয়ে ফেল্‌বি যে, একটু স'রে দাঁড়া না! মাগীরা কি ইল্যত মা!

ক্লীবগণ। আলো আলো আলো—সুন্দরী লো, গায়ে কি মশা লাগে না? রসের মোশা! রসের মোশা!

নন্দা। আ মর মাগীরা, মুখে যা আসে তাই বলে। মাগীরা কি বজ্জাৎ মা! মা আমার এখন যায়, তখন যায় হ'য়েচে, আর

মাগীরা পয়সাকড়ির জন্যে গায়ে আর মাছি ব'স্‌তে দেয় না। নে, যা, ঐ আমাদের খোকার বাপ, যা নেবার ঐ খান থেকে নে গে! যা স'রে দাঁড়া, মাকে আমার দেখি গে। (জনৈক ক্লীবের বসন-অঞ্চল গাত্রস্পর্শ হওন) মা! একি মা, মুখপোড়া লোকের কি একটু ধর্ম্মকর্ম্ম নেই মা! এই দেখ দেখি, মাগীরা আঁচলটা গায়ে ঠেকিয়ে দিলে! কি অধর্ম্মে প'ড়েছি মা, আবার নেয়ে মরি গে!

[প্রস্থান।

ক্লীবগণ। যা যা, নেয়ে খোঁপাচুল বাঁধ্‌গে, তুল পর্‌ গে, পঁদের পাঁছায় পাছাপেড়ে কাপড় বাহার দে গে, তোর গুণের লাগর আস্‌চে লো!

খেঁদি, তুই চুয়া বাট, তোর লাগর গেছে রাণীর হাট,
লাগর আন্‌তে গেছেক ফুল, তোর কাণে দিবেক তুল।
আমার আলো আলো আলো!
চপীর আমার চাল্‌দা গাল, বুক্‌টা যেন পেটা থাল,
আলো, আলো, আলো, আমার আলো, আলো, আলো।

(নৃত্য)।

পদ্মক্লীব। ও খোকার বাপ, আমাদের বিদায় কর হে! সোণা-খোকা হ'য়েচে, চাঁদপারা বেটা হ'য়েচে, এবার সোণামুখী বৌ ক'র্‌বে, কিছু আমাদের দিয়ে দে।

গোলক ক্লীব। দিয়ে দে লাগর।

রাধা ক্লীব। রসিক লাগর, লুকিয়ে খেলে মুয়ো, এখন দেয় না কেন চুমো।

ক্লীবগণ। গীত।

লাগর লুকানো থাকেনা পীরিতি, লাগর লাগর লাগর।
ফুট্‌লে ফুল কদম গাছে সৌরভে মাতি,
লাগর লাগর লাগর ॥
কানাই এমনি পীরিত ক'র্‌লে হে, আমার কুসুমমুখী
রেয়ের দফা সার্‌লে হে, নিজের করম কর্‌লে খতম,
এখন মানের বেলায় কি রীতি, লাগর লাগর লাগর ॥
লুকিয়ে খেলে জল, এখন বিগড়ে গেল কল, ট্যাঁ ট্যাঁ
ক'রে কাঁদ্‌চে খোকা, এখন ছুটে হওনা গিয়ে পোয়াতি ॥

পদ্ম ক্লীব। ও দাদা ঠাকুর, একবার সোণার খোকা কোলে ক'র্‌বি চল, যেমন কষ্ট ক'রে ছেলে ক'র্‌েচিস্, বুকে ক'রে নিয়ে বুক শীতল কর্। আমরা সোণার কোলে সোণার খোকা দেখে নি।

রাধা ক্লীব। দে দে বের কর। এমন সোণার খোকার বাপ হ'য়েচিস্, আমাদের কিছু দিবি না?

ব্যাস। বৎস আরুণি! শীঘ্র অতিথিগণকে পাদ্য-অর্ঘ্য-আসন প্রদান কর। আমার অদ্য অতুলানন্দের দিন, আর মাতঃ নন্দাকে বল গে, অদ্য কুটীরস্থ যে কোন উপাদেয় রসনাপ্রিয় মধুর ফলমূল থাকে, তাহা যেন এই আগন্তুক অতিথিগণকে প্রদান করা হয়। বৎসগণ! আমার আশ্রম আজ আনন্দের ক্ষেত্র। আমারও সুপ্রভাত। আজ পুত্রমুখচন্দ্রমা দর্শন ক'রে, দুরন্ত নরক হ'তে ত্রাণ লাভ ক'র্‌বো। তোমরা কেহই নিরানন্দে থেক না, আমার পুত্রকে তোমরা স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ কর।

রাধা ক্লীব। এ কি রসিক পুরুষ হে! দুটো শুটো শুটো ফল নিয়ে বাড়ী যাই, নাগর আমার নাগ্‌রী নিয়ে শুয়ে ঘুমাক্‌। মজা ক'রে ছেলে কোলে নিবি, ছেলে বাবা বাবা ব'লে তোর কোলে উঠ্‌বে, তুই স্বর্গে যাবি, আর দুটো হিজ্‌ড়েকে তুই দুটো শুটো ফল খাইয়ে বিদেয় ক'রে দিবি! নাগর আমার খুব রসিক দেখ্‌চি। দে—দে—বের কর।

গোলক ক্লীব। তোর ফলে আমরা মুতে দি! নাগর আমাদের ফল খাওয়াবে গো!

আরুণি। আরে দুর্ম্মুখ অযাত্রিক ক্লীববেশী নরাধম! মহাত্মা ব্যাসের সম্মুখে ধৃষ্টতা!

ক্লীবগণ। তবেরে গুখোরবেটা, ছেলো ক'রে আমাদের একটা পয়সা দিতে তোর মুরোদ হ'লো না; আবার গোঁফনেড়ে কি ব'ল্‌চিস! আমরা তোর ফল খাবো, তোর ফলে মুতে দি, হেগে দি!

আরুণি। আর্য্য—

ব্যাস। বৎস! অতিথি, বিশেষতঃ অদ্য আমাদের আনন্দের হাট, এ আনন্দের হাটে সকলেই আনন্দ ক্রয় করুক। আশ্রমগত দুর্ম্মুখ অতিথিগণও আশ্রমীর নিকট ক্ষমার্হ! বিশেষতঃ উহারা ক্লীব! উহাদের প্রবৃত্তি অতি কদর্য্য। তবে বৎস্য! আর্য্য ব'লে, হৃদয়-তরুর কোটরস্থ বহ্নি কেন নয়ন-গিরিতে উদ্গীরণ ক'র্‌চ! ধৈর্য্য ধারণ কর। হে ক্লীবগণ! আমাকে ক্ষমা কর, তোমরা অতিথি, অতিথি বৈমুখ আশ্রমীর ধর্ম্ম নয়। কিন্তু আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমি স্বচ্ছন্দচিত্তে যা তোমাদিগকে অর্পণ করি, তোমরা সানন্দে গ্রহণ কর।

ক্লীবগণ। কি দিবি দে, আমাদের খুসী কর।

ব্যাস। এই লও, আমার এই কৃষ্ণনামাঙ্কিত অমূল্য নামাবলী তোমাদিগকে প্রদান করলাম। (প্রদান)।

পদ্মক্লীব। লাগর কি হে! এ লেক্‌ড়া লিয়ে আমরা কি ক'র্‌বো?

রাধাক্লীব। এ ছেঁড়া লেক্‌ড়া তোর মাগকে দিগে, ছেলের তুষক ক'র্‌বে।

গোলকক্লীব। দেখ্ দেখ্ লো, এ লেক্‌ড়া দিয়ে লাগরের বুকটা তো ধড়ফড় করে নি।

ক্লীবগণ।

গীত।

পরাণ ধড় ফড় ধড় ফড় করে নি তো ও পরাণের বাপ্।
লেক্‌ড়া দিয়ে ঝগড়া মিটাস্ তোর বুকে ধ'র্‌লো কাঁপ ॥
হায় লো সখি লুকিয়ে করনু খেলা, একি বিষম জ্বালা,
খাঁদি মিষ্টি কথায় সৃষ্টিনাশে, খাঁদিই ঘরের পাপ ॥
খাঁদির মাল্‌সাপারা মুখ, বড়ই দিলে দুখ,
চুক্ হ'য়েচে খাঁদির প্রেমে, খাঁদি এখন চক্রধরা সাপ ॥

পদ্ম ক্লীব। এই নে তোর লেক্‌ড়া নে, রেখে দে, তোর খোকার পঁদ মুছিয়ে দিবি। রসিকের যে একটু সরম নেই লো!

ব্যাস। আমি দরিদ্র, আমার কি আছে যে, তোমাদের সন্তুষ্ট ক'র্‌বো। আচ্ছা, এই নামাবলী গ্রহণ কর, আর আমার এই অপূর্ব্ব হরিনামের মালাও তোমাদিগকে প্রদান ক'র্‌চি, সন্তুষ্ট-চিত্তে গ্রহণ কর। (প্রদান)।

গোলকক্লীব। ও, লাগর আমার যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে ফেল্‌লে রে! রাখ্ তোর ছেনালি রাখ্ ভাই! আমাদের বিদায় কর্।

ব্যাস। আর তো আমার কিছুই নাই, এক বস্ত্র আছে, যদি ইচ্ছা কর, তাতেও আমার আপত্তি নাই। লও, (ত্যাগোদ্যত)। আরুণি ! বৃক্ষ-বল্কল দেখ।

পদ্মক্লীব। মিন্‌সে বড় রসিক দেখ্‌চি, আমাদের কাছে ন্যাংটো হবে লো ! ওমা ওমা, সরমে যে মরে যাই।

গোলকক্লীব। চল্‌, চল্‌, এ গরীব মানুষ ! যা দিলে নিয়ে যাই চল্‌।

রাধাক্লীব। সত্যি, সত্যি গরীব।

ব্যাস। সত্যই আমি অতি দরিদ্র। কিন্তু হে অতিথিগণ ! অধমের প্রতি যেন ক্রোধ ক'রো না।

ক্লীবগণ। না না, আমরা তোর সোণার ছেলেকে খুব আশীর্ব্বাদ ক'র্‌চি। এ ছোঁড়া যেন ধানসিদ্ধ হাঁড়ির তলার মত মুখখানা ক'রেচে। দেখ ঋষি, তোর সোণার বৌ হবে, তুই বৌও হবি, লাগর—লাগর—লাগর—

গোলকক্লীব। ওরে, ও ছোঁড়া তুই আমাকে বিয়ে ক'র্‌বি ! ইচ্ছা করে ওর দাসী হই, সোণার মুয়ে চুমো খাই। আমার লাগর, লাগর, লাগর।

রাধাক্লীব। চল্‌ চল্‌, এখন যাই চল !

ক্লীবগণ। গীত।

ভজ গোবিন্দ, ভজ গোবিন্দ ওরে আমার
গন্ধাখাঁদির বেটা।
ঘরে নেই তোর অষ্টরম্ভা তোরে দয়াময় বলে কেটা ॥
লাগর লাগর লাগর—

[ক্লীবগণের প্রস্থান।

আরুণি। পিতঃ! সংসার একটী বিচিত্র চিত্র-শালিকা। ভগবান্ কোন প্রাণীকে কোন্ভাবে সৃষ্টি ক'রেচেন, তা আর বর্ণনা করা যায় না। ও আবার কি—সহসা কেন শঙ্খ মৃদঙ্গ করতালের সুমোহন মধুরধ্বনিতে চতুর্দ্দিক নিনাদিত হ'য়ে উঠ্‌লো! নভোস্পর্শী হরিনাম সংকীর্ত্তন! পিতঃ! পিতঃ! ঐ শুনুন! ঐ শুনুন!

ব্যাস। বৎস! অগ্রসর হ'য়ে পরিদর্শন কর।

নন্দার বেগে প্রবেশ।

নন্দা। ওরে আরুণি রে, ও আরুণি! সর্ব্বনাশ হ'য়েচে রে, সর্ব্বনাশ হ'য়েচে! মহর্ষি কোথায়? এই যে! তপোধন! শীঘ্র আসুন! শীঘ্র আসুন! হায় হায়! সর্ব্বনাশ হ'য়েচে, তপোধন! সর্ব্বনাশ হ'য়েচে!

গীত।

শুন তপোধন, বলি বিবরণ, মায়ের জীবন কেন হে ফুরাল।
পুত্র বিনা মার, সবি অন্ধকার, ধরে প্রাণ আর
কার আশায় বল॥
ক'রেছিল মনে কত সুখসাধ, নিদয় বিধি তাহে সাধিল হে
বাদ, কি পাপে হরিষে ঘটিল বিষাদ, তাই শুকচাঁদ তার
সহসা লুকাল॥
মার মনে আশা পুত্র লব কোলে, তাই গর্ভজ্বালা সহে
অবহেলে, থাকে সব জ্বালা ভুলে ;—

তা না হ'য়ে হায় পুত্র-শোকানলে, দগ্ধ হ'য়ে মাতা ভাসি
চক্ষের জলে, হা পুত্র বলিয়ে প'ড়ে ধরাতলে,
বুঝি প্রাণবায়ু অনন্তে মিশাল ॥

ব্যাস। নন্দে! শীঘ্র বল্ মা, কি দুর্ঘটনা সংঘটিত হ'য়েচে?

নন্দা। আর বাবা! পুত্র তোমার কুটীরে নাই! ভূমিষ্ঠসময়ে আমরা তার অচৈতন্য অবস্থা দেখেছিলাম,—ওগো, ওগো! তা নয় গো তা নয়, সে তখন সমাধিস্থ ছিল। ঐ হিজ্‌ড়ে মাগীগুলো যখন সেখান হ'তে এখানে এলো, তার পরেই গিয়ে দেখি, সেই সোণার কমল ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন ক'র্‌লে; চক্ষুঃ উন্মীলন ক'রেই ব'ল্‌লে—আমি কোথায়? এই কি সেই মোহিনী-মায়ার আরাম-ক্ষেত্র?

ব্যাস। পুত্র জন্মমাত্রেই বাক্যোচ্চারণে সমর্থ হ'লো?

নন্দা। অবাক্ বাবা, অবাক্। তা আমরা তখন অতো ততো মনে ক'র্‌লাম না; কেননা, ষোলবছর তো সে পেটে ছিল, ষোল বছরের ছেলে তো বটে!

ব্যাস। তার পর? তার পর?

নন্দা। তার পর আর কি, আমাদের মাথা আর মুণ্ডু! এই ব'লে বাছা আমার নাড়িভুঁড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে প'ড়্‌লো। দাঁড়িয়েই ব'ল্লে "আমি চ'ল্লাম"! মা আমার জীবন্মৃত অবস্থায় ছিলেন; হাজার হোক্ মায়ের প্রাণ অপত্যস্নেহে পোরা, তাই মা আমার শুয়ে শুয়ে দুটো হাত বাড়িয়ে ব'ল্লেন,"বাবা আমার, আমায় ছেড়ে কোথায় যাবে"? বাছা আমার দুধে আল্‌তায় গোলা ঠোঁট দুখানিতে প্রভাতের সূর্য্যের মত হাসি হেসে ব'ল্লে—"বানপ্রস্থে

যাবো!" আর কোন কথা নাই। মা যেই ধ'র্‌তে যাবেন, অমনি ছেলে বিদ্যুতের মত বেগে ছুট্‌লো। পুত্রস্নেহঅধীরা জননী, সেই অবস্থায় শক্তির অতিরিক্ত ছুটে ছুটে ধরাসনে মূর্চ্ছিতা হলেন! ও বাবা, আর বুঝি মা বেঁচে নাই! কেবল হা পুত্র, হা পুত্র ব'লেই বুঝি তাঁর প্রাণবায়ু কোন্ অনন্তে মিশিয়ে গেল!

ব্যাস। যথার্থই অন্ত সর্ব্বনাশের সাক্ষাৎ ভীষণমূর্ত্তি! নন্দা! চল্ মা! কোন্ পথে পুত্র বানপ্রস্থে প্রস্থান ক'র্‌লে, তাই আমায় দর্শন করাবি চল! আরুণি! তুমিও আমার পশ্চাৎ অনুসরণ কর। (গমনোদ্যত)। তাই তো এ যে দেবগণকে দেখ্‌চি! বৎস আরুণি! তুমি অগ্রবর্ত্তী হও। মা নন্দা! তুমিও যাও, আমি মুহূর্ত্তে দেবগণকে প্রণাম ক'রে, পুত্রোদ্দেশে গমন ক'র্‌চি।

আরুণি। যে আজ্ঞা, মা শীঘ্র আসুন!

নন্দা। দেখিস্ বাবা, যেন ছুঁয়ে ফেলিস্ না! [উভয়ের প্রস্থান।

ব্রহ্মা, কৃষ্ণ, মহাদেব ও দেবতাগণের প্রবেশ।

সংকীর্ত্তন।

নগরবাসি! প্রেমে হরি ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে চল।
নামে প্রেমের ভরে ভাসাও চোখের জল॥
হরি-প্রেম চেয়ে ভাই নাম অতি প্রবল,
(তাই-প্রেমে হরি বল রে, খুলে মায়ার বন্ধন,
ও প্রাণধন প্রেমে বিভোল হ'য়ে রে, বদনভ'রে
হরি হরি বল রে), যাবে যম-ভয় হরি-প্রেমের
ছায়ায় প্রাণ হবে শীতল॥

দেবতাগণ। জয় হ'ক্, তপোধন! স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি!

ব্যাস। সৌভাগ্য! সৌভাগ্য! আশ্রম পবিত্র-তীর্থ হ'লো! দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন।

দেবগণ। ব্যাস! তোমার পুত্র কোথায়? তোমার বংশে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ ক'রেচেন, আমরা সেই মহাপুরুষকে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌তে এসেচি।

ব্যাস। (রোদন) পুত্র নাই! পুত্র জন্মমাত্রেই সংসারাশ্রম পরিবর্জ্জন-পূর্ব্বক বানপ্রস্থ অবলম্বন ক'রেচে! হায় প্রভো!—(রোদন)।

ব্রহ্মা। ছিঃ ব্যাস! রোদন ক'রো না। তুমি মহাজ্ঞানী হ'য়েও পুত্রমায়ায় অন্ধ হ'চ্চ?

ব্যাস। প্রভো! বহু কষ্টের পুত্র! এ হেন পুত্রের মুখদর্শনও ভাগ্যে ঘ'ট্‌লো না।

ব্রহ্মা। এখন কি ক'র্‌বে?

ব্যাস। যদি অনুমতি দেন,—আপনারা যদি অপেক্ষা করেন, তাহ'লে একবার পুত্রান্বেষণে গমন করি। বোধ হয়, সে স্বর্ণ-কমল এখনও বহুদূরপথ গমন ক'র্‌তে পারে নাই।

ব্রহ্মা। গমন কর, কিন্তু সে পুত্র তোমার জীবন্মুক্ত, সে গৃহে প্রবেশ ক'র্‌বে না।

ব্যাস। নাই করুক, একবার তার চন্দ্রমুখ দর্শন ক'রে, পুন্নাম নরকত্রাণের উপায় ক'র্‌ব।

মহাদেব। বৎস! তোমার পুত্র আমারই মুখনিঃসৃত যোগতত্ত্ব শ্রবণে জীবন্মুক্ত। পূর্ব্বজন্মে সে শুকপক্ষী ছিল। এখন সে কর্ম্মে আদর্শমানব। আমরা তাঁর শুকদেব নাম অভিহিত ক'র্‌লাম। এক্ষণে তুমি গমন কর।

ব্যাস। যে আজ্ঞা। প্রভুর রক্ষিত শুকদেব নামেই আমার পুত্র অভিহিত হ'ক্। (প্রণাম)। অহো পিতৃ-হৃদয়! তুমি পুত্র-স্নেহে এত উৎকণ্ঠিত হও!

[প্রস্থান।

নারদ। পিতৃদেব! এক্ষণে শুকের স্বস্তির জন্য যে ধান্য-দূর্ব্বা আনয়ন করা হ'য়েচে, ইহা কোথায় নিক্ষেপ ক'র্‌বেন?

ব্রহ্মা। বৎস নারদ! সকলই ত এই চক্রীর চক্র! তা কি বুঝ্‌তে পার্‌চ না?

কৃষ্ণ। কেন পিতামহ! আমার চক্র কি বলুন?

মহাদেব। ঐ কথা ব'ল্লেই তো ভেবে পাগল হই! শিব পাগল কেন হরি! তোমার কথার ভাব বুঝ্‌তে পারি নাই ব'লেই তো চারিদিকে ভ্রমণ করি।

কৃষ্ণ। আমায় আপনারা ঐ রূপেই বলেন! কেন যে বলেন, তা তো আমি কিছু বুঝ্‌তে পারি না।

নারদ। থাক্, আর বাকচাতুর্য্যের সময় নাই। এখন মাঙ্গলীয় দ্রব্য কি ক'র্‌বেন, করুন্।

কৃষ্ণ। পিতামহ, যা ব'ল্‌বেন তাই হবে।

ব্রহ্মা। পিতামহের এত সম্মান কেন কৃষ্ণ! যা ইচ্ছা হ'য়েচে, তাই কর। তোমার ইচ্ছায় পিতামহের শক্তি নাই যে বাধা দেয়!

কৃষ্ণ। তবে ত্রিলোচনই এর ব্যবস্থা ক'র্‌বেন।

মহাদেব। তা বুঝেচি, আমাকে যে এখনও কর্ম্মে ঘোরাবেন, তা তো আমি জানি মুরারি! কিন্তু প্রভো! আজই নয় সে ভক্ত হ'য়েচে বা হ'বে, কিন্তু তার জন্য আমায় কর্ম্মভোগ করান কেন?

আমি সেই জীবন্মুক্ত শুকপক্ষীকে গর্ভবাসে কষ্ট দিয়েছি ব'লে কি আমায়ও সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত দান ক'র্‌বেন! দর্পহারিন্! দর্প চূর্ণ কর! এস কাল! আমার তমোগুণের সহচর, সত্বগুণের আদিদেব! এস মহাত্মন্! শ্রীকৃষ্ণ আজ আমার তমো-দর্প চূর্ণ ক'র্‌বেন। তুমি ভিন্ন তো আর আমি নই! তাই বলি, এক্ষণে তোমায় আমায় এক হ'য়ে প্রভুর কর্ম্মে নিযুক্ত হই এস!

কালপুরুষের প্রবেশ।

কালপুরুষ। অনুগত দাস উপস্থিত!

কৃষ্ণ। এস. অযুত সিংহ-শক্তিধারী কালদেব! তুমিই আমার শুকের মাঙ্গলীয় দ্রব্য মস্তকে ধারণ কর।

ব্রহ্মা। তবে আর কেন দেবগণ! স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে কার্য্যের উপদেষ্টা, তখন আর বিলম্বের বা পরামর্শের অপেক্ষা কি? এস বজ্র-বিদ্যুন্ময়ী-শক্তি-বিজয়ী কালপুরুষ! তুমিই সমস্ত দেবকুলের শুকের মাঙ্গলীয় দ্রব্য মস্তকে ধারণ কর। (সকলের ধান্য দূর্ব্বাদি প্রদান)।

কালপুরুষ। (প্রণত হইয়া) দাসকে শিক্ষা দিন্।

কৃষ্ণ। কাল! তোমায় আর কে শিক্ষা দিবে, তুমিই তো জগতের শিক্ষাস্থল! বসুন্ধরার শিক্ষার জন্য তোমার কাল নামকরণ। এক্ষণে শোন! ঐ যে সৌম্যমান্ মহাপুরুষ নৈমিষারণ্যের প্রান্তস্থ সরোবর-তীরে স্তিমিতলোচনে ধীরে ধীরে গমন ক'র্‌চেন, উঁহার নাম শুকদেব। ঐ শুক আমার পরমভক্ত, কিন্তু মহামায়া মায়ার সংসারে বিস্মৃতির তামসপূর্ণ হ্রদে জীবকে সর্ব্বদাই নিমগ্ন রাখ্‌বার চেষ্টা ক'র্‌চেন। তাঁর সম্মোহন হস্তে জীবের

পাশবন্ধন সহজে ছিন্ন হয় না। কিন্তু ঐ ভক্ত আমার জীবন্মুক্ত; তজ্জন্য ঐ বৈরাগ্যের ললিত সৌন্দর্য্যের কুসুমটী তোমার অনন্ত-প্রসারিত বিশাল-বক্ষ-সমুদ্রে নিক্ষেপ ক'র্লাম। দেখো কাল! কালে যেন নতশীর্ষতরুর বিকসিত পুষ্পটী পতনোন্মুখ না হয়। আজ শুকের প্রতি দেবকুলের এই অমিত প্রসাদ হে কাল! তোমার শিরোদেশে স্থাপিত। এই মাঙ্গলীয় দ্রব্যের যেন কোন অবমাননা না ঘটে। যাও কাল! আজ হ'তে ছদ্মবেশে আমার পরম ভক্ত শুকের অনুসঙ্গী হও। আজ অসীম কালসাগরে একটী ভক্তি-পুষ্প ভেসে চলো, যেন এই ভক্তি-পুষ্প জগতের জীবকে অমিয় সৌরভ বিস্তার ক'র্তে পারে।

কালপুরুষ। হে অনাদিরত্ন! কালসাগরে পুষ্প ভাসমান বটে, কিন্তু দেখো নারায়ণ! যেন আবার তোমার লীলাতরঙ্গে সে পুষ্প নিমজ্জিত না হয়। দর্পহারিন্! যেন কালের দর্প পুনরায় চূর্ণ না করেন। এক্ষণে প্রণাম করি।

সকলে। ত্বমেক শরণ্যং ত্বমেক বরেণ্যং ত্বমেক শরণং ব্রজ।
নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে পুরুষোত্তমঃ॥ (প্রণাম)।

নারদ। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হ'লো তো! এক্ষণে চ'লুন।

কৃষ্ণ। এস নারদ!

সকলে। হরিবোল হরি!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অচ্ছোদ সরোবর।

মদ্যপানোন্মত্ত চন্দ্রায়ণ ও যোগসিদ্ধির প্রবেশ।

চন্দ্রায়ণ। পাষাণ্ড, ভণ্ড, দুর্দ্দণ্ড, মুণ্ড, অর্ব্বাচীন, বর্ব্বর, মতিচ্ছন্ন, বুজ্‌রুক! আবার হরিনাম! ফের হরিনাম! চোপ্‌রাও, খপরদার!

যোগসিদ্ধি। বেটা শিকাধারী চৈতনওয়ালা গাড়র বৈরাগী বেটারা, চালে কাক ব'স্‌তে দেবে না বটে! চোপ্‌রাও—হুঁসিয়ার—আবার, ফের, গোল করে—চোপ্‌রাও।

চন্দ্রায়ণ। ওরে যোগসিদ্ধি! বেটা আস্তিকওয়ালারা বড্ডই জ্বালালে যে বাবা! বেটারা চারিদিকেই উৎপাত আরম্ভ ক'রেচে! এদিকে হরিনামের ঠক্‌ঠকানি, ও দিকে হরিনামের গুজ্‌গুজনি! বেটারা যেন হরির কোট্‌না! মার্ বেটাদিগে।

যোগসিদ্ধি। চন্দ্রায়ণ! চন্দ্রায়ণ! ভাণ্ডে কিছু আছে, দে তো বাবা! আমার বড় খোঁয়ারি ধ'রেচে! চার্ব্বাক, গেল কোথা বল্‌দেখি! বাবা, একরকম মজার সুখেই আছি। নাস্তিক ধর্ম্ম বড় মজার ধর্ম্ম! আমাদের গুরুর হুকুম, প্রাণ যা চায় তাই কর! প্রাণ খোলা ময়দান বাবা! দে, কি আছে দে।

চন্দ্রায়ণ। ওরে যোগে! চল্‌ আজ নন্দার ঘরে যাই।

যোগসিদ্ধি। না বাবা, সেখানে আর যাচ্চি না; সে এঁড়ে ব্যাসের কে গাঁ গাঁ চীৎকার শুন্‌তে যাবে বাবা! তার চেয়ে চ, ঐ গাছ-টার তলায় ব'সে মদ খাই গিয়ে! আজ যত বৈরাগীর দল এখান

দিয়ে যাবে, সব বেটাদিগে এক এক ভাণ্ড মদ খাইয়ে ছেড়ে দোব।

চন্দ্রায়ণ। আজ বৈরাগীর খাপ বেরুবে বাবা! শুনিস্‌নি—সেই এঁড়ে ব্যাসের মেগের একটা ষোল বছরের ছেলে পেট থেকে বেরিয়েচে!

যোগসিদ্ধি। অঁ্যা অঁ্যা ষোল বছরের ছেলে! অঁ্যা ষোল বছরের ছেলে! হাঃ হাঃ (হাস্য)।

চন্দ্রায়ণ। শুন্‌চি, যত গাড়ুর বৈরাগী আজ সে ছেলে দেখ্‌তে ছুটেচে! আজ তারা দলে ভারি। ঐ শোন্ হরিনাম; এ—ও চোপ্‌রাও, খপরদার!

যোগসিদ্ধি। তা হোক্ বাবা, এখন চল্, গুরু চার্ব্বাক না আসা পর্য্যন্ত, ঐ তালগাছটার তলায় ব'সে মদ খাই গে! কাছ দিয়ে যে হরিনাম ক'রে যাবে, মার্‌বো গিয়ে লাঠি! মাথার খাপ্‌রা ভেঙে দোব! এ—ও, চোপ্‌রাও।

চন্দ্রায়ণ। চোপ্‌রাও—

[প্রস্থান।

দেববালাগণের প্রবেশ।

১ম দেববালা। তপস্বিনি! এই সেই অচ্ছোদ সরোবর। এই সেই প্রেমের দ্রবীভূত-মূর্ত্তি,—আনন্দের বিকসিত তরঙ্গ। তপস্বিনি! অচ্ছোদের কাল জল কত নিবিড় কৃষ্ণ কালিমময় দেখ! আবার যেমন কাল, তেমনি শীতল! পুণ্যতপা ঋষিগণ এই জলে স্নান করেন। ঐ দেখ, মহাপুরুষ শুকদেব বিষ্ঠামূত্র-শোণিত-ক্লেদযুক্ত দেহে মাতৃগর্ভ হ'তে ভূমিষ্ঠ হ'য়েই, বানপ্রস্থে যাবার জন্য অচ্ছোদের পবিত্র জলে পূত হ'চ্ছেন।

২য় দেববালা। চল তপস্বিনি! আমরাও অচ্ছোদের জলে স্নান ক'রে, পরম গোস্বামী মহাত্মা শুকদেবের চিত্তমনোহর সুন্দর পবিত্র-কান্তি একবার দর্শন করি।

১ম দেববালা। এস তপস্বিনি! আমরা সকলেই পুণ্যতোয়া অচ্ছোদ-জলে অবগাহন ক'রে, আজ সাধুদর্শনে আমাদের দেবীজীবনও পবিত্র করি গে। (উলঙ্গ হইয়া সরোবরের জলে স্নান)।

তীর্থনামধারী কালপুরুষের প্রবেশ :

তীর্থ। শুধু দেবীজীবন কেন দেবি! অদ্য জাহ্নবী-সলিল যে দেশ, যে স্থান দিয়ে প্রবাহিত হবে, সেই দেশ, সেই স্থান—এমন কি ত্রিভুবনেরও জীব-জীবন পবিত্র হবে। কাল! তুমি আজ সার্থক! অন্য কারণে নয়, তোমার অসীম বক্ষঃসমুদ্রে ঐ যে একটী প্রস্ফুটিত ভক্তিপুষ্প ধারণ ক'রেচ, এতেই তুমি সার্থক! আর যে তুমি দেবগণের আদেশে তীর্থনামে মহাত্মা শুকদেবের সহিত বন্ধুত্ব ক'র্‌তে বাসনা ক'রেচ, এতে তুমি সার্থক নও। অনন্ত জগতের অনন্তকোটী জীব রে! একবার তোদের অনন্ত চক্ষুঃ খুলে দেখ্, আজ কালের হৃদয়ে কি অপূর্ব্বরত্ন! বিষ্ণুর বক্ষঃবাঞ্ছিত কৌস্তুভ কি এত জ্যোতির্ম্ময়! তাহ'লে বহুদর্শী মহাত্মা ভৃগু কেন সে কৌস্তুভে পদাঘাত ক'র্‌বেন? দেখ্ রে একবার ভাল ক'রে অনন্তচক্ষুঃ বিস্তার ক'রে দেখ্! ঐ সেই রূপসাগরের সোণার-কমল! কি অপূর্ব্বভাবে ঢল ঢল ক'র্‌চে দেখ্! একাগ্রতায়—তন্ময়তায়—বিশ্বের সমতা সংযোজনে পলক নাই রে! ঐ দেখ্, সেই স্তিমিতলোচন! কোন্ ভাব-বিলাসে—কোন্ সমাধি-সৌন্দর্য্যে দুটী আঁখি আজ বিভোর! ঐ শোন্‌রে—বীণা বাজ্‌লো।

আমার বাটী জীবালয়। লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে থাকি; লোকের বুকে বুকে থাকি। শুধু তা নয় গো, বনে বাগানেও থাকি। আমি ছাড়া জগৎ নাই, আর জগৎ ছাড়া আমি নই। হাঁগা, তুমি ন্যাংটো কেন? বাপ মা ঘরকন্না ছেড়ে, বনে এসেচ কেন?—কোথায় যাবে গা?

শুকদেব। বালিকা! তুমি নিশ্চয়ই মায়া।

যোগমায়া। তাই যদি হই, তাতে তোমার কি হ'লো? আমি মায়া আছি, মায়া আছি। তাতে তোমার ক্ষতিবৃদ্ধি কি? আচ্ছা, আমি নয় মায়া হ'লাম, কিন্তু তুমি কি মায়াছাড়া? ওমা! তুমি বুঝি মায়া ছেড়েচ? তাই বুঝি আমারই ভয়ে পালাচ্চ?

শুকদেব। তাই মা—তাই! আমি তাই সংসারাশ্রম পরিত্যাগ ক'রে বানপ্রস্থে যাচ্চি।

যোগমায়া। বা! আমার ভয়ে বানপ্রস্থে যাচ্চ! আর আমি বুঝি সেখানে যেতে পারি না! আমি জীবের মনের চেয়ে বেশী ছুট্‌তে পারি। আচ্ছা, তাই নয় হ'লো, কিন্তু ন্যাংটো কেন?

শুকদেব। (স্বগতঃ) বালিকা যেন অন্তর্য্যামিনী। যাই হোক্, বালিকা নিশ্চয়ই মায়া! তা না হ'লে আমার হৃদয় এই ক্ষণমাত্রেই এত বিচলিত ক'র্‌বে কেন? (প্রকাশ্যে) মা, কোন মায়ায় আমি আবদ্ধ থাক্‌ব না ব'লে তাই উলঙ্গ হ'য়েচি। তবে আসি মা!

যোগমায়া। বেস! তা তুমি যখন আমায় চাও না, তখন আমিই যাচ্চি, তা তুমি অত ভয় পাচ্চ কেন? বলি সন্ন্যাসীঠাকুর! বস্ত্রের মায়া ক'র্‌বে না ব'লে ন্যাংটো হ'য়েচ, কিন্তু মনের বস্ত্র ত পরা আছে, তাকে আগে ন্যাংটো কর, তার পর এ সব ক'র্‌লেই তো ভাল হ'তো।

শুকদেব। আমার হৃদয় আকর্ষণ ক'রচে। বালিকে! কে তুমি? আমি আর থাকতে পারি না। আসি—(গমনোদ্যত)।

যোগমায়া। না, না, ভয় নাই। আমিই পালাচ্চি, কিন্তু দেখ সন্ন্যাসী ঠাকুর! তুমি আমায় ছেড়ে যাও, আমি কিন্তু তোমা ছাড়া নই।

[প্রস্থান।

শুকদেব। তাই তো কি মোহ! হরি হরি—পথ দাও নাথ!

(গমনোদ্যত)।

তীর্থ। চল ব্যাসকুমার! আমাকেও তোমার অনুচর কর। যে দেশে তুমি যাবে, আমিও সেই দেশে যাবো।

শুকদেব। কে তুমি? কোথায় আশ্রম? নাম কি?

তীর্থ। আমি দেবকুমার। আশ্রম যত্র তত্র। নাম তীর্থ। আমি সংসার-তাপে অতিশয় ক্লিষ্ট।—আমাকে পশ্চাৎসঙ্গী কর।

শুকদেব। সত্যই তুমি দেবকুমার! তোমার দেহ স্বর্গীয় লক্ষণ-পূর্ণ। আমার দেশ অতি দুরারোহ! সাবধান, যেন পদস্খলন না ঘটে। এস, ধীরে ধীরে পদবিক্ষেপ কর।

[উভয়ের প্রস্থান।

দেববালাগণ। গীত।

চারু ধরণী'পর, চারু পুরুষবর, চারু মানসহর,
চাহিয়ে চলিয়ে যায়।
চারু মোহনহাস, চারু মধুরভাষ, চারু অনিল-কোলে,
চারু চিকুর খেলায়॥

শুকদেবের প্রবেশ।

শুকদেব। গীত।

আর মায়ার ভবে আস্‌বোনা ব'লে আমি লুকিয়ে
ছিলাম মার কোলে।
যে দেশের মানুষ আমি যাবো সেই দেশে, আয়
তোরা হরি ব'লে॥
যে' দেশে নাই স্বার্থ-হিংসা-বিবাদ-কলহ, কলত্রের
মায়া-মোহ, এসেচি সে দেশ হ'তে এ ধরাতে—
খেল্‌তে খেলা খেলার খেলা খেলা খেলে যাব চ'লে॥
এ দেশের মানুষগুলো বড়ই বালাই, হায় বেহুঁশ
সদাই,
ভাবেনা শেষের গতি, মন্দমতি, বিষয়রসে সদাই,
ভাসে—সদা থাকে কোলাহলে॥

পশ্চাতে বালিকারূপিণী যোগমায়ার প্রবেশ।

যোগমায়া। গীত।

কোথা যাও নবীন-সন্ন্যাসি।
কথা কও মুখ তুলে চাও হবে কেন বনবাসী॥
ভুলেছ আপন ভুলে, চ'লেছ আপন ছলে, মিছে কেন
মায়া ব'লে, কর তারে বৃথা দোষী।
এস দেখি এই দুজনে, খেলা করি আপন মনে,
কেমন তোমার নাই হে প্রাণে, বৃথা ভালবাসাবাসি॥

যোগমায়া। ও মা, ও কি গো. তুমি ন্যাংটো কেন গো? হাঁ গা সন্ন্যাসীঠাকুর! তুমি কোথায় যাবে?

শুকদেব। কে তুমি মা পূর্ণানন্দময়ী বালিকে! কে তুমি মা?

যোগমায়া। বেস! তুমি আমায় চেন না?

শুকদেব। তোমায় ত কখন দেখি নাই মা!

যোগমায়া। সত্যি কথা ব'ল্‌চ?

শুকদেব। সত্যই মা।

যোগমায়া। তুমি চোখ্‌ চেয়ে আছ, না চোখ্‌ বুজে আছ?

শুকদেব। কেন মা! আমি তো চক্ষুঃ মেলেই আছি।

যোগমায়া। চোখ্‌ চেয়ে আছ? তবে ত দেখেছ? ছিঃ! মিথ্যা কথা কি ব'ল্‌তে আছে?

শুকদেব। মিথ্যা ত বলি নাই মা! সত্যই আমি তো তোমায় কখন দেখি নাই?

যোগমায়া। তবে যে ব'ল্‌চ চোখ চেয়ে আছি; তবে তোমার এ কেমন চোখ্‌ চাওয়া গো?

শুকদেব। যদি তাই বল মা, তাহ'লে এই ক্ষণমাত্র তোমায় দেখ্‌চি।

যোগমায়া। ক্ষণমাত্র কেন গো? তুমি চোখ্‌ চেয়ে কি একবারও সংসার দেখ নাই?

শুকদেব। তা দেখেচি বৈ কি মা?

যোগমায়া। তবে তুমি আমায় অনেকক্ষণ দেখেছ! চিন্‌তে পারচ না? হাঁগা সন্ন্যাসীঠাকুর! এস না, এইখানে তোমার সঙ্গে একটুকু খেলি!

শুকদেব। প্রফুল্ল কোমলকুসুমা-বালা তুমি কে?

যোগমায়া। এখনও বুঝি চিন্‌চ্‌ না? ঠাকুর! তবে পরিচয় দি শোন;

চারু অচ্ছোদ-জলে, চারু মূরতি খেলে, চারু-সমীর আসি,
চারু তরঙ্গ দোলায়,
চারু চরণ দুটী, চারু কমল ফুটি, চারু সৌরভ তার
চারিদিকে ছড়ায়॥

দ্রুতপদে ব্যাসের প্রবেশ।

ব্যাস। ঐ যায়—ঐ যায়। পুত্র, পুত্র—কোথা যাও! একবার দাঁড়াও।

দেববালাগণ। গীত।

ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ! কে আসে ঐ, সরমে মরি সই,
অবলার কুল-মান রাখিতে পারি কৈ,
সরমে বসন ঢাক, হে যোগি থাক থাক,
নারীমান রাখ রাখ, ওমা লাজে ম'রে যাই॥

ব্যাস। কে আপনারা দেবীপ্রতিমা অলোকললামভূতা সুন্দরি! দেখেচ কি—সৌন্দর্য্যের একখানি অকৃত্রিম ছবি, বাসন্তী-চন্দ্রমাবৎ নীলপাদপাবলম্বী লতিকাকুঞ্জের শীতল ছায়া দিয়ে—এইক্ষণমাত্র চ'লে গেল! হায়! কি আশ্চর্য্য! একি বৎসেগণ! আমায় দর্শন ক'রে এত লজ্জিতা হ'চ্চ কেন মা! অবগুণ্ঠনের জন্য এত ব্যস্ত হ'চ্চ কিসের জন্য? আমি বৃদ্ধ, কালের চক্রে আমার ইন্দ্রিয়াদি সকলই ক্ষীণকান্তি ধারণ ক'রেচে। মা, লজ্জিতা হ'য়ো না, আমি কন্যানির্ব্বিশেষেই আপনাদিগকে পরিদর্শন ক'রচি! কি আশ্চর্য্য! সকলেই যে অবগুণ্ঠনবতী হ'য়ে উপবেশন ক'রলেন। এ কি বিড়ম্বনা! আমি দূর হ'তে দেখ্-

লাম যে, যখন আমার বসনবিহীন উলঙ্গ পূর্ণযুবক পুত্র ওঁদের সম্মুখ দিয়ে গমন ক'র্‌লে, তখন এই সব যুবতীগণ উলাঙ্গিনী থেকেও, তাকে বিন্দুমাত্র সম্ভ্রম ক'র্‌লেন না; আর আমি অতি বৃদ্ধ;—ওঁদের পিতৃ-বয়োসীমাও অতিক্রম ক'রেচি, তথাপি আমাকে দেখে এত ব্রীড়ামুখী,—সঙ্কুচিতা কেন? ধন্য রমণী, ধন্য তোমরা কুহকিনী! তোমরা রাক্ষসী, তোমরাই মোহিনী। ব্যাস বেদ বিভাগ ক'র্‌তে পেরেচে, কিন্তু দুর্ভেদ্য রমণী-চরিত্র এখনও বিভাগ ক'র্‌তে পারে নাই।

১ম দেববালা। জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ! শুধু রমণী-চরিত্র কেন উল্লেখ ক'র্‌চেন, দুর্ভেদ্য পুরুষ-চরিত্রও কি আপনি বিভাগ ক'র্‌তে পেরেচেন? ভাল মন্দ সকলেরই র'য়েচে। যেমন রমণী রাক্ষসী বটে, আবার তেমন মোহিনীও বটে; তেমনি পুরুষ—সাধুও বটে, আবার তস্করও বটে। ঊষরক্ষেত্রে কি কণ্টকীলতা জন্মগ্রহণ করে না? আবার পঙ্কিল-সলিলে কি পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় না? মহাভাগ! যে সমুদ্রের নাম রত্নাকর—বহু দুর্মূল্য রত্নের আলয়, সেই রত্নাকরেই জীবঘাতী ভীষণ শত্রু হাঙ্গর কুম্ভীরের বাসভূমি! যে ভুজঙ্গে গরলের সৃষ্টি, সেই ভুজঙ্গেই মণির উদ্ভব! তবে আপনার ন্যায় জ্ঞানীর চক্ষে সেই রমণী-চরিত্র এত বিস্ময়াবহ যে কি জন্য, তা ব'ল্‌তে পারি না। তপোধন! আরও শুনুন, আপনার পূর্ণবয়স্ক যুবকপুত্রদর্শনে যে আমাদের লজ্জা হ'লো না, আর আপনাকে দর্শন ক'রে যে লজ্জা হ'লো, এর কারণ কি? মহাত্মন্! আপনার পুত্র মানবরূপী হ'লেও মরধামে সাক্ষাৎ নরদেবতা। তিনি জীবন্মুক্ত মহাযোগী পরম গোস্বামী। সে মহাপ্রভুর ত স্ত্রী-পুরুষ ভেদাভেদ জ্ঞান নাই। তাঁর পবিত্র নির্ম্মল আত্মা সর্ব্ব-

ভূতে সমভাবাপন্ন। তিনি যোগীর যোগীশ্বর, প্রেমিকের প্রেমেরগুরু, কাঙ্গালের ধন। যে যে ভাবে তাঁকে দর্শন করে, সেই মুক্ত মহাপুরুষ সেইভাবে তার বাসনা পূর্ণ করেন। তাঁর নিকট উলঙ্গ কি বৎস? আমরা উলাঙ্গিনী হ'য়ে, সেই উলঙ্গ মহাপুরুষকে বক্ষে রাখ্‌লেও তাঁর দৃষ্টি কখন নিম্নগামিনী হবে না। যাঁর হৃদয়রাজ্যে কামক্রোধাদির স্থান নাই, তাঁর রাজ্যে রমণীর লজ্জা কি?

২য় দেববালা। কিন্তু আপনি সংসারী! আপনার হৃদয় পার্থিব কলুষিতায় পরিপূর্ণ! আপনার স্ত্রী-পুরুষ ভেদাভেদজ্ঞান সম্পূর্ণ র'য়েচে, আপনি ঘোর মায়ায় অন্ধ! আপনার দৃষ্টিশক্তি নাই! আপনার জ্ঞান মৌখিক। এই তো প্রত্যক্ষই দেখ্‌লেন, আপনার বস্ত্রহীন উলঙ্গ পুত্রের সম্মুখে আমরা উলাঙ্গিনী হ'য়ে, তাঁর চারু কমনীয় মূর্ত্তি দেখ্‌তে ছিলাম! কিন্তু আপনাকে দেখে অবগুণ্ঠনবতী হবার কারণ কি ব'ল্‌চেন, আপনার সহিত বাক্যালাপেও আমরা সঙ্কুচিত হ'চ্চি। বৎস! আমাদের লজ্জার কারণ কি শুন্‌লে? আবার বলি ব্যাস! পুত্রের সহিত আপনার তুলনার সমালোচনা হয় না। একদিকে অমিয় স্বর্গ, অন্যদিকে বিষ্ঠাময় নরক। একদিকে নন্দনের পারিজাত, অন্যদিকে সাহারার কঙ্করজাত কণ্টকীলতা! একদিকে স্ফুটনোন্মুখী ভাববিলাস শ্যামসুন্দরপত্রচ্ছায়া, অন্যদিকে অশান্তির বিষ-মার্ত্তণ্ডের ভীষণরশ্মি! ব্যাস! পশ্চাৎবর্ত্তী হও, পুত্রান্বেষণে কোথায় যাচ্চো? এ পুত্র তোমার নয়! মানবের ঔরসে এরূপ দেবপুরুষের উৎপত্তি সম্ভবে না। বৃথা আমার পুত্র ব'লে, সংসারে একটি উপহাসের স্তম্ভ স্থাপন ক'রূচ

কেন? যাও, পশ্চাৎবর্ত্তী হও! এস তপস্বিনি! আর পার্থিব-ধামে কলুষমূর্ত্তিদর্শনে প্রয়োজন নাই।

[দেববালাগণের প্রস্থান।

ব্যাস। অ্যাঁ, দেবী-প্রতিমা ভাবসৌন্দর্য্য-সরসীর স্বর্ণকমলগুলি সকলেই অন্তর্দ্ধান হ'লেন! আমার সন্তানশোকবিস্মরণীয় বৈরাগ্যের মধুময়ী-মূর্ত্তি! হা দেবি! অজ্ঞ ব্যাসকে প্রকৃতিস্থ কর;—দারুণ পুত্রশোকের সান্ত্বনা দাও। হা পুত্র! হা পুত্র! কে বলে পুত্র পিতার আনন্দক্ষেত্র! এ যে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড! সংসারের পুত্রবান্ পিতা, তোমরাই জেনেচ, পুত্র কি ভয়ঙ্কর! কিন্তু অপুত্রক, তোমরা বিদ্রূপের বিষাক্ত তীব্রবাণে পুত্রবানের কুসুম-কোমল হৃদয় বিদ্ধ ক'র্‌তে তো পশ্চাৎপদ হবে না! কিন্তু দেখ, ব্যাসের যোগহৃদয় আজ কি অবস্থায় পরিণত হ'য়েচে? হা পুত্র! হা পুত্র! হৃদয় যে বিদীর্ণ হয় রে! সে অনস্ফুরিত, অস্ফুট তীব্রযন্ত্রণা যে বর্ণনায় হয় না! তা অব্যক্ত! অতি বিষম! সাক্ষাৎ স্বর্গগত মরণশীল জগতের অমর পুরুষ পুরু-ষোত্তম মহাত্মা দশরথ! আহা দুর্ভাগ্য—এই পুত্রশোকের অসহ্য তাড়নায় কি তুমি, ইহলোকের সেই সুখময় ফুলশয্যা ত্যাগ ক'রে, "হা রাম হা রাম" ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে সকল সাধের খেলার শেষ ক'রেছিলে? আহা! তখন ভাবি নাই, পুত্রশোকে আবার মানবের মৃত্যু হয়? মনে ক'র্‌তাম—ইহা বোধ হয় ভারতের সজীব কবির অমানুষী কল্পনা-বৈচিত্র্য। কিন্তু সেই অমানুষী কল্পনা এখন ব্যাসের হৃদয়ে প্রত্যক্ষরূপিণী। হা পুত্র! হা পুত্র! তুমি কোথায়? শুক রে! কোন্ অসুখে তুমি তোমার পিতা-মাতার অমৃতময় ক্রোড়রাজ্য ত্যাগ ক'রে বনবাসী হ'লে? বল,

বল, শুক আমার কোথায়? অনন্তবাহু বিস্তারি তরু বল বল, আমার সুখময় শুক কোথায়?

গীত।

আমার শুকের সনে সুখ গেল গো কৈ সে আমার সুখশশী।
কোন্ অসুখে মনোদুখে হ'লি রে বাপ বনবাসী ॥
এমন কি পেয়েছিস্ ক্লেশ, তাই ধরিলি সন্ন্যাসীর বেশ,
করিলি সংসারে দ্বেষ, হ'লিনা রে কোন প্রয়াসী ॥
বল্ রে তরু বল্ রে লতা, আমার দূর কর্‌রে প্রাণের ব্যথা,
বল্ সে আমার আছে কোথা, একবার তারে দেখে আসি ॥

বল বল, কান্তিবিকাশিনী বনশোভিনী লতিকে! আমার প্রাণের শান্তিময় প্রাণধন শুক কোথায়? বল বল, অচ্ছোদ সরস! ব্যাত্যান্দোলিত তরঙ্গের স্বরে বল বল, আমার দরিদ্র গৃহস্থের অবলম্বন জীবন-গৌরব শুক কোথায়? ঋষিকুলধ্যেয় আমার প্রাণের শুক কোথায়? (রোদন)।

দ্রুতপদে আরুণির প্রবেশ।

আরুণি। গুরো! বল বল, সংসারে আনন্দ কোথায়?

ব্যাস। কেন বৎস! অত্য ভাববিহ্বলে জ্বালাময় সংসারে আনন্দের অনুসন্ধান ক'র্‌চ?

আরুণি। যদি সত্যই এ জ্বালাময় সংসার দাববহ্নিবিশেষ হয়, তা হ'লে দুর্ভাগ্য আরুণিকে এ জন্মের মত বিদায় দিন্! আমি এ সংসারে আর থাক্‌বো না। গুরো! পদে ধরি, আমি এ সংসারে আর থাক্‌বো না।

ব্যাস। কেন বৎস! এত অধীর হ'চ্চ? এত অল্প সময়ের মধ্যে তোমার এতাদৃশ চিত্ত বিকলতার কারণ কি হ'লো! এ দগ্ধাশ্রমের একটী নবীন সরস তরু, কে আবার তাকে দগ্ধ ক'র্‌তে অগ্নি প্রদান ক'র্‌লি রে!

আরুণি। গুরো, গুরো! আপনাদের ঐ অশ্রুই অনাথ আরুণির সংসারের জ্বালাময় দাববহ্নি! ও অশ্রু নয়, ঐ অশ্রু-আকারে জ্বলন্ত অনল! ঐ জ্বলন্ত অনল আজ আশ্রমাভ্যন্তর হ'তে চতুর্দ্দিকে লক্ লক্ ক'র্‌চে! ও অশ্রু-আকারে সাক্ষাৎ গরল, ঐ প্রত্যক্ষ গরল আজ নৈমিষারণ্যের বৃক্ষ লতা পল্লব পশু পক্ষী কীট মানব যাবতীয় চেতন অচেতন উদ্ভিদ পদার্থে উন্মাদিনী ক্রীড়ার সহচর মৃত্যুকে আহ্বান ক'র্‌চে। ও অশ্রু নয়, ঐ অশ্রু-আকারে আগ্নেয়াদ্রির ধাতু-সংবলিত উষ্ণস্রাব; ঐ উষ্ণস্রাবে আজ পবিত্র আশ্রমক্ষেত্র পরিপ্লাবিত। গুরো! অশ্রু সংবরণ করুন; আর আপনাদের চক্ষের জল দেখ্‌তে পারা যায় না। কুটিরেও অগ্নি! অচ্ছোদের শীতল তীরে এলাম, এখানেও অগ্নি! সেখানে মুমূর্ষুপন্না গুরুপত্নীর অশ্রু! আর এখানে গুরুর অশ্রু! তবে এই অনাথ যুবক আরুণির স্থান কোথায় গুরো! তাই বলুন? এতো হ'লো বাহ্যদৃশ্য, আবার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের ভীষণ চিত্র আরও ভীষণ! আরও ভয়াবহ! হায় গুরো! বহুআশার সেবিত বিটপী আজ কোথায়! আপনিই তো ব'লেছিলেন, "আরুণি, আর কিছু দিন অপেক্ষা কর, এবার তোমায় আর অধিক দিন একা নির্জ্জনে অবস্থান ক'র্‌তে হ'বে না। তোমার শৈশবসহচর উপস্থিত প্রায়।" গুরো! পিতঃ! এতদিনের পর সেই শৈশব-সহচরকে আজ যৌবনে পেয়েও আবার

হারালাম! (রোদন)। আজ সেই প্রাণের নিধির জন্য আমার চিরানন্দময়ী জননী পীবরীর দু'নয়নে শ্রাবণের বারি-ধারা ঝ'র্‌চে! গুরো! পুজ্যপাদ পিতৃতুল্য গুরো! আপনার যোগ-উৎফুল্ল মুখখানি যেন বিষাদের পূর্ণ অমাবস্যার তমসাকার ধারণ ক'রেচে। (রোদন)।

ব্যাস। বাৎসল্যের জীবন্তমূর্ত্তি! রোদন ক'রো না। (অশ্রুমোচন)।

দ্রুতপদে নন্দার প্রবেশ।

নন্দা। ও মা, মা কোথায় গেলেন গো! ও মা, কাঁচা পোয়াতি এত কান্নার পর আবার কি চলাফেরা ভাল? তাইতো, কি সর্ব্বনাশের পর আবার কি সর্ব্বনাশ হয় দেখ! মহর্ষি! মহর্ষি! মা কোথায়?

আরুণি। কেন মা! আপনি যে মার সেবাশুশ্রূষা ক'র্‌ছিলেন, এই আমি দেখে এলাম?

নন্দা। পোড়ারমুখী নন্দার যে মরণ নাই বাবা, যাজ্ঞিক ঋষির ছেলে-গুলো এসে ছুঁয়ে ফেল্লে, তাই সর্ব্বনাশী আমি স্নান ক'র্‌তে গেছ্‌লাম,—এসে দেখি, মা কুটীরে নাই। যাজ্ঞবল্কের স্ত্রী ব'ল্লে, "হা পুত্র হা পুত্র ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে, সে হতভাগিনী অচ্ছোদের দিকে ছুটেচে।" আমি অমনি পেছুনে পেছুনে ছুটে আস্‌চি, পথে কোথাও ত দেখ্‌তে পেলাম না!

অরুণি। হা সর্ব্বনাশি! সর্ব্বনাশ ক'রেচিস্‌! তবে কি মা আমার আর জীবিতা আছেন? এতক্ষণ বোধ হয়, সেই দেববালা পুত্র-শোকে "হা শুক হা শুক" ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে নরলীলা সাঙ্গ ক'রেচেন! মহর্ষি, চলুন চলুন। ভগবান আর রোদনেরও অবসর দিলেন না।

ঝঞ্ঝার সঙ্গে সঙ্গেই বজ্রপাত হ'লো। গৃহদাহের সঙ্গে সঙ্গেই গৃহস্থের ধন-রত্ন পুড়ে ভস্মসাৎ হ'য়েচে। মা! চল চল, মা আমার কোথায় কি অবস্থায় আছেন, দেখি গে চল।

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

ন্দা।ন চল্ বাবা, ও মা এমন কাল-ছেলে কেন পেটে আসে মা! এই ছেলে আবার মা বাপের পোড়া পেটে চারটি ভাত দেয় না গো।

[প্রস্থান।

্যাসব। কোথায় যাবো! আর কি সেই রত্ন-হারা ভুজঙ্গিনী আপনার জীবনগত মণিকে হারিয়ে জীবিতা আছে! কি যে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘ'টেচে, ব্যাস তা দিব্য-নয়নে সবি দেখ্‌তে পাচ্চে! হা পুত্র! হা পুত্রস্নেহময়ী পীবরি! তোমরা ত সকলেই যথাসময়ে স্ব স্ব স্থান গ্রহণ ক'র্‌লে, কিন্তু এ অনন্ত পৃথ্বীধামে আমার স্থান কোথায়! (রোদন)।

আরুণি। (নেপথ্যে) গুরো! শীঘ্র আসুন, শীঘ্র আসুন—এই উড়ুম্বরতলে মা আমার মূর্চ্ছিতা আছেন।

নন্দা। (নেপথ্যে) আহা! সোণার কমল গো—মহর্ষি! শীঘ্র আসুন, শীঘ্র আসুন। আমরা মাকে তুল্‌তে পাচ্চি না!

ব্যাস। অ্যাঁ! আছে, জীবিত আছে! পীবরি! পীবরি! তুমি জীবিত আছ? আমার আশ্রমের দেবী, মর্ত্ত্যের লক্ষ্মী, ব্যাসের যোগাসনের যোগেশ্বরী প্রাণপ্রিয়া পীবরি কৈ? কোথায়? কোন্ পথে? আরুণি! আরুণি! কৈ?—কোন্ পথে?

[বেগে প্রস্থান।

ঐকতান-বাদন।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কুরুজাঙ্গাল।

শুকদেব ও তীর্থনামধারী কালপুরুষ আসীন।

শুকদেব। ভাই তীর্থ! এই সেই গঙ্গাযমুনার অন্তর্ব্বেদীর উত্তরভাগস্থিত কাননময় ভূমি। এই পবিত্র স্থানের নামই কুরুজাঙ্গাল। এইস্থানই আমার যোগসমাধির প্রশস্ত ক্ষেত্র। এই পবিত্র ভূমি জীবশূন্য কোমল উদ্ভিদ পদার্থে পরিপূর্ণ। শোক তাপ মায়া জরা আধি ব্যাধি প্রভৃতি সংসারের কোন মায়াময় ভৌতিক পদার্থের এস্থানে অধিকার নাই। নিত্য-শান্তি-মেখলায় এই আশ্রম নিরন্তর পরিবেষ্টিত। এই স্থান সাধু-ঋষিগণেরও অনধিগম্য! এই আমার উৎকৃষ্ট আশ্রম।

তীর্থ (হাস্য)।

শুকদেব। কেন ভাই তীর্থ! আমার আশ্রম দর্শন ক'রে হাস্য ক'র্‌লে?

তীর্থ। হাস্য এলো, তজ্জন্যই হাস্‌লাম ব্যাসকুমার!

শুকদেব। না ভাই তীর্থ, সত্যের অপলাপ ক'রো না; আমার আশ্রম দেখে, নিশ্চয় তোমার ভাবান্তর উপস্থিত হ'য়েচে! সত্য বল তীর্থ! কেন হাস্‌লে?

তীর্থ। ব্যাসকুমার! হৃদয়ের ভাবান্তরই আমার হাস্য বটে! তুমি ব'ল্লে, এই বনভূমি আধিব্যাধিপরিশূন্য নিত্য-শান্তিতে পরিপূর্ণ;

এতেই আমার হাস্য এলো। কেননা, শোন ব্যাসকুমার! তোমার এই বনপূর্ণ ভূমি কি সত্যই নিত্যভূমি! এই নয়ন-তৃপ্তিকরী শ্যামলাসুন্দরী কানন-কান্তি কি জগতের আদি-ধ্বংস-কাল-ব্যাপিনী!—এর কি লয় নাই? হায় ব্যাসকুমার! এই অনন্ত সৌন্দর্য্যময় জগৎ যে নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল!—আজ যে স্থানে মদমত্তা প্রলয়ঙ্করী বেগবতী স্রোতস্বিনী ঐরাবতের গতিশক্তিকে পরাজিত ক'রে, উন্মাদিনীর ন্যায় খল খল অট্টহাস্যে প্রবাহিতা, কাল সেই স্থান কালের অপরিমেয় অক্ষুণ্ণ ক্ষমতাপ্রভাবে কর্কর-বালুময় মরুভূমিতে পরিণত হ'চ্চে! আজ যে স্থানে উন্নত তুষারাভ্রবিভেদী সুবিশাল মহীধর অনন্ত গর্ব্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন ক'রচে, কাল সেই স্থান কালের চক্রে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে, সুগভীর অতলস্পর্শী মহাসমুদ্রে পরিণত হ'চ্চে! আজ যে স্থান জনকলহলাময় বিবিধ সৌন্দর্য্য-ঐশ্বর্য্য-শালিনী জনাকীর্ণ নগরী আনন্দের পশরা মস্তকে ল'য়ে, জগতে একটী অদ্বিতীয় অতুল আনন্দ-নিকুঞ্জ ব'লে ভ্রম জন্মাচ্চে, কাল সে কালের কুহকে শকুনি গৃধিনী কুকুর সারমেয় প্রভৃতি মাংসভোজী-জীব-নিনাদিত, দগ্ধকাষ্ঠ-অস্থিকঙ্কাল-মাংস-মজ্জাপরিশোভিত নিরাস-হৃদয় শ্মশান-ক্ষেত্রে পরিদৃশ্যমান হ'চ্চে! আবার আজ যে স্থান শূন্যপ্রাণ শ্মশান, কাল সে প্রাণারাম নগরী! আজ যেখানে শান্তি, কাল সেখানে অশান্তি! তাই বলি, মহাপুরুষ! এ সংসারে সকলি কালের হাস্য, আর সেই হাস্যে তীর্থের হাস্য। এইবার তোমার আশ্রম উৎকৃষ্ট কি নিকৃষ্ট তাই বোঝ। সত্য কি অসত্য, তাই নির্ব্বাচন কর।

শুকদেব। ভাই তীর্থ! তোমার হাস্যে আজ আমারও হাস্য এলো!

এ জগতে যাহা সত্য, তাহা চিরদিনই সত্য ; যাহা অসত্য তাহা চিরকালই অসত্য। তোমার কাল-অধীন জগৎ মায়ার প্রতিচ্ছায়া ; সুতরাং স্থায়িত্বে সে সম্পূর্ণ অসত্য, আর জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, এইটীই সত্য।

তীর্থ। তবে ব্যাসকুমার! তোমার সংসার-ত্যাগের কারণ কি ?

শুকদেব। সংসার, মায়ার অধিকারভুক্ত ; মায়া অসত্য, সেই মায়ার সংসারে অবস্থান ক'র্লে, সেই অসত্য হৃদয়ে আমূল বিদ্ধ হয়। সেই আমূলবিদ্ধ অসত্যময় হৃদয়ে কখন সত্য বস্তু সহজে ধারণা করা যায় না, তাই আমার সংসার-ত্যাগের কারণ।

তীর্থ। মহাপুরুষ! মায়ার সংসার অসত্য বিবেচনা ক'রে, সত্য বস্তুর আরাধনা ক'র্লেই তো সে ভয়ের হস্তে পরিত্রাণ পেতে!

শুকদেব। ভাই তীর্থ! সংসর্গেই মোহের বিস্তার। আমার জৃম্ভন উঠ্লেই তোমার জৃম্ভন আসে, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। আমার হৃদয়ের দুঃখের সাকারমূর্ত্তি অশ্রু-আকারে যখন দরদরধারে প্রবাহিত হয়, তখন তোমার হৃদয়ের মর্ম্মতন্ত্রীতে কেন আঘাত লাগে ভাই ? সেই সংসর্গ-ত্যাগের জন্যই আমার সংসারত্যাগ। একদিকে মায়ার মধুময়ী কল্পনামূর্ত্তি পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী, অন্যদিকে সেই মায়ার আপাত-মনোরম কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যের চারুমোহন ছবি! সবই অসত্য, অথচ সে সংসর্গদোষে সত্য ব'লে তাদের মোহেই পতিত হ'তে হয়। তাই ভাই তীর্থ! সেই পাপ-সংসর্গত্যাগের জন্য আমার সংসারত্যাগ। ভাই তীর্থ! আমি যখন মাতৃগর্ভে ছিলাম, তখন কোন হৃদয়বতী মুনিপত্নী মাতার নিকট উপবেশন

ক'রে, একটী মধুর সংগীত গান ক'রেছিলেন, শোন ভাই তীর্থ! সঙ্গীতটী কি ভাবের তরঙ্গে গঠিত—

মোহ সোণার পাতায় গড়া মোহ-পদ্ম ফুল, সখি রে পদ্ম ফুল,
সেই রূপ-পরাগে অন্ধ হ'য়ে ছোটে অলিকুল, সখি রে মানব-অলিকুল।
কেউ সে পদ্ম তুলে, বুকে ধ'রে আছে ভুলে, কেউ কাণে পরচে দুল,
কেউ আমার ব'লে পাগল হ'য়ে দেখ্চে জগৎ ভুল,
সখি রে দেখ্চে জগৎ ভুল।

ভাই তীর্থ! সংসার, মোহের আবরণে আবৃত! এই মোহের জন্যই আমার সংসারত্যাগ! এই কুরুজাঙ্গাল জীববিহীন মায়া-শূন্য ভূমি; তাই ভাই! যোগসমাধির জন্য আমি এইস্থান নির্দ্দেশ ক'রেচি। এস তীর্থ!—

দিন গেল ভাই নাই রে বেলা ফুট্লো ঝিঙে ফুল,
ব'স্লো পাটে স্যিঠাকুর দুলিয়ে রাঙা চুল।
উঠ্লো জ্ব'লে আকাশকোলে হীরার দীপ তারা,
রইলো প'ড়ে মাঠের মাঝে ভ্রান্ত পথিক যারা।
আয় রে আয় আয় রে ছুটে গান গাই রে আয়,
দোল্দোলাদোল্ প্রাণটা দুলে কদম গাছের ছায়।
বাজ্লো বাঁশী রাই ব'লে গো ছুট্লো ধেনুকুল,
ভাবের ভরে দোল্ খেয়ে গো কাঁপ্লো কদমমূল।
বাজ বাজ্রে বাজ্রে বাঁশী বাজ বাজ্রে বাজ,
মায়া ছেড়ে যোগ-আসনে শুক ব'স্লো আজ।

(যোগে উপবেশন)।

তীর্থ। যোগি! তোমার যোগাসনের আর প্রয়োজন কি? যে ভাব-যোগে তোমার প্রাণ দোদুল্যমান, সে যোগে আর তোমার

যোগাসনের আবশ্যকতা কি আছে? যখন কালের হাসি, আজ তোমার যোগে অশ্রুরাশিতে পরিণত হ'য়েচে, তখন এ অশ্রু প্রেমের পরিপুষ্টি, সন্দেহ নাই। ব্যাসকুমার! সত্যই জান্‌লাম, তোমার চিত্তের ধ্রুবমতায় তুমি যে মায়া আর কাল হ'তে সম্পূর্ণ পৃথক্ থাক্‌বে, ইহা নিশ্চয়। কাল আজ তোমার পবিত্রযোগে ধন্য ও সার্থক! আহা যোগি! সঙ্গে সঙ্গে এত চিত্তস্থিরতা! এ যে মুহূর্ত্তে অর্দ্ধ-সমাধি-পূর্ণ। ক্রমে অঙ্গের জ্যোতিঃ দ্বিগুণ। আমরি মরি! ভাবের দোলায় মহাপুরুষ মধ্যে মধ্যে রোমাঞ্চিত-পুলকিত হ'চ্চেন! অমনি জ্যোতিঃ দ্বিগুণ! কাল! তোমার বক্ষঃ-সমুদ্রে আজ কি অতুল ভক্তিপুষ্প সৌরভ বিস্তার ক'র্‌চে, দেখ্‌চ কি? এইস্থানে উপবেশন কর, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সৌরভ আঘ্রাণে মাতোয়ারা হও। (কালের উপবেশন)।

বনবালকগণের প্রবেশ।

গীত।

আতপ-তাপে তাপিত বঁধু রবি কর বরিষণ
আর ক'রো না।
ভাঙি তমাল পাতা, গ'ড়েছি ছাতা, প্রাণবঁধুর
মাথায় ভাই ধর না॥
তুলি কোমল কিসলয় থর, গ'ঠেছি চামর অতি নধর,
ধীরে ধীরে সখা বীজন কর, যেন ফুলকায়
হাওয়ার ঘায় বাজে না॥

দুগ্ধপাত্রহস্তে পালনপুরুষের প্রবেশ।

পালনপুরুষ। (স্বগতঃ) ভাবমঞ্চে সমাধি-আসনে বৈষ্ণবের চূড়ামণি—
পরম গোস্বামী ব্যাসপুত্র শুক আজ ব'সেছেন ধ্যানে।
সমাধির আনন্দ শয্যায়, প্রভু আনন্দে খেলায়,
গোবিন্দ গোবিন্দ বলি নিত্যানন্দ স্মরণে পুলকে প্রাণ
নাচে অনিবার! প্রেমের তরঙ্গ উছলিত বদন-সাগরে।
মরি মরি কিবা তন্ময়তা!
গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত আদি ষড়ঋতু,
সমভাবে যাইছে বহিয়া, তবু প্রভু নিশ্চল নীরব।
মরি মরি কতকাল কাটিবে এরূপে?
নাহি খাদ্য পানীয় আহার, বায়ুমাত্র সেবন প্রভুর,
আহা বাঁচে কি মানব-প্রাণ তাহে!
হেরি স্থির থাকিতে নারিনু—
হায় কেন প্রভু সৃজিল আমারে রজঃগুণে!
হায় কেন প্রাণ কাঁদে পরদুঃখে!
সদা অশ্রু কেন ঝরে পরের কারণ!
(প্রকাশ্যে) এই যে তীর্থনামধারী শ্রীকালপুরুষ!
ভাই রে! কি তোর কঠিন হৃদয়!
কতদিন তোর কাছে শুকদেব স্বামী
না করি আহার অবিরত রত যোগধ্যানে;
তবু কি পরাণে লাগে না আঘাত তোর?
কাল রে! যোগধ্যান কর্ ভঙ্গ,
চাঁদমুখে ঢালি দুগ্ধ, বাঁচাই প্রভুরে।

তীর্থ। (হাস্য)।

পালনপুরুষ। কাল, ঐ হাসি তোর চিরকাল!
ঐ কালহাসি, একদিন পাতাল উদ্যানে
বিলাসীর স্তম্ভরূপী শুম্ভ নিশুম্ভের
সুখের প্রফুল্লবাসে—সহসা নাচিল—এক প্রলয়রূপিণী,
জবা-মাল্য-বিভূষিতা রণ-উন্মাদিনী শ্যামানারী।
ঐ কাল-হাসি, একদিন স্বর্ণ-কিরিটিনী লঙ্কা—
অনুপম সৌন্দর্য্যের ধ্বজা, তারে পলকে পলকে
করিল ভস্মের শেষ।
ঐ কাল হাসি, অযোধ্যায় আনন্দের দুর্গোৎসবে—
সপ্তমীর দিনে করিল রে মহানিরঞ্জন!
কোথা রাম হবে রাজা, গেল বনবাসে।
তাই বলি কাল! আর কালহাসি হাসিস্‌নে রে আর।

তীর্থ। শোন হে ব্রাহ্মণবেশী পালনপুরুষ!
এই হাসি ধ্বংসের কারণ,
পুনঃ এই হাসি সৃজনের বিকচ কমল।
এই হাসি উত্তানপাদের নারী ল'য়ে গেল বনে,
এই হাসি তথা দিল তারে পুত্র ধ্রুবধন,
এই হাসি সুনীতিরে ঝরাইল আঁখি-নীর,
এই হাসি তারে আনি সিংহাসনে করিল স্থাপন,
এই হাসি—দীন-দুঃখ, এই হাসি রাজ-সুখ,
এই হাসি—দীন রাজা, এই হাসি রাজা দীন।
এ হাসির সারতত্ত্ব যেবা বুঝিয়াছে ভাই,
সেই জন এ হাসিতে কম্পিত নহেক কভু!

সুখ দুঃখ তার কাছে উভয় সমান।
শোন পালনপুরুষ! কেন হও দুঃখিত অন্তর,
জগৎ পালনে তোমার উদ্ভব! পালহ জগৎ ভাই!
ভয় নাই অনাহারী শুকদেবে!
ভয় নাই, ধ্বংস নাহি হবে তাঁর!
কৃষ্ণ-নামামৃত-পানে প্রভু আপনি বিভোল!
উদর পূরিত তাঁর, ক্ষুধা তৃষ্ণা গিয়াছে রে দূরে।
তবে তব সাধ যদি গোস্বামীরে
স্বীয় করে করাইতে দুগ্ধপান, তবে রহ ক্ষণকাল,
সমাধির ভঙ্গকাল করহ প্রতীক্ষা।
পূরাবেন বাঞ্ছা বাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তজনে।

পালনপুরুষ। কাল! হাসিও না ভাই!
এই ভাবে জগৎ পালন মোর!
পালনের তরে ফিরি দ্বারে দ্বারে!
প্রভু, ভৃত্যে যদি করে অর্থ দান,
মনে ক'রে প্রভু আমা হ'তে ভৃত্য হ'তেছে পালন।
কিন্তু এ ভব-সংসারে, কে কারে পালন করে?
ভ্রম তার, পালনের ভার মোর।
ভ্রান্ত, মোহমদে করে অহঙ্কার।
আহা, হের কাল! প্রভুর শরীর,
নাহি বাহ্য জ্ঞান—
ভাবঘোরে থমকে থমকে কম্পিত হ'তেছে দেহ!
ইচ্ছা করে পদে নত হই।
আহা, কতক্ষণে চন্দ্রমুখে দিব পয়ঃ আমি।

আহা, হের কাল! এতক্ষণ হেরি নাই,
আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!
বন্যশিশু যত মিলিয়া এখানে
অন্তরাল হ'তে, তাপ নিবারিতে,
কেহ ধরিয়াছে মাথে ছত্র,
কেহ ঘর্ম্ম নিবারিতে
ধরিয়াছে পত্রের গঠিত ব্যজনী করেতে,
কেহ যোগকষ্ট বিমোচনহেতু
প্রভুর পার্শ্বেতে ঘোরে! অলক্ষিত সব ভাব।
আমরি আমরি!—
আহা যোগ-প্রাণ অদ্ভুত! অদ্ভুত!
আহা রে বালক, কে তোরা রে—
তোদের ও প্রাণ ভাবে ডোবা!

[বনবালকগণের প্রস্থান।

তীর্থ। থাক্ ভাই, নিজ কর্ম্মে সবে ঘোরে
কাজ নাই কারো কার্য্য বিঘ্নে কভু।

পালনপুরুষ। থাক্ ভাই! আহা, হের হের কাল,
যোগমঞ্চ টলিয়া উঠিল,
কাঁপিল কাঁপিল যেন প্রশান্ত সলিল,
হ'লো হ'লো ধ্যান-চক্ষু উন্মীলন!
বুঝি সমাধি হইল ভঙ্গ প্রভুর আমার।

তীর্থ। একপার্শ্বে রহ।

শুকদেব। একটী পদ্মফুল,
ভাস্‌ছিল মোর হৃদয়-সরসে, ডুব্‌লো অতল জলে,

তোল্‌রে তীর্থ ভাই, যতনের নিধি প্রাণের ধন,
বুঝি গেল আমায় ছলে!

গীত।

কোথায় গেলে হে, গেলে হে, দেখা দিয়ে কোথায়
লুকালে।
এই সে যমুনাজল, এই সে তমালতল,
বল বল প্রভু আমার কোথায় মিশালে॥

পালনপুরুষ। প্রভু!

শুকদেব। কে আপনি?

পালনপুরুষ। আগন্তুক ব্রাহ্মণ।

শুকদেব। আসুন আসুন, আমার আশ্রম পবিত্র হ'লো। দাস চরিতার্থ হলো, দীনের পরম সৌভাগ্য।

পালনপুরুষ। অগ্য সাধু-মূর্ত্তি-দর্শনে, এ আগন্তুকও চরিতার্থ হ'লো।

শুকদেব। কৃতার্থ, কৃতার্থ, দাস কৃতার্থ! সংসার-বীতশ্রদ্ধ বৈরাগীর নিকট আগমনের উদ্দেশ্য কি মহাত্মন্! বলুন, দরিদ্রসাধ্য সম্মানের ক্রটী হবে না।

পালনপুরুষ। প্রভু অতিশয় যোগক্লিষ্ট! কিঞ্চিৎ দুগ্ধ প্রদানের জন্য। যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করেন, এ দাস তা হ'লেই ধন্য হয়।

শুকদেব। ব্রাহ্মণ! আমি বাতাহারী। ষোড়শবর্ষ মাতৃগর্ভে অবস্থানই আমার এইরূপ অভ্যাস। কিন্তু আপনার নিকট পূর্ব্ববাক্যে আমি আবদ্ধ হ'য়েছি, সুতরাং দিন, আপনার প্রদত্ত দুগ্ধ আমি সাদরে গ্রহণ ক'র্‌চি।

পালনপুরুষ। (দুগ্ধ প্রদান)। দীন কৃতার্থ হ'লো! আপনি দুগ্ধ পান ক'রুন, আমি এই যোগাশ্রমে আপনার দুগ্ধপান পর্য্যন্ত অপেক্ষা করি।

[অন্তরালে প্রস্থান।

শুকদেব। ভাই তীর্থ! তুমিও একটু পান কর।

কালপুরুষ। না ব্যাস-কুমার! বিন্দু দুগ্ধে না পূরিবে আমার উদর!
শোন ভাই! এ দগ্ধ উদর, কত সাগর ভূধর,
কত কুটীর প্রাসাদ কত ধনরত্ন
অক্ষয় ভাণ্ডার করিতেছে গ্রাস,
তবু না আকাঙ্ক্ষা মিটিতেছে তার।
তবে বিন্দু দুগ্ধে কি হবে আমার ভাই!
ব্রাহ্মণের অনুরোধহেতু তুমিই করহ পান।
(শুকদেবের দুগ্ধপান)।

শুকদেব। ভাই তীর্থ! দেখ দেখ, কে আসে স্থবির এক,
আহা দরদরে ঝরে অশ্রু শ্রাবণের ধারাসম!
সুধাও উহারে, কি হেতু ব্রাহ্মণ কাঁদে!

ব্যাসের প্রবেশ।

ব্যাস। যাই কোন্ পথে!
নিবিড় তামস-জাল ছেয়েচে স্নেহের পথ,
যাই কোন্ পথে?
কুসুম-আবৃত-তরু কণ্টকী-লতায়
বেড়িয়াছে হায়, শ্বাপদ-সঙ্কুল ভূমি!
ভ্রমি আমি "হা পুত্র হা পুত্র" বলি,

প্রতিধ্বনি অমনি শুনিয়া "হা পুত্র হা পুত্র" বলে।
সুধাই যাহারে সেই কহে ঐ কথা,
তবে যাই কোন্ পথে!
যাই কোন্ পথে?
বিস্মৃতির স্বপনের দোলা, বিভ্রমের অনিলে দোলায়,
স্বপনের ছবি স্বপনে মিশায়,
ক্ষণেক উদয়, ক্ষণেক বিলয়,
ক্ষণে ক্ষণে পড়ে মনে, রুদ্ধ করে গমনের পথ!
যাই কোন্ পথে, যাই কোন্ পথে—
চারিধারে রোদনের স্বর তোলে দিগঙ্গনা,
পার্শ্বেতে যমুনা বিষাদ-মলিনা কাঁদে নিরন্তর,
যেন মোর পুত্র শোকে "হা পুত্র হা পুত্র" বলি
কল কল নাদে। যাই কোন্ পথে!
"হা পুত্র হা পুত্র" কোথা তোরে পাই,
প্রতিধ্বনি করে নাই নাই নাই!
কোথা যাই কোথা যাই, যাই কোন্ পথে!
যাইবার নাহি কভু পথ!
কুটীর আশ্রমে নাহি যেতে পারি,
তথা শোকাতুরা পাগলিনী নারী—
অন্ধা হ'য়ে "হা পুত্র হা পুত্র" ক'রে,
এই যায় এই যায় জীবন তাহার;
তবে যাই কোন্ পথে!
ওরে তরু লতা, বল তার কথা,
পুত্র মোর কোথা—কোথা সেই পিতৃ-মাতৃঘাতী!

কোথা সেই অধর্ম্মী সন্তান,
কোথা সেই নাস্তিকপ্রধান ?
তবু পড়ি তাহার মায়ায়,
তবু তার ছবি হৃদয়ে খেলায় ;
আকর্ষণে তবু আসে মোহ,
তবে যাই কোন্ পথে ?
এই যে, শুক রে আমার, নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর !
এতই পাষাণে প্রাণ বেঁধেচিস্ তুই ?
ধন্য রে বৈরাগ্য তোর ! বৈরাগ্যের স্মৃতি-স্তম্ভ তার—
পিতৃ-মাতৃ-নাশ ! ভাল কীর্ত্তি রাখিলি জগতে !
তবু প্রাণ তোর স্নেহে মজে !
ওরে রে কিরাত !
চল্ একবার আশ্রম-মাঝারে,
চল্ চল্ দেখিবি রে দস্যুবৃত্তি তোর !
আহা পাগলিনী তোর সে গর্ভধারিণী,
"হা পুত্র হা পুত্র" ক'রে জীবন্মৃতপ্রায়।
মরণের কালে চায় একবার দেখিবারে।
হা পুত্র ! কর্ত্তব্য তব করহ পালন।

গীত।

একবার দেখা দিতে চল্‌রে যাদু তোর জননী রে।
হারায়ে মণি ভুজঙ্গিনী, যেমন হয় রে উন্মাদিনী,
তেম্‌নি তোমা বিনা মণি, সে অভাগিনী রে ॥
সে যে অতি সুখিনী রে, ভাসিত যে সুখ-নীরে,

কোন দুঃখ সহেনি রে, কোন দুঃখ দেখেনি রে,
এখন তো বিনে সে দুঃখিনী রে, ভাসে সদা দুঃখ-নীরে।

শুকদেব। তীর্থ! চল ভাই, ঘটিল জঞ্জাল,
আসিছে মোহন-মোহ পিতার আকারে,
মাতার আকার পুনঃ চায় দেখাইতে
গলে দিতে পাপ-ফাঁস!
দিবে গলে, চল চ'লে, পালাও পালাও,
অহো কিবা ভয়ঙ্কর! তীর্থরে আমায় বাঁচাও।
(আলিঙ্গন)।

তীর্থ। না ব্যাসকুমার! পিতামাতা প্রত্যক্ষদেবতা,
তুমি যদি ঘৃণা কর তারে,
তবে এ সংসারে কে করিবে পিতামাতাপূজা?
মোহময় সংসার-আবাস, প্রেমময় তেমনি আবার!
প্রেমময় বিভুর মূরতি সাকারে জনক-মাতা।
হে ব্যাসকুমার! হেন পিতামাতা নহে কভু ভয়ঙ্কর!
শান্তিমূর্ত্তি সৌম্যরূপ হের জনকের।
ক্ষমা লও শ্রীপদে তাঁহার।

শুকদেব। (প্রণাম) পিতঃ! ক্ষম মোরে, অধম সন্তান আমি
ক্ষমি মোরে, বলিও না যাইতে সংসারে।
সেই পাপবাস—অভিলাষ-মাখা,
স্বার্থ-দ্বেষ-কলহ-নিচয়ে পোরা।
সংসর্গ-রাক্ষস—ফিরে দ্বারে দ্বারে, ঘোর হুহুঙ্কারে।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য—

এই ষড়রিপু সেই অভিনয়-গৃহে প্রধান নায়ক।
অভিনয় কিরূপ সুন্দর, দেখ পিতঃ ভাবি মনে!
সেই পাপধাম হিংসার আলয়,
ভাল কারো না পারে দেখিতে,
পরমন্দে সদা রত জীব।
কেন পিতঃ! বিষে পোড়াইতে জ্বালার সংসারে,
সন্তানেরে ল'য়ে যেতে সাধ? পুত্রস্নেহ এই কি গো?
হা পিতৃপ্রাণ—হা ধিক্ সংসারি!
এই পিতৃপ্রাণ এত স্নেহময়?—
এর মোহে এতই বিভোল সংসারের নরনারী?

ব্যাসদেব। শুক! মায়াময় এ সংসারধাম জানি আমি,
জানি আমি সংসারের সুখ দুঃখ যত,—
জানি আমি সংসারের অভিনয়-ক্রীড়া।
কিন্তু বাপ! না মানে বারণ এ অবোধ মন,
স্নেহের কারণ শুধু।
মহামায়া যাদুমন্ত্রে ভুলায়ে রেখেছে সবে।

শুকদেব। তাই পিতঃ! মহামায়ারাজ্য হ'তে আমি সম্পূর্ণ পৃথক্।
ষোড়শ বৎসর তাই থাকি গর্ভবাসে, ল'য়েচি দারুণ ক্লেশ।
পরে মায়াশূন্যা হইলে ধরণী,
আসিলাম মায়াশূন্য-ধামে যোগহেতু।

ব্যাস। শুক! বুঝিতেছি সব, কিন্তু রে নিষ্ঠুর!
মাতা তোর মুমূর্ষু তো বিনে।
এতক্ষণে আছে কি না নাই!

শুকদেব। কেন পিতঃ! মহাজ্ঞানী হ'য়ে,

মোহের ছলনে ভ্রান্ত নিজে,
পরে কেন ভ্রান্ত করিবারে চাও?
সংসারের পিতামাতা সংসারের কথা।
পিতামাতা ভ্রাতা সংসার-উদ্যানে সাজান বিটপী,
অজ্ঞানই তার রূপে ভুলে, যায় তার স্নেহময় কোলে,
দেয় পরকালে বিষম আগুন; পরে নাহি পায় স্থান!
বল দেখি পিতঃ! কে কোথায় অনন্ত-জীবন—
পিতৃমাতৃকোলে কাটায়েছে?
বল দেখি পিতঃ! কোথা তব পিতা?
কোথা তাঁর স্নেহ?—কোথা তাঁর স্নেহময় ক্রোড়?
তুমি কোথায়? কোথায় রাখিয়া তোমা,
কোথায় রাখিয়া স্নেহ তাঁর, গেছেন বা কোথা তিনি?
দু-দিনের লাগি স্নেহ দিয়ে মোহের শিকলে,
ভুলাইলে কিবা হবে! এইমত বলিও মায়েরে—
অনন্ত জীবন মোর, যাবে না এ ভাবে কভু!
যাহা রবে চিরদিন,
যার ক্রোড় শেষের সময় অনন্ত স্নেহের শয্যা,
সেই ক্রোড় অন্বেষিছি আমি।
পিতঃ! কর আশীর্ব্বাদ, বলিও মায়েরে,
পুত্রস্নেহ থাকে যদি তাঁর, আশীষ করিতে ব'লো।

ব্যাসদেব। ধন্য পুত্র! আর না কহিব তোরে,
সংসার-মাঝারে যেতে।
পুত্র তুই— সার্থক আমার।
আমি পিতা সার্থক আমি রে!

কিন্তু রে—সে অভাগিনী—তোর সে গর্ভধারিণী,
ষোড়শবৎসর তোরে যেবা গর্ভে করিল ধারণ,
আহা কি ব'লে তাহারে প্রবোধ দিব ?
সুধাইবে যবে এনেচ কি ঋষি প্রাণপুত্রধনে ?
কি বলে উত্তর দিব ! তো গত জীবন যার,
প্রাণপাখী প্রতীক্ষায় যার
এখনও সে জীর্ণ-পিঞ্জর করে নাই ত্যাগ,—
তারে কি ব'লে বোঝাব চাঁদ ?
কি আছে সান্ত্বনা, কি আছে সজীব ভাষা—
কি আছে মোহিনী-শক্তি এ ছার জগতে,
বুঝাব সে অভাগিরে !
যবে শুনিবে সে নারী, পুত্র তার যাবে না আশ্রমে ;
কি করিবে বামা ? শ্রবণেই ত্যজিবে জীবন।
শুক রে ! আজ সব সুখে দিনু জলাঞ্জলি !
বুঝিলাম, ব্যাসের আজি রে
সংসারের লীলা হ'লো উদ্‌যাপন।
থাক যোগধ্যানে, বৈরাগ্যের দাস পুত্র,
যোগেশ্বর হরি করুন কল্যাণ তব।
আমি নরাধম ব্যাস, কাঁদি তাই পুত্রতরে,
কেবা পুত্র কেবা পিতা,
মায়া-অন্ধ আমি, ক'রে মরি আমার আমার !
কিন্তু—শ্মশান-বৈরাগ্য সংসারীর।
চিতাবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল, বৈরাগ্য আসিল,
নিভাল অনল, অমনি ফুরাল সকল,

আসিল অমনি মায়া মধুরা মোহিনীবেশে !
ব্যাস ! ধিক্ ধিক্ পিতা তুই !
পিতা তুই নস্, পুত্রে পিতা কর আজ ;
যাই যাই—
কিন্তু কি ব'লে বুঝাব প্রিয়ারে।

[প্রস্থান।

শুকদেব। ভাই তীর্থ! রক্ষা হ'লো! তোমায় ব'লেছিলাম ভাই! মোহেই মোহের বিস্তার। দেখ্‌লে তো, তোমারও দুটী চক্ষুঃ ছল ছল ক'র্‌ছিল। আমারও পিতার রোদনে প্রাণ বড়ই কাতর হ'য়েছিল। আমার শ্যামসুন্দর রক্ষা ক'র্‌লেন !

বল্ বল্ রে বদন ভ'রে আমার শ্যামের নাম,
নামের গুণে জীব-জীবনে হয় পূর্ণমনস্কাম।
কদমতলা চিকণকালা দেখ্‌রে নয়ন অই,
ফুলের তোড়া গলায় বেড়া বামে রাধা সই।
রাই জাগ গো রাই জাগ গো ব'ল্‌চে মোহন বাঁশী,
চ'ল্‌চে ধেয়ে আহিরী মেয়ে, হেসে প্রেমের হাসি।
বয় যমুনা রঙ্গে নানা, ক'রে উজানে গান,
শাখায় শাখী দেখাদেখি, ক'র্‌চে মধুর তান।
রাখালগণে ধেনুর সনে, কানাই ব'লে ডাকে,
প্রেমিক জনে প্রেমের ধ্যানে, শ্যামে আমার দেখে।

ভাই তীর্থ! চল চল ল'য়ে চল।
কাঁহা সুখ বৃন্দাবন, কাঁহা নিধুবন, কাঁহা সে যশোদা মাই।
কাঁহা সে যমুনা, কাঁহা সে তমাল তল, কাঁহা সে কানাই।

হামিরে রাখাল, কাঁহা সে গোপাল, কাঁহা সে শ্যামরাধাপ্যারী,
হামি যমুনাপুলিনে ঢুঁড়িব ঢুঁড়িব, পেখব হামারি হরি।

গীত।

জগতজন-বন্দন হে যদু-নন্দন।
যম-যন্ত্রণা-বারি হে, জগন্নাথ নারায়ণ॥
জীব-হৃদয়-রঞ্জন, যশোদা-অঙ্ক-শোভন,
যোগীর যোগারাধ্যধন, জ্যোতির্ম্ময় সনাতন॥
যমুনা-পুলিন-চারী, যোগেশ কভু সংসারী,
জ্যোতিঃ কেবা পারে হরি, জগতে করিতে বর্ণন॥

(ধ্যানমগ্ন)।

তীর্থ। এই যে পুনর্ব্বার যোগীর ধ্যানচক্ষুঃ অলক্ষিতে ভাবযোগে মুহূর্ত্তেই মুদ্রিত হ'লো! কি ভাব রে! এ ভাবের ভাব কি সংসারি! ব'ল্তে পার? সংসারে এ ভাব কি কোথায় দেখেচ? এ পুষ্প কি সংসারের বৃক্ষে প্রস্ফুটিত হয়? এ পুষ্প দুর্লভ! কচিৎ কালযোগে কালের বক্ষোত্থানে কচিৎ প্রস্ফুটিত হ'য়ে, তৎক্ষণাৎ কালের বক্ষেই লুপ্ত হ'য়ে যায়! তাই বলি, সংসারের সংসারি! কালেরও অমূল্যধন একবার যুগলনয়ন বিস্তার ক'রে দেখে লও। আর পার তো এই পুষ্পটীর মত আর একটী আদর্শ পুষ্প হ'য়ে, সংসারের আদর্শ হও। এই যে ইনি আবার কে? স্বয়ং প্রভু যে! লীলাময় স্বয়ং যে উদয় হ'লেন! বুঝি ভক্তের মনোবাঞ্ছাই পূর্ণের উদ্দেশ্য।

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণের জন্যই আমার উদয়। কাল! সত্যই অনুমান ক'রেচ!

তীর্থ। কালের অনুমান সত্য কি ইহাতে প্রভুর কোন লীলা-চাতুর্য্য আছে, কোন্‌টী সত্য; দাস তা কি ক'রে বুঝ্‌বে হরি?

কৃষ্ণ। না কাল! চিরকালই আমি ভক্তাধীন, এ তো তুমি জান? আমি ভক্তের জন্য সংসারে কি না ক'রেচি? যুগচতুষ্টয়ে দশাবতারই আমার ভক্তের জন্য। তুমিও কাল আমার ভক্তের জন্য সাকার-মূর্ত্তিতে আজ তীর্থনামধারী। আমি চিরদিনই ভক্তের প্রতি অনুকূল। আজও ভক্তের জন্য বৈকুণ্ঠ ত্যাগ ক'রে, এই জঙ্গলময় কুরুজাঙ্গালে উপস্থিত হ'য়েচি! কাল! আমি আজ অতি বিপদগ্রস্ত! তুমি সহায় হও।

তীর্থ। উত্তম, বিপদ তো আপনার চিরদিনই। কিন্তু আশ্চর্য্য হরি! চাতক চিরদিনই মেঘের নিকট জল প্রার্থনা করে, কিন্তু আজ মেঘ চাতকের নিকট জল প্রার্থনা ক'র্‌চে, এতো মন্দলীলা নয়! তাহ'লে কালের অনুমান মিথ্যা হয় নাই। পূর্ব্বেই তো ব'লেচি, এ ভক্তের জন্য উদয়, কি লীলাপ্রকাশের জন্য উদয়, কাল তা কিরূপে বুঝ্‌বে হরি! বিপদহারি! এক্ষণে আর কেন? সবই তো ধরা প'ড়েচে, এখন কি বিপদ্ উপস্থিত হ'য়েচে বলুন?

কৃষ্ণ। আহা! কাল রে! আজ আমার ভক্তমাতা পীবরীর এ জীবনের শেষদিন। এই জীবনান্তকালে একবার সে প্রাণপুত্র শুকদেবকে দেখ্‌বে, তার একান্ত বাসনা! বৎস! আমি ভক্তমাতার কাতরতায় তার নিকট উপস্থিত হ'য়ে "মা কাঁদিস্ নে, আমি তোর

পুত্রকে ল'য়ে আস্‌চি" ব'লে সান্ত্বনা দিয়ে এসেচি। কিন্তু কাল! এখন যা দেখ্‌লাম, তাতে বুঝি আমার বাক্য লঙ্ঘন হয়। আহা! পুত্রশোক-অন্ধ, পত্নীগত-প্রাণ—আমার অভিন্ন-দেহ মহর্ষি ব্যাস, অতি আশা ক'রেই শুককে আশ্রমে ল'য়ে যাবার জন্য শুকের নিকট এসেছিলেন; মদগতজীবন জীবন্মুক্ত শুক কিছুতেই সেই মোহময় সংসারধামে প্রবেশ ক'র্‌বে না ব'লে, পিতাকে প্রতিনিবৃত্ত ক'র্‌লে! তাই বলি কাল! আমার বাক্য বুঝি এতদিনের পর ভক্ত হ'তেই মিথ্যা হয়!

তীর্থ। নারায়ণ! পূর্ব্বেই তো ব'লেছিলাম, আপনি যখন ব'ল্লেন, "কাল! তোমার অনন্তবক্ষঃসমুদ্রে আমাদের সাধের প্রস্ফুটিত পদ্মকে ভাসিয়ে দিলাম, দেখো কাল! যেন এই পুষ্পটীর কোন অঙ্গহানি না হয়; আমি ব'ল্লাম ঠাকুর, আমার দ্বারায় পুষ্পটীর কোনও অঙ্গহানি হবে না, তবে নারায়ণ! দেখ্‌বেন, যেন কালের বক্ষঃসমুদ্রে তোমার লীলা-তরঙ্গে সাধের পুষ্পটী নিমজ্জিত না হয়। আপনি কিঞ্চিৎ হাস্‌লেন।" বলি হাঁ চতুর! এ চাতুরী কালের নিকট কেন?—যা ইচ্ছা হয় কর। তোমার ইচ্ছাগতি রোধ ক'র্‌তে পারে, কালের সাধ্য কি? তোমার ইচ্ছার সাকার-মূর্ত্তিই আমার কালরূপ;—আবার তোমার ইচ্ছার অনুরূপ-মূর্ত্তিই আমি তীর্থ। তবে কৃষ্ণ! পরম গোস্বামীসংসর্গে আমি অতি সুখী! শুকের কষ্টে আমি অতি কষ্টই অনুভব ক'র্‌বো! এক্ষণে যাহা ভাল বিবেচনা করেন, তাই ক'রুন।

কৃষ্ণ। না কাল! শুককে সংসারধামে প্রেরণ করা, আর তার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করান এই দুই মাত্র উদ্দেশ্য; নতুবা অন্য আর কিছুই নাই। কাল! তুমি শুকের যোগভাব অন্তর্হিত কর।

আমি একবার শুককে বোঝাই! শুক আমার অনুরোধে একবার তার মাতার জীবনান্ত-দিনে দেখা দিক্। আমার বাক্য রক্ষা হোক্।

তীর্থ। নারায়ণ! ইচ্ছার অনুরূপ কার্য্যইতো হ'য়েচে! আর কালের অপেক্ষা কেন? ঐ দেখুন! গোস্বামীর ধ্যানময় দেহ কম্পিত হ'চ্চে! আর যোগভঙ্গের অধিক সময় নাই।

শুকদেব। বঁধু রে, শ্যামশোধব মম অই উঁকি মেরে লুকায় কদম-ছায়,
হিয়ায় ধরিনু হিয়ার মাণিকে ছানিয়া মাণিক কুঁদিয়া পলায়।
কাঁহারে কানাই, রাখাল হাঁমিরে তুঁহা বদনচন্দ পিয়াসী চাতক,
কোঁহুরে নন্দলালা ব্রজ-বাস-আলা, আঁও রে তুহারে ধেয়ানে সেবক।

কৃষ্ণ। শুক! আমি তো পলায়ন করি নাই ভাই! এই তো আমি তোমার নিকটেই র'য়েচি। পদ্মচক্ষুঃ উন্মীলন কর, তোমার ধ্যানারাধ্য পদ্মপলাশলোচন শ্যামসুন্দরমূর্ত্তি নয়নভ'রে দর্শন কর।

শুকদেব। কৈ—কৈ প্রভো! আমার ধেয়ানের ধন কাঁহারে কানাই, কাঁহারে কানাই। (হস্তপ্রসারণ)।

কৃষ্ণ। শুক! তুমি আমার পরম ভক্ত। তুমি আমার দ্বাদশ রাখালের পর ত্রয়োদশ রাখাল। তুমি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ! তোমার দর্শনই আমার নিত্যানন্দ। কিন্তু বৎস! মানবজীবন অতি রহস্যময়! এই বিশ্বভূমি কর্ম্মক্ষেত্র! এখনও তোমার রহস্যময় জীবনে বিশ্ব-কর্ম্মক্ষেত্রের অনেক কর্ম্মই অপরি-

সমাপ্ত। বিশেষতঃ এখনও তোমার গর্ভধারিণী ভক্তিমতী পীবরীর ঋণ-পরিশোধ হয় নাই। সে অভাগিনী তোমার শোকে জীবন্মৃতা! একবার তাকে দেখা দাও। অগ্রে মাতৃ-পিতৃ-ঋণ পরিশোধ কর, তার পর তো পারলৌকিক কার্য্য! আমার ভক্তকে আমি এই ব'লেই উপদেশ প্রদান করি।

শুকদেব। দয়াময়—

কৃষ্ণ। আমি দয়াময় নই শুক! আমায় তোমরা দয়া ক'রে দয়াময় বল ব'লেই আমি দয়াময়! নতুবা যে স্বহস্তে গঠন, স্বহস্তে সংহার ক'র্‌তে পারে, তার মত নিষ্ঠুর সংসারে আর কে আছে? শুক! এবিষয়ে আমার দয়া কিছুমাত্র নাই। সংসারীর মাতৃ-পিতৃ-ভক্তিই মোক্ষ। তাই বলি, তুমি সংসারে যাও। ঐ দেখ শুক! তোমার মাতৃদুঃখগাথা বর্ণন ক'র্‌তে ক'র্‌তে কতিপয় বনবালক এইদিকে আস্‌চে।

পালনপুরুষ ও বনবালকগণের প্রবেশ।

গীত।

কৈ কৈ নবীন-যোগী মায়াত্যাগী, শুক-বৈরাগী কৈ রে।
তোর গর্ভবতীর দুর্গতি আজ, দেখ্‌বি চল্ ভাই রে॥
শুক শুক ব'লে, নয়নের জলে, ধরাতলে প'ড়ে হায় রে,—
কাঁদে নিরন্তর, হইয়ে কাতর, মায়ের প্রাণ বুঝি আজ যায় রে।
আয় আয় আয় আয় রে ভাই, মায়ের মরণ-কালে
একবার আয় আয় আয় রে ভাই।

চল্ চল্ চল্ চল্‌রে চল্, জনমের শোধ, একবার
দেখাদিবি চল্‌রে চল্, মাকে মা ব'লে ডাকিবি চল্,
মা মা মা ব'লে ডাকিবি চল্ ॥

শুকদেব। প্রভু! প্রভু! ক্ষমা কর। আমি অধম, ক্ষুদ্র তৃণ! তোমার লীলার স্রোতে ভেসে যাচ্ছি! পদাশ্রয় দাও!

কৃষ্ণ। কেন শুক! তুমি কি সংসারাশ্রমে একবারের জন্য প্রবেশ ক'র্‌তে চাও না?

শুকদেব। প্রভু! সেই ভয়েই আমার ষোড়শবর্ষ মাতৃগর্ভে বাস! সংসার বিষের কূপ, আর সে কূপে নিমগ্ন ক'র্‌বেন না! প্রভু! প্রভু! পদাশ্রয় দাও।

কৃষ্ণ। শুক! সংসারে তোমার এত ভয় কেন? সংসারে সুখ নাই, না শান্তি নাই? সংসার কি যথার্থই পাপের ক্ষেত্র? সংসারে কি পুণ্য নাই? সংসারই সব, সংসার সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ,—চতুর্ব্বর্গের প্রীতির স্থল। এমন কি, আমি তোমার প্রভু, আমিই স্বয়ং সংসারী।

শুকদেব। প্রভু! সংসারী? দাসকে ছলনা কেন?

কৃষ্ণ। কেন শুক! আমার বৃন্দাবন-লীলা কি জান না? সংসার-ব্রত দেখাবার জন্যই আমার কৃষ্ণাবতার! আর সংসারীকে বোঝাবার জন্যই আমার বৃন্দাবনে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই পঞ্চভাবের খেলা!

শুকদেব। প্রভু, প্রভু! দাসকে ছলনা কেন?

কৃষ্ণ। না শুক! আমার ছলনা নয়; প্রকৃত কথাই ব'ল্‌চি। তুমি আমার সে সংসার-খেলা দেখ নাই, তাই সন্দেহ

ক'চ্চ। কিন্তু আর সন্দেহ কেন? আমি আজই তোমার সে সন্দেহ ভঞ্জন ক'র্‌চি। এই দেখ, এই স্থানেই আমার সেই পঞ্চভাবের মধুর খেলা! (সহসা বনশিশু ও পালনপুরুষ মূর্ত্তি হইতে পঞ্চভাব বিকাশ)।

শুক। প্রভু, প্রভু! মোহন মধুর খেলাই বটে! সংসার-ক্ষেত্র তোমার অনুপমা মাধুরীর লীলা-ভূমি নিশ্চয়। কিন্তু দেব! আমার কতিপয় জিজ্ঞাসার বিষয় আছে! বলুন, এ ভাবের নাম কি! তার পর যে ভাবে আমার প্রাণ থাকুক্, আমি সেই ভাবেই যাবো।

কৃষ্ণ। আমি এই ভাবে পিতা নন্দের পাদুকা বহন ক'র্‌তাম, তাই এই ভাবের নাম দাস্য।

শুকদেব। অহো! এই দাস্যভাবের সুখ কি নারায়ণ! অনন্ত ব্রহ্মত্ত এমন অমূল্য-জীবন একজনের দাসত্বেই যদি অতিবাহিত হ'লো, তবে সে জীবনের সারত্ব কি? অহো! অখিল-ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি প্রভু কি না আমার, গোপ নন্দের পাদুকাবহনকারী ভৃত্য! আর দেখা যায় না! ছলনাময়! দাসের সহিত ছলনা কেন? প্রভু, পদাশ্রয় দাও।

কৃষ্ণ। বৎস! কিছুই আমার ছলনা নয়। সংসারে যা ক'রেচি, তাই তোমায় দেখাচ্চি। দেখ, এইভাবে আমি বৃন্দাবনে রাখালগণের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন ক'রে, রাখালের আধা ভক্ষ্য উচ্ছিষ্ট ফল এইরূপে ভক্ষণ ক'রেচি। শুক! আমার সংসার-বাস দেখ।

শুকদেব। প্রভু! প্রভু! কোথায় আমি? প্রাণ বড়ই কেঁদে উঠেছে। নারায়ণ! একি তোমার সংসার-যাত্রা? নীচ গোপ-বালকের উচ্ছিষ্ট ফলভক্ষণ? কেন হরি, জগতে ভক্তের প্রতি

যে তোমার ঘৃণা নাই, এই ভাব বোঝাবার জন্যই ভক্তসনে সখ্যভাবের এই কি উদাহরণ? ধিক্ ভক্ত! প্রভুকে উচ্ছিষ্ট দান!

কৃষ্ণ। শুক, তাই ব'ল্‌ছিলাম, তুমি সংসারমার্গে একবার প্রবেশ কর; নতুবা তোমার পদস্খলন হ'তে পারে। তুমি আমার সখ্য-ভাব এখনও বোঝ নাই। এই দেখ বৎস! আমার বাৎসল্য-ভাব, আমি এইভাবে মাতা যশোমতীর ক্রোড়ে উঠে, ক্ষীর সর নবনীত ভক্ষণ ক'র্‌তাম, মা আমায় এইভাবে কোলে ক'রে, খাদ্য দান ক'র্‌তেন। আহা, শুক! আমার এখনও ইচ্ছা হয়, আর একবার বৃন্দাবনে এইরূপ ভালবাসায় আর কিছুদিন কাটাই। আহা! মা আমায় অতি স্নেহ ক'র্‌তেন। শুক রে! স্বর্গেও বোধ হয় সে সুখ নাই!

শুকদেব। আবার বলুন। যে বিষম বন্ধনে প'ড়ে সংসারী আপন পরমার্থ-ধনে বিস্মৃত হয়, সেই ভুবনমোহিনী মায়ার কথা বলুন। প্রভু! সেই মায়ায় আমায় আবদ্ধ হ'তে ব'ল্‌চেন? নারায়ণ! নারায়ণ!

কৃষ্ণ। বৎস! এখনও তোমার ভেদজ্ঞান দূর হয় নাই? তার পর দেখ, এই শান্তভাব—

শুকদেব। না, না প্রভো! ও শান্তভাবে প্রাণ শান্ত হ'ল না। তার পর ঐ বুঝি প্রভুর মধুর ভাব! প্রভু, প্রভু! আমি ঐ মধুর-ভাবের কাঙ্গাল। আজ মধুসূদনের মধুর মিলন দেখে আমার উন্মত্ত প্রাণ আরও নেচে উঠ্‌লো। ঐ পুণ্যতীর্থ ভাগীরথী! আয় রে সংসারের জীব! ঐ পুণ্যতীর্থে অবগাহন স্নান করি আয়।

গীত।

ভাবময়ের ভাব দেখে গো প্রাণ নেচে উঠেচে।
বল্ বল্ মন বদন ভ'রে হরিবোল হরিবোল,
শ্যাম আমার মধুর সেজেচে॥
বামে রাধাবিনোদিনী, নীলাকাশে সৌদামিনী,
ভক্তহৃদি-বিমোহিনী মা আমার মোহিনীরূপ ধ'রেচে;
বল হরিবোল হরিবোল, শ্যাম আমার মধুর সেজেচে॥

(ধ্যান ও পঞ্চভাবের অন্তর্দ্ধান)।

কৃষ্ণ। শুক! তাহ'লে এবার তুমি আমার পরীক্ষামধ্যে অবস্থান কর। আমি তোমার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করাবার জন্য যে অনুরোধ ক'র্‌তে এসেছিলাম, আমার সে অনুরোধ রক্ষা বা আমার বাক্য রক্ষা হ'লো না ব'লে যে, আমি রোষ প্রকাশ ক'রে ব'ল্‌চি, তা নয়; আমার সকল ভক্তের প্রতি আমার এরূপ আদেশ যে, সংসার-পরীক্ষায় অগ্রে উত্তীর্ণ হও, তার পর আমায় লাভের চেষ্টা ক'র। এ সংসার-ক্ষেত্র হ'তে উত্তীর্ণ না হ'লে, আমার ভক্তের পদস্খলন হবে, তাই আমি ভক্তকে সাবধান করি। আমার এ ভালবাসার কথা। ভক্ত শুক! দেখো, তুমি পরীক্ষা না দিয়ে শিক্ষাপথে অগ্রসর হ'য়েচ, কিন্তু সাবধান যেন পথভ্রষ্ট না হও। কাল! আমি এখন চল্লাম।

[প্রস্থান।

তীর্থ। তাই তো বলি, প্রভুর লীলা না থাক্‌লে বনের মাঝে উদয় হবেন কেন? ঠাকুর ব'ল্লেন, শুককে দেখো। হাঁ হরি! কার

দেখা কাকে দেখ্‌তে ব'ল্‌চেন? হ'য়েচে, এই যে শুকের মুহূর্ত্তেই যোগভঙ্গ হ'লো!

শুকদেব। কৈ, কৈ প্রভু! কোথায় গেলে? ভাই তীর্থ! আমার প্রভু কোথায়?

তীর্থ। ব্যাসকুমার! প্রভুর আদেশে একবার কি সংসারে গেলে হ'তো না?

শুকদেব। না ভাই তীর্থ! আমায় সে অনুরোধ ক'রো না। ভাই রে! সংসারতত্ত্ব যে তুমি জান না! সে বড় ভয়ঙ্কর স্থান! সেখানে প্রবেশ ক'র্‌লে, আর বাহির হ'তে পার্‌বে না। সে স্থান ঘোর দস্যুতে পরিপূর্ণ। ভাই তীর্থ! বল বল প্রভু আমায় দেখা দিয়ে কোথায় গেলেন? প্রভু! প্রভু! ও কি ভাই তীর্থ! কে একজন ত্রিপুণ্ড্রকধারী রক্তবস্ত্রপরিহিত মহাযোগী একটী সন্ন্যাসিনীকে আক্রমণ ক'র্‌চে! ঐ আস্‌চে! কে ভাই তীর্থ!

ভৈরব ও ভৈরবীর প্রবেশ।

ভৈরবী। (উচ্চৈঃস্বরে) কে কোথায় আছ, রক্ষা কর, স্ত্রীহত্যা ক'র্‌লে! কাপালিক! আমি পরপুরুষাসক্তা নই! মিথ্যা সন্দেহে আমার জীবন নষ্ট ক'রো না! পায়ে ধরি, আমায় হত্যা ক'রো না।

ভৈরব। দুশ্চারিণি! আমি সমস্তই প্রত্যক্ষ ক'রেচি, তুই নিশ্চয়ই ভ্রষ্টা! তুই আমাকে কুহকে ভুলিয়ে যতদিন রেখেচিস্, ততদিন আমি বিশ্বাসে মুগ্ধ ছিলাম! কিন্তু ব্যাভিচারিণি! পাপ কি কখনও অপ্রকাশ থাকে? অনল কি পাংশু আবৃত থাকা সম্ভব?

আজ সমুদয় প্রচার হ'য়েচে! সত্য বল্, অদ্য দ্বিপ্রহর রাত্রিতে কার সহিত হাস্যালাপ ক'র্‌ছিলি? তুই জানিস্, এ কাপালিকের চক্ষুঃ কর্ণ বহুদূরব্যাপী ঘটনা অবগত হয়।

ভৈরবী। সত্য প্রভু! আমি ব্যভিচারিণী নই।

ভৈরব। সত্য বল্, নতুবা কাপালিকের যে শাণিত খড়্গ সাধন-সমাধির জন্য শত শত নরমুণ্ড দ্বিখণ্ড ক'রেচে, সেই খড়্গে এই মুহূর্ত্তে তোর সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত দান ক'র্‌বে! সত্য বল্, ভৈরবি! তুই কার প্রণয়প্রার্থী?

ভৈরবী। প্রভু, প্রভু—

ভৈরব। নিশ্চয়,—নিশ্চয়, তোর জিহ্বার অস্পষ্টতায় তোর কুকার্য্যের সত্যতা প্রতিপাদন ক'র্‌চে! রে কলঙ্কিনি ব্যভিচারিণি! আজ কাপালিকের হস্তে তোর আর পরিত্রাণ নাই! এইখানেই তোর রক্ত দর্শন ক'র্‌বো। (হননোদ্যত)।

ভৈরবী। (পলাইতে পলাইতে) কে কোথায় আছ, রক্ষা কর! অবলার প্রাণ যায়!

[ভৈরবী ও ভৈরবের বেগে প্রস্থান।

শুকদেব। ভাই তীর্থ! স্ত্রীহত্যা হ'লো! (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে যোগী-বেশী পাপ-মূর্ত্তি! তোর পাপ-অভিনয় আজ শুকের আজীবন-ব্যাপী তপস্যার সহিত সকলি পঞ্চভূতে বিলীন হবে।

(গমনোদ্যত)।

তীর্থ। (ধারণপূর্ব্বক) ব্যাসকুমার! কোথা যাও? তুমি সামান্য ব্যক্তিকে শাসনের জন্য তোমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বহুকষ্টের পুণ্যফল সামান্য কারণে নষ্ট ক'র্‌বে? তুমি এই না ব'ল্‌ছিলে, আমি সংসারী নই, তবে সংসারের কার্য্যে তোমার হস্তক্ষেপ কেন?

কাপালিকের পত্নী ভ্রষ্টা। তজ্জন্য সে তার স্ত্রীকে শাসন ক'র্‌চে। তা ক'র্ব্বে না? মানব-সমাজের যা রীতি, কাপালিক সেই কার্য্যেই নিযুক্ত, সুতরাং তা দেখ্‌বার তোমার প্রয়োজন কি?

শুকদেব। না ভাই! আমি সংসারের কার্য্যে দৃষ্টিপাত করি নাই! আমি দেখ্‌চি, যোগীর যোগাচরণ। ভাই তীর্থ! স্ত্রী-বিলাস—আবার স্ত্রীহত্যা কি যোগীর কার্য্য? অহো যোগি! তুমি নিজ কর্ম্মে পবিত্র পরিশুদ্ধ যোগমার্গকে পাপের পঙ্কিল জলে সিক্ত ক'র্‌লে! আমি মহা সংশয়-জালে জড়িত হ'লাম। সংসারই পাপ-অভিনয়ের ক্ষেত্র জ্ঞান ছিল, কিন্তু ভাই তীর্থ! এ আবার কি? বল তীর্থ! এ অভিনয়ের মর্ম্মার্থ ব'লে, আমার সংশয় ভঞ্জন কর। অহো যোগি! তোমার যোগপথ পাপময়, না সংসারাশ্রম পাপময়? বল তীর্থ! এর সারার্থ কি?

তীর্থ। ব্যাসকুমার! সেইজন্য প্রভু ব'লেছিলেন, তুমি একবার সংসারাশ্রমে গমন কর;—সংসার-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও। নতুবা বৈরাগ্যের পথ উৎকৃষ্ট হ'লেও, তার পরীক্ষা অতি ভয়ঙ্কর। ব্যাসকুমার! তোমার যে সংশয় জন্মেচে, সে সংশয় আমাকর্ত্তৃক ভঞ্জন হবে না। সংসার-তত্ত্বজ্ঞ মহর্ষি ব্যাস তোমার পিতা। তাঁর নিকটে যাও, সেইখানেই সকল সংবাদ অবগত হ'তে পার্‌বে। আমি এই পর্ব্বত-শিখরে অবস্থান করি; এই-খানে এলেই দেখা হবে। [অন্তরালে প্রস্থান।

শুকদেব। ভাই তীর্থ! তবে তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি চল্লাম! পিতা আমার সংশয়-ভঞ্জন ক'রুন! সংসারীর কর্ম্ম, আর যোগীর কর্ম্ম, এই দুই কর্ম্মে আমার সংশয় জন্মেচে।

[প্রস্থান।

যোগমায়ার প্রবেশ।

যোগমায়া। সন্ন্যাসী শুক! তোমার মনের তেজঃ কোথায়? বৈরাগ্যের ভাষায় না মায়ার বক্ষে? শুক! সংসারে বিষ্ণুর অভিন্ন-মূর্ত্তি এই যোগমায়ার মূর্ত্তি! তবে এই যোগমায়ার সহিত বিষ্ণুর অভেদ জ্ঞান ক'র্‌চ কেন? হাঁ শুক! সংসারে কি আমার হস্তে কারও পরিত্রাণ আছে? আমিই সংসারীর পিতা, আমিই সংসারীর মাতা, আমিই ভ্রাতা, আমিই ভগিনী, আমিই স্বামী, আমিই পত্নী, আমিই রাজা, আমিই রাণী, আমিই সংসারী, আমিই যোগী। শুক! আমায় ত্যাগ ক'রে কোথায় যাবে? যাও, আমায় তুমি ত্যাগ ক'রেচ, কিন্তু আমি তোমায় ত্যাগ করি নাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অচ্ছোদ সরোবর।

দ্রুতপদে উন্মাদিনী-বেশে পীবরীর প্রবেশ।

পীবরী। কৈ রে আমার শুক! কৈ রে আমার শুক! কৈ শুক রে—কোথা রে বাপ্ আমার! যাই বাবা! একবার আয় বাবা! ওরে ষোল বৎসর যে তোকে পেটে ধ'রেচি রে! ওরে ষোল বৎসর যে নিদ্রা যাই নাই বাপ্! চাঁদ আমার, তাই তোর চাঁদমুখ-খানি তুই একবার দেখালি না! ওগো, আমার শুক কৈ? ওগো, আমার সংসারের সর্ব্বস্ব কৈ? দাও গো!—একবার

দেখি। আর এ জীবনে কিছুই সাধ নাই গো! আমার শুককে একবার দেখাও। বাবারে! একবার আয়! একবার এসে চাঁদমুখে মা ব'লে ডাক! কৈ কোথায় গেল! চাঁদ আমার কোথায় গেল! চলে গেল! একবার মা ব'লে কেন গেল না? একবার চাঁদমুখানি কেন দেখিয়ে গেল না? তাহ'লে তো ভালই হ'তো! আমি কাঁদ্‌তাম না। আমি ভাবৃতাম না। কৈ গো—কৈ গো! বাপ্ রে! কিসের বৈরাগ্য রে বাবা! কিসে তোর সংসারে বিরাগ হ'লো? আমি পাপিনী ব'লে, তাই কি মা বল্‌বার ভয়ে, তুই ভূমিষ্ঠ হ'য়েই পালিয়েছিস্ ধন! মা ব'লে তোর কাজ নাই! নাই বা মা ব'লি! আমি নয় ব'ল্‌তাম, আমি শুকের মা নই গো, আমি শুকের মা নই। তবে তোর কিসের জন্য বৈরাগ্য মাণিক! কৈ—কৈ ধন আমার! কৈ ঋষি তো গেলেন, এখনও ত এলেন না? কৈ কৈ ঋষি—কৈ কৈ তুমি! আমার শুক এলো? আমার চাঁদ এলো—যাই যাই—কে কোথা গো—মা নন্দা যাই—(পতনোন্মুখ)।

দ্রুতপদে নন্দার প্রবেশ।

নন্দা। (ধারণপূর্ব্বক) ওমা—একি মা, কেন মা পুত্রশোকে অধীরা হ'য়ে কুটির ত্যাগ ক'রে এলে?

পীবরি। নন্দা, মা নন্দা, যাই মা, আমায় ছেড়ে দে। আর যন্ত্রণা সয় না। ছেড়ে দে মা, আমি যাই।

নন্দা। কোথায় যাবে মা? এ জগতে যাবার স্থান আর কোথায় আছে মা? তাই বলি, কোথায় যাবে মা? পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মভোগ তো ক'র্‌তেই হবে, তাই বলি, কোথা যাবে মা? কে কার

পুত্র? কে কার মাতা? কার সঙ্গে কার সম্বন্ধ? সব আপনার আপনার! কেউ কারো নয় মা! সব আপনার আপনার! সংসারী আপনার আপনার পথ দেখে। পরকে সে পথ দিতে চায় না। তবে মা, তুমি পরের জন্য কোথায় যাবে? সে পুত্র নয়, সে কালশত্রু তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রেছিল। তবে আনন্দময়ী গো! কার জন্য কোথায় যাবে মা?

গীত।

কোথায় যাবি মা, যাবি মা, আনন্দময়ি! এ আনন্দধাম
পরিহরি।
তুমি তপোবনের বনদেবী, তুমি নারীকুলের অকলঙ্কছবি॥
তুমি দরিদ্র ঘরণী, কুটিরবাসিনী, হইয়াছ রাজরাণী,
তুমি যশোগৌরবিণী, মহিমাশালিনী, অনাথজনপালিনী,
(সাক্ষাৎ দয়ারূপিণী, তুমি দরিদ্রের আশাদায়িনী)॥
মা তোর অন্তরের সাধনিচয়, অন্তরে হ'ল বিলয়,
হ'লো হরিষে বিষাদ মা তোর, বিধির বিড়ম্বনায়॥
(ও মা সুখতরু—অঙ্কুরে গো তোর,
দারুণ বজ্রাঘাতে চূর্ণ হ'লো)
হায় গো পতিব্রতা নারীশিরোমণি সতীর সাজে কি মা
এ দুর্গতি॥

নন্দা। হায় হায়! মা যে কেমন হ'য়ে প'ড়্‌লেন! মহর্ষে! মহর্ষে! হায়, হায়! তিনিও যে আজ কুটিরে নাই। তিনি যে

পোড়া ছেলেকে আন্‌তে গেছেন গো! মা—মা—ওমা, এমন হ'লো কেন মা? ঐ—যে মহর্ষি আস্‌চেন না?

বেগে ব্যাসের প্রবেশ।

ব্যাস। কৈ? কৈ? কোথায়? ব্যাসের যোগেশ্বরী কোথায়? ব্যাসের সাধনার শক্তি প্রাণেশ্বরী কোথায়?

পীবরী। নাথ! আমার শুক কৈ?—শুক কি এলো?

ব্যাস। উঃ! না প্রিয়ে কিছুতেই নয়; এত বোঝালাম, সকলই স্রোতের তৃণের মত ভেসে গেল!

পীবরী। হা—বা—বা শুক—এই কি তোর মনে ছিল? (মূর্চ্ছা)।

আরুণি ও শুকের প্রবেশ।

আরুণি। পাষাণমূর্ত্তি! একবার- হিরণ্ময়ী-মূর্ত্তি দেখ! মরুভূমি! একবার মানস-সরোবর দর্শন কর! যোগি! দেখ্‌তে পাচ্চ কি? তুমি ধ্যানযোগে কঠোর সাধনে তোমার ধ্যানময় কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখ্‌লেও দেখ্‌তে পার, কিন্তু এই পবিত্র জগতে একটী স্থিতি-রূপিণী লোকললামভূতা অনুপমা সৌন্দর্য্যের গরবিণী দেবী-প্রতিমাকে কি তোমার চর্ম্মচক্ষেও দেখ্‌তে পাচ্চ? ও মূর্ত্তি নরা-ধমে দেখ্‌তে পায় না। যে মানবের মধ্যে মানব, যে যোগীর মধ্যে যোগী, সেই ঐ মূর্ত্তি অন্তরে বাহিরে নিরন্তর দর্শন করে। ঐ সেই মূর্ত্তি মর্ত্ত্যে বিভুর মাতৃময়ীমূর্ত্তি! সন্তানের আরামময়ী মূর্ত্তি! ঐ রে নিষ্ঠুর, তোর কঠোর আচরণে সেই স্নেহরস-বিকসিতা লতিকা নিদাঘে কিরূপ পরিম্লানা জীর্ণা বিবর্ণা হ'য়েচে দেখ্‌! (রোদন)।

শুকদেব। পিতঃ—পিতঃ—সংশয় ভঞ্জন ক'রুন।

ব্যাস। কে রে—তুই—দস্যু! কে রে তুই? এসেচিস্! নির্দ্দয়, কিরাত! চণ্ডাল! এসেচিস্? বাপরে আমার! আয় আয়! সাধ্বি! সতি! জীবিতা আছ? বাসনা পূর্ণ কর। মা নন্দা—প্রাণাধিকার চৈতন্য সম্পাদন কর মা! মৃত্যুকালে তার বহুকষ্টের পুত্রকে একবার সে দেখে যাক্। আয় বাবা শুক, তোর অভাগিনী গর্ভধারিণীর কাছে আয়। পীবরি! আমাদের ঐহিকের সুখ—শুক এসেচে! সতি! লও, প্রাণের পুত্রকে স্নেহের কোলে লও!

পীবরী। কৈ গো—আমার শুক কৈ? বাবা আমার, এসেচিস্? মা ব'লে মনে পড়েচে? আয় রে মাতৃঘাতী বালক—আয় রে; তোকে একবার পোড়া কোলে নি আয় বাপ্! (ধারণ)।

নন্দা। মা, মা, অমন ক'রে উঠ্‌বেন না। একে দুর্ব্বলশরীর, তাতে ওঠাপড়া ক'র্‌লে যে মূর্চ্ছা যাবেন মা। (ধারণ)।

পীবরী। না মা নন্দা, ছেড়ে দে। আমার আর কি! আর তোদের কিছু ভয় নাই। সিংহী তার শিশুকে কোলে পেয়েচে,—আর ভয় কি মা? নন্দা, এই নারীজাতির স্বর্গ। এই সোণার মুখ দেখ্‌লে, জননী—স্বর্গসুখকে অবহেলা করে। বাবা রে! পোড়া দুঃখিনী মাকে কি এমন ক'রেই ছেড়ে যেতে হয় বাপ! (মূর্চ্ছা)।

আরুণি। ওমা—ওমা কি হ'লো গো! মা যে কেমন হ'য়ে প'ড়্‌লো! আহা, মা বুঝি ইহলোক ত্যাগ ক'র্‌লেন! পুত্রশোক-বিধুরা বুঝি পুত্রমিলনে, আনন্দের তরঙ্গে আপনার আনন্দময় জীবন ভাসিয়ে দিলেন! মা, মা, দেখ্‌চেন কি! মাকে ভাল ক'রে ধরুন! (সকলে ধারণ)।

নন্দা। তাইতো গো, কি হ'লো! মহর্ষি! আপনি মার মুখে গঙ্গা-

জল দিন্। তারকব্রহ্ম নাম ব'লুন গো, মা আর বুঝি নাই !

সকলে। গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম ! হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে।

পীবরী। না—না—এখন হয় নাই, তবে হ'য়ে এসেচে। বাবা শুক ! কৈ রে—বাপ্ আমার ! (হস্তাকর্ষণ)। আরুণি ! বাবা আমার, শুককে তোকে দিয়ে গেলাম ! দেখিস্, তুই আমার শুকের বড় ভাই। ছোট ভাইকে দেখিস্ বাবা ! না—আর—পারি না ! কথা কইতে বড় কষ্ট হ'চ্চে ! বাবা—শুক—বাবা—আরুণি—আমায় তোরা ধ'রে তুলতে পারিস্ ? আমি একবার দাঁড়াব, দাঁড়িয়ে অচ্ছোদের তীর আজ ভাল ক'রে দেখ্‌বো !

আরুণি। মা ! মা ! আপনি দণ্ডায়মান হ'তে পারবেন ?

পীবরী। পারবো ! কেন পারবো না ? তোমরা একটু ভাল ক'রে ধ'রলেই পারবো। বাবা শুক ! তুই আমার মস্তক ধারণ কর্। (আরুণি ও শুক কর্ত্তৃক পীবরীর মস্তকধারণ) এই দেখ্ দেখি, কেমন আমি দাঁড়াতে পারলাম না ? আহা—অচ্ছোদ ! তোমার শোভা দিন দিন বাড়্‌চে ! আমারও সুখ তোমার মত দিন দিন বাড়্‌চে ! আজ আমার পুত্র এসেচে, অচ্ছোদ তোমার শোভার চেয়ে, আজ আমার শোভা অধিক হ'য়েচে ! আমার দুই দিকে দুই পুত্র! সম্মুখে কন্যা আর ধ্যানের দেবতা অভীষ্টদেব স্বামী ! আমার শোভা আজ কত দেখ দেখি ! মা নন্দা, আমায় আল্‌তা পরিয়ে দিলি না, সিন্দুর এনে সীমন্তে দিলি না, রক্তবস্ত্র দিলি না ? বেটি, শীঘ্র সব এনে দে না ! ও মা ! আমার এ আনন্দে তোরা আনন্দ ক'রে সাজিয়ে দিবি না মা ? ঐ দেখ্ দেখি, স্বর্গ হ'তে কত আয়তি লক্ষ্মী কেমন সাজে সেজে আমায় কোলে নেবার জন্য হাত বাড়াচ্চেন ! ঐ যে মা ! দেখ্‌তে

পাচ্চিস্ নে? ঐ যে মা, আয়তি রাণীরা মাথায় সিন্দূর প'রে, পায়ে আল্‌তা দিয়ে, অনন্ত আকাশের কোলে থেকে, স্বামীর পরমায়ু বৃদ্ধির প্রার্থনা ক'র্‌চে! যাই মা—

নন্দা। আহা, মা আমার সাধ ক'রে আজ সাজ্‌তে চাচ্চেন! আজ তোরে কি সাজে সাজাব মা! পতিমনোমোহিনি! তোকে আজ কি সাজে সাজাব মা!

গীত।

সে সাজে কেমনে সাজাব তোমারে।
সে সাজ মনে হ'লে প্রাণ বিদরে মা॥
আমি প্রাণ ধ'রে কেমন ক'রে তোমায় সাজাব মা॥
সাধের সাধ প'রে আজ তুমি জনমের তরে,
তোমার হারানিধি সুখচাঁদে ত্যজি অকাতরে,
পতি-পদ চক্ষে হেরে প্রফুল্ল অন্তরে, (কোথায় যাবিমা, হায় গো, কোথায় যাবি মা)
অন্য দিন স্ব-করে পদে অলক্তক দিয়ে,
তোমার চাঁচর চিকুর বাঁধি সীমন্ত উপরে,
সিন্দূরের বিন্দু দিতাম অতি সমাদরে,
(অভিসারিকায়, হায় গো, তোমায় স্বামীর কাছে
পাঠাইতাম) আজ কার কাছে কোথায় পাঠাব মা॥

পীবরী। মা, নন্দা! আচ্ছা, একটু পরেই সাজাস্! আর না মা, আর অধিকক্ষণ বিলম্ব নাই! একবার মহর্ষিকে আমার সম্মুখে

এসে দাঁড়াতে বল। একবার এই সময় সেই শান্ত মূর্ত্তি দেখে নি মা!

ব্যাস। প্রিয়ে! প্রিয়ে! কি আর দেখ্‌বে! চণ্ডালকে কি আর দেখ্‌বে! অহো! চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখ্‌চি! স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কোন্ দিকে রে! চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র কোন্ পাশে রে! পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ কোন্ দিকে রে! পীবরি! পীবরি! এই আজ এক দিন, আর সেই এক দিন—বিবাহের দিন! সেই সলজ্জ সতৃষ্ণ মধুরা দৃষ্টিখানি—সেই অর্দ্ধনিমীলিত আলস্য-ভারাবনত তন্দ্রাময়ী সংসার-লিপ্সাময়ী দৃষ্টিখানি! অহো, বুক ফেটে যায় রে! আর দেখা যায় না! প্রাণেশ্বরি! সংসারে তোমাকে ল'য়ে সুখদুঃখ সমান জ্ঞান ক'রেছিলাম! দুঃখের অভাব সুখ, সুখের অভাব দুঃখ, এ দর্শন-তত্ত্ব যে বুঝ্‌তাম না! মনে ক'রতেম, সুখ দুঃখ একই উপাদানে গঠিত। সেই ব্যাসের গৃহলক্ষ্মীকে আজ আবার কোন্ দেখায় দেখ্‌বো রে! অভিধানে কি সে দেখার অর্থ আছে? কবিকল্পনা কি সেই মর্ম্মোচ্ছ্বাসের কোন ভাব বর্ণনা ক'র্‌তে পেরেচে? মানব! এ ভাবের—এ ভীষণ দৃশ্যের বর্ণনা হয় না; যে এর ভুক্তভোগী, সেই দুর্ভাগ্যই বুঝেচে যে, এই চির-বিচ্ছেদের সন্ধিস্থান কি লোমহর্ষণ ঘটনায় সম্বদ্ধ। (রোদন)।

পীবরী। নাথ! রোদনের অনেক সময় পাবেন, কিন্তু আমার বাসনা পূর্ণের আর সময় নাই! একবার সম্মুখে এসে দাঁড়াও, একবার তোমায় দেখি! তাহ'লেই আমার জন্ম সার্থক হবে!

ব্যাস। না, আর রোদন ক'র্‌বো না। দেখ প্রিয়ে! দুরাত্মার পাষাণ-মূর্ত্তি দেখ। (সম্মুখে দণ্ডায়মান)।

পীবরী। ছিঃ নাথ! অমন কথা কি ব'ল্‌তে আছে? তুমি

যে প্রকৃত ভালবাসায় আপন সহধর্ম্মিণীকে বিদায় দিয়ে, বিবাহের প্রকৃতধর্ম্ম পালন ক'র্‌চ—কিন্তু জীবিতেশ্বর!—নাথ, তোমার করপদ্মটি আমার হাতে দাও, আঃ—সকল দুঃখ ভুলে গেলাম! এবার পাদপদ্মের ধূলা আমার হাতে দাও, আমি অশক্ত হ'য়েচি, মা নন্দা, মহর্ষির পদধূলি মস্তকে দে।

নন্দা। মাগো—(রোদন ও ব্যাসের পদধূলি পীবরীর মস্তকে দান)।

পীবরী। জন্ম সার্থক হ'লো—বাবা শুক! যাই, বাবা আরুণি! যাই; মা! সকল রৈল দেখিস্! নাথ! সম্মুখে ভাল ক'রে দাঁড়াও।

শুকদেব। মা, ঐহিকের সম্বন্ধ তো ফুরাচ্চে! বিধাতার কার্য্য যা, তা তো প্রত্যক্ষ ক'র্‌চ; তাই বলি, এ জীবনান্তদিনে অন্য চিন্তা না ক'রে, আমার জগদীষ্ট কৃষ্ণ-মূর্ত্তির চিন্তা কর।

পীবরী। (হাস্য) বাবা শুক! কি ব'ল্‌চিস্? আমি তোর কৃষ্ণ-ধনকে চিন্তা ক'র্‌তে যাবো কেন? তুই তোর প্রাণের ধন কৃষ্ণ-ধনকে চিন্তা কর্ গে! আমার কৃষ্ণ ঐ যে রে! ঐ যে সহাস্য-বদন, ধীর প্রশান্ত মধুরমূর্ত্তি! ওরে, নারীজাতির স্বামীই যে কৃষ্ণ! ওরে এ কৃষ্ণ ত্যাগ ক'রে, রমণীজাতিকে অন্য কৃষ্ণের আরাধনা ক'র্‌তে হয় না। হা অবোধ! তবে—আসি—কিছু—মনে ক'রো না, যদি কোন সময়ে কোন অপরাধ ক'রে থাকি, তাহ'লে অভাগিনী পীবরীর ভালবাসায় ভুলে যেও। বাবা শুক! বাবা আরুণি! আমায় চতুর্দ্দিক দেখাও। (শুক ও আরুণির তথাকরণ)। দেখ, দেখ জগতের রমণীগণ! আজ আমার কি সুখের মৃত্যু দেখ! একদিকে পুত্রকন্যা—সম্মুখে আমার ধ্যানের দেবতা স্বামী! অয়ি জগতের রমণীগণ! এই দেখ, আমার প্রাণবায়ু অপসারিত হ'চ্চে—আজ তোমরা পীব-

রীর মৃত্যুতে সকলে আনন্দের শঙ্খধ্বনি কর। স্বামিন্!—দাও ;—আবার পদধূলি দাও—মা, গঙ্গাবারি দে—কণ্ঠ নীরস হ'য়ে এলো। কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—(মৃত্যু)।

ব্যাস। পীবরি—পীবরি—আর কেন কথা নাই রে!

আরুণি। পিতঃ! পিতঃ! মা আর নাই! দেহ পাষাণবৎ অনুমিত হ'চ্চে! এবার নিশ্চয়ই মা ভবধাম ত্যাগ ক'র্লেন। (রোদন)।

ব্যাস। যাও, যাও দেবি! অনন্ত সুখের বিশ্রাম-ধামে গমন কর। যেখানে অনন্ত আমোদিনী সুরসুন্দরীরা অনন্ত আনন্দে কালাতিপাত করেন, সেই দেবভোগ্য অমরধামে গমন কর। তোমার পবিত্র আত্মার সদ্গতি হোক্। আরুণি! আর কেন?—আর রোদন কেন? তুমি পুত্রাধিক গুরুপত্নীর শুশ্রূষা ক'রেচ, তোমার গুরুদক্ষিণা যথেষ্ট দান করা হ'য়েচে। এক্ষণে যাতে সতীর মৃতদেহের সৎকার হয়, অবিলম্বে তারই উদ্‌যোগ কর। উপস্থিত এইখানেই শবদেহ রক্ষা ক'রে যাও। অশ্রু! নিপতিত হ'য়ো না, তোমার সংসার-লক্ষ্মী অনন্ত আনন্দরাজ্যে গমন ক'র্চেন, এ সময় আনন্দের চিহ্ন প্রকাশ কর। আবার অশ্রু! দৃষ্টি অন্ধ ক'র্চ? হা দেবি! কোথায় গেলে? আমি তোমায় কেমন ক'রে বিস্মৃতির সমাধিতে উপবেশন করাব? (রোদন)। আরুণি! শীঘ্র সতীদেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত কর বাবা! আর যে দেখ্‌তে পারি না রে। (উপবেশন)।

নন্দা। পাষাণ! ক্ষণেক থাক্ রে ক্ষণেক থাক; মাকে আমার সাজিয়ে দি রে! এয়োরাণী ভাগ্যমানীকে আজ বিবাহের সাজে সাজিয়ে দিতে হয় রে! মাগো, ভগবতী আমার, তোমায় আমি কিরূপে সাজাব? নিজের সাজে যে মা সেজে আছ! (পদে

অলক্তকদান)। মাগো—পা নয় তো রে যেন রক্তপদ্ম! আমরি মরি, রক্তপদ্মে আল্‌তা দিয়ে কি শোভা হ'য়েচে রে! এস মা, সতী লক্ষ্মী এয়োরাণি, তোমার সীমন্তে সিন্দূর পরিয়ে দি। আহা, মা আমার যেন রূপে ঝক্ ঝক্ ক'র্‌চেন! মাগো, তোর নন্দাকে ভুলে কোথায় গেলি? (উপবেশন ও রোদন)।

আরুণি। ভাই রে শুক! তুই একবার মাকে ধারণ কর্ ভাই! আমি একবার দেবীপ্রতিমাকে দর্শন ক'রে,—চর্ম্মচক্ষুঃ সার্থক ক'রে নি! আহা, মা, ওমা! তুই আমার কোন্ মা? সাক্ষাৎ হরমনো-মোহিনী কাত্যায়নী যেন রে দ্বিভুজে এ অচ্ছোদতীরে অবতীর্ণা! আমরি! মা আমার আজ কোন্ সাজে সেজেছেন দেখ্। রূপের তুলনা নাই রে! ভাবের শেষ নাই রে! একি মার আমার মৃত-দেহ? কে ব'ল্‌বে রে যে এ সতীর দেহে প্রাণ নাই? কে ব'ল্‌বে রে, এ জ্যোতিঃস্মতী যোগিনী, দরিদ্র যোগীর বাসে অনন্ত দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ ক'রেছিল? দেখ—দেখ, আনন্দের প্রস্রবণ যেন মার আমার প্রতি লোমকূপ হ'তে অযুতধারায় অনন্তদিকে ছড়িয়ে প'ড়্‌চে! এস এস, সংসারবাসিনী সধবা রমণি! এস মা! তোমা-দের মধ্যে সংসারে কেউ অনন্ত সুখে সুখিনী আছ, কেউ বা অনন্ত দুঃখের পশরা মস্তকে বহন ক'র্‌চ, কিন্তু আজ যে, যে অব-স্থায় আছ, একবার এসে আমার মায়ের পদধূলি লও। সুখিনী রমণীরা যে আনন্দ পাবে, দুঃখিনী রমণীরাও সেই আনন্দ উপভোগ ক'র্‌বে। আয় মা ভারতের রমণীকুল! আয় মা! সংসার-উদ্যানে এমন বিকশিত পদ্ম কটি দেখেচ মা! দেখ দেখি, পতিপুত্রবেষ্টিতা সতীর শবদেহ দেখে কি কেউ মা, হা হুতাশ ক'র্‌চ? কেন মা! আজ কেন এ মৃত্যুতে তোমাদের আনন্দের প্রাণ আনন্দে নৃত্য

ক'রে উঠ্‌চে! আয়তি সতী ভাগ্যবতী ব'লে তোমাদের প্রাণ কি এত উৎফুল্ল! স্বামী বর্ত্তমান রেখে স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ ক'র্‌তে পার্‌লে কি তোমাদের আত্মার স্বর্গগতি হয়? তবে ঐ দেখ, স্বর্গগামিনী সতীর পবিত্র দেবী-মূর্ত্তি! দেখ মা, আর ভাগ্যবতীর পদধূলি নেও মা! আমিও ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি,আমার মায়ের মত যেন জগতের রমণীগণ এমন সুখের হাটে পতি-পুত্র রেখে, কালের অনন্ত ক্রোলে শয়ন করেন। মাগো! পদধূলি দে মা! আমি তোর হতভাগ্য আরুণি! মা, শৈশবে অনেক কষ্টে তুই আমাকে পালন ক'রেছিলি, আমি সংসারে মা জানি। মা, মা—ওমা—এখন আবার সেই বালকের মত রোদন ক'র্‌তে প্রাণ সতত চায় রে—মা—মা—(রোদন)।

কালপুরুষের প্রবেশ।

কাল। আমি এসেচি! যে অনন্তব্যাপী অনন্তসৌরজগৎ—যার অনন্ত উদরে উদয় আর বিলয় হ'চ্চে—সেই অনন্তরূপী কালপুরুষ আমি, আমি এসেচি! উদ্‌ভ্রান্ত মানব! একবার দিব্যনয়ন বিস্তার ক'রে চেয়ে দেখ! আমি এসেচি! তোমাকে আজ অখণ্ড বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের দুটী দৃশ্য দেখাবার জন্য আমি এসেচি! দেখ—দেখ, একটী সূতিকাগৃহ আর একটী শ্মশানক্ষেত্র! প্রথম দেখ, সেই সূতিকাগৃহ! স্মরণ হয় কি? যখন এই পালিতকেশা গলিতচর্ম্মা রমণী জগতের সমুদয় সৌন্দর্য্য অপূর্ব্ব বিলাসভঙ্গী হরণ ক'রে, আপনার সুকুমার তনুতে স্নেহময় মাতৃক্রোড়ে শায়িত ছিল, যখন এই রমণী মনুষ্য-নয়নে নূতনবেশে উপস্থিত হ'য়ে, আনন্দের অমৃতময় ক্রোড়ে থেকে হেসেচে, নেচেচে, ভালবাসার

বাহু প্রসার ক'রে বক্ষে উঠ্‌বার জন্য বহু চেষ্টা ক'রেচে, যখন এই চন্দ্রমুখের শোভা দেখে পথের পথিকও আশীর্ব্বাদ ক'রে যেতো, তখন সেই সূতিকাগৃহের আনন্দময়ী ছবি স্মরণ হয় কি? আর এখন দেখ, এই শ্মশানক্ষেত্র! তখন কি তুমি ভেবেছিলে, সেই সুকুমার দেহের পরিণাম এই? তত আশার—তত ভালবাসার এই শেষ গতি! সেই সংসার-রস-বিকসিতা বিলাস-চঞ্চলা আনন্দ-উৎফুল্লা লতিকার এই পরিণাম, এই ম্লানা কান্তি! সেই আনন্দ কোথায়! সেই আশা কোথায়! সেই ভালবাসা কোথায়! সেই মানবীয় জয়স্তম্ভ সাধের রত্নভূষণ কোথায়! দেখ মানব দেখ! সংসার নাট্যমঞ্চে দুটী দৃশ্য! একটী সূতিকাগৃহ, আর একটী শ্মশান-শয্যা! এ জগতে যা কিছু দর্শনের যোগ্য, সেই সকলেরই পরিণাম-শয্যা শ্মশান! ধনি! অহঙ্কৃত হ'য়ো না, আনন্দে দিগ্বিদিকশূন্য হ'য়ো না, এই সূতিকাগৃহের পরপারেই শ্মশান! তোমারও পরিণাম-শয্যা শ্মশান! অনন্তব্যাপী কালের হৃদয়ে দুটী শয্যা,—জীব সূতিকাশয্যা পরিত্যাগ ক'রে, শ্মশান-শয্যায় আস্‌চে; আবার শ্মশান-শয্যা পরিত্যাগ ক'রে, সূতিকা-শয্যায় শয়ন ক'র্‌চে। এই জগতের জীবের আবির্ভাব আর তিরোভাব দৃশ্য বা সূতিকা-গৃহের বা শ্মশান-ক্ষেত্রের দৃশ্য! এখন অহঙ্কার কর, গর্ব্ব কর, পরপীড়ন কর, কিন্তু এই শেষ-শয্যা শ্মশান! সংসারে কালের তাই হাস্য!

[প্রস্থান।

ব্যাস। বৎস! আরুণি! আর কেন কালবিলম্ব ক'র্‌চ? যাতে সতীদেহের শীঘ্র শীঘ্র সৎকার হয়, তার উপায় বিধান কর। বৎস শুক, এবার তো তোমার সকল বন্ধন ছিন্ন হ'য়েচে,

এবার তোমার চিরানন্দময় বৈরাগ্যের পথ তো চিরপ্রশস্ত হ'লো। তাহ'লে আর কেন, পুত্রমুখাগ্নি অভিলাষিণী মাতার মুখাগ্নি ক'রে পরিশুদ্ধ হও গে! শুক রে, যাও বৎস! পুত্রের কার্য্য কর গে যাও। তারপর পিতাপুত্রে উভয়েই বানপ্রস্থে গমন ক'র্‌বো।

শুকদেব। প্রভু! প্রভু! ধন্য তোমার সংসার-রহস্য।

নন্দা। হায় হায় মা! (রোদন)।

আরুণি। এস ভাই! মাতাকে ঐ অদূরস্থ শ্মশানক্ষেত্রে ল'য়ে যাই। অশ্রু পতিত হ'য়ো না! আহা রে, এই দেহের কি এই পরিণাম!

গীত।

জীবের এই দেহের এই কি পরিণাম।
অতি চমৎকার, বিধি বিধাতার, খণ্ডিবার,
সাধ্য কার, দেখ জন্ম-মৃত্যুর ঘোরাবর্ত্তে
ঘোরে সবে অবিরাম॥
সুষমা স্বর্ণ-প্রতিমা, বিমল মুখ-চন্দ্রমা,
কাল-কালিমায় সমাচ্ছন্ন তার সৌন্দর্য্যদাম॥
যে শ্রীঅঙ্গ সূর্য্য-করে, সন্তাপিত হ'লে পরে,
দারুণ যন্ত্রণা অন্তরে, হইত উদয় হায়—
সে অঙ্গ অনলে পশি, হইবে রে ভস্মরাশি,
পঞ্চভূতে যাবে মিশি, ছাড়িবে সংসার-ধাম॥

[পীবরীর মৃতদেহ লইয়া শুক ও আরুণির প্রস্থান।

ব্যাস। এই দেহের এই পরিণাম! এই হাসি, এই সুখ, এই তার পরিণাম! কোথায় ল'য়ে যাও! ধ্যানের প্রতিমাকে আমার কোথায় ল'য়ে গেলে? যাকে হৃদয়াসনে স্থাপন ক'রে তৃপ্তি হ'তো না, তাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্চ?—শ্মশানে? হায় হায়! এই দেহের এই পরিণাম! তার সম্বন্ধ কোথায়, তার ভালবাসা কোথায়, তার প্রণয় কোথায়? মরি মরি! ঐহিকের সম্বন্ধের এই পরিণাম। এই দেহ—এই কনক-বিনিন্দিত রূপশালী দেহ, এ কি হবে? অস্থি অঙ্গার ভস্মরাশি! পঞ্চধাতু পঞ্চভূতে মিশে যাবে! ক্ষিতি জল অগ্নি বায়ু শূন্য, সব চলে যাবে! রূপগর্ব্ব কিছুই থাক্‌বে না! কে, কে তুমি? কোথায় যাও? অলক্ষিতে বায়ুবেশে নিরাকারা জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি বিষাদমলিনা হ'য়ে কোথায় যাও! কেন সঙ্কুচিতা মা! কে তুমি পরিচয় দাও। ওঃ বুঝেচি, মায়া! তোমার সে লাবণ্য ঢল ঢল চঞ্চল মধুর ভাব আজ কোথায় মা! ঐ শ্মশানে বুঝি চিতা-বহ্নির সহিত সব পুড়ে ভস্ম হ'য়ে গেছে! যাও, যাও দেবি, যাও, ঐ সঙ্গে আরও ভস্ম হও গে! আর যেন সে মাধুরী ব্যাসের নয়নে না আসে! রে সংসার! তোমার পদে আমার অনন্তকোটী প্রণাম! অয়ি সংসারখেলা! এবার দুরাত্মা ব্যাসকে সে জ্বালা হ'তে অবসর দাও! মা তোমার পদে আমার শত সহস্র নমস্কার! ঐ চিতা-অগ্নি জ্বেলেচে, ঐ সঙ্গে ব্যাসের সংসারমায়া ভস্মীভূত হও! ঐ শুক দ্রুতপদে আসে নয়? এস পুত্র! এস বৈরাগী মহাপুরুষ এস! আমায় একবার আলিঙ্গন দাও। আয় রে—তোকে বক্ষে রেখে বৈরাগ্যের শীতল ছায়ার সুখানুভব করি। (আলিঙ্গন)।

শুকের প্রবেশ।

শুকদেব। পিতঃ! পিতঃ! সংশয় ভঞ্জন ক'রুন। আমি মহা-সংশয়জালে জড়িত হ'য়েচি, তাই আপনার নিকট এসেচি। পিতঃ! আমার সংশয় ভঞ্জন ক'রুন।

ব্যাস। বল বৎস! আজ ব্যাসের অবসর হ'য়েচে, কি তোমার সংশয় বল?

শুকদেব। পিতঃ! কুরুজাঙ্গালে তপস্যায় রত ছিলাম, সমাধিভঙ্গে দেখ্‌লাম, একজন ত্রিপুণ্ড্রকধারী মহাযোগী—তিনি বিবাহিত। আবার তিনি আপন সহধর্ম্মিণীকে ভ্রষ্টা অনুমান ক'রে, সেই সহধর্ম্মিণীকে হত্যার জন্য লালায়িত। পিতঃ! পিতঃ! মহা-সংশয়,—যোগী পাপময়, কি সংসারী পাপময়? যিনি যোগী, তিনি সংসারী কেন? আর তিনি যদি সংসারী হন, তাহ'লে তিনি বনে যোগীর বেশে কেন?

ব্যাসদেব। বৎস! ভাগবৎ অধ্যয়ন কর; সকল সংশয় দূর হবে। আরও বলি শোন বৎস! যোগী কি সংসারী, কে পাপী, কে পুণ্যবান্, তা কিছু বোঝ্‌বার উপায় নাই। তবে প্রকৃত কর্ম্মে যাঁর নিপুণতা আছে, তিনিই সংসারে পুণ্যবান্। আর যোগী কি সংসারী বনে যাহা দর্শন ক'রেচ, তিনি নির্লিপ্ত। তিনি বনে থেকেও সংসারী, অথচ যোগী। তিনি সংসারীর কার্য্য আর যোগীর কার্য্য উভয়ই প্রতিপালন ক'র্‌চেন। আবার এমন যোগীও আছেন, যিনি সংসারমার্গে বিচরণ ক'রেও, প্রকৃত মহাযোগীর কার্য্য ক'র্‌চেন। তবে বৎস! সন্দেহের কি কারণ বল?

শুকদেব। সংসারে যোগীর কার্য্যসিদ্ধি হয়? এমন মহাপুরুষ কি সংসারে আছেন?

ব্যাস। অবশ্য আছেন। বৎস! তুমি তো সংসারে থাক নাই যে, সংসার-তত্ত্ব অবগত হবে! তাই ব'ল্‌ছিলাম শুক! সংসারে সংসারী হও;—সংসারেই সব। সংসার সমুদয় আশ্রমের শ্রেষ্ঠ। এই সংসার-পরীক্ষায় যিনি উত্তীর্ণ, তিনিই মহাযোগী। যাও, বৎস! মিথিলায় গমন কর, তথায় দেখ্‌বে, পুণ্যশ্লোক মহাতপা রাজর্ষি জনক, অতুল রত্নবিভবে পরিবৃত থেকে, কি ভাবে যোগ-মার্গাবলম্বী! তাঁর নিকট যোগশিক্ষা কর গে। তাঁকে গুরু কর গে, আর তোমার সংসারী পিতার বাক্য সত্য কি মিথ্যা প্রত্যক্ষ কর গে। ঐ অচ্ছোদজলে স্নান ক'রে নিকটস্থ বোধিবৃক্ষের মূলে পবিত্র-ভাবে অপেক্ষা কর গে; আমি অদ্যই তোমায় সমুদায় বেদের সার মহাভাগবৎ অধ্যয়ন করাব। তা হ'লেই তোমার সকল সংশয় দূর হবে।

শুকদেব। পিতঃ! প্রণাম করি। আপনার প্রসাদে অদ্য এক মহাপুরুষের দর্শনলাভ ক'র্‌বো। আর ভেদজ্ঞান তিরোহিতের মহা উপায় মহাভাগবৎ অধ্যয়ন ক'র্‌বো। এই সংসার-বন্ধনে,—এই কাম-ক্রোধ-লোভাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ময় সংসারে লিপ্ত থেকে যিনি মহাযোগী, না জানি তিনি কোন্ মহাপুরুষ! হে মহাপুরুষ রাজর্ষি জনক! আমায় দর্শন দাও, এখনও আমি মহাসংশয়ে জড়িত। হে মহাপুরুষ! আমার পুণ্য নাই, তপস্যা নাই,—আমায় পরিত্রাণ কর। পিতঃ! তবে আসুন, আমি ততক্ষণ স্নান করি গে, আজ আমার জন্ম সার্থক হবে—আমি ভাগবৎ অধ্যয়ন ক'র্‌বো! হরিবোল হরিবোল হরিবোল—

প্রস্থান।

ঐকতান-বাদন।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

জনক—রাজসভা।

জনক ও বারাঙ্গনাগণ আসীন।

বারাঙ্গনা। গীত।

ক'র্‌বে না প্রেম-আশা, প্রেম জানে না যে জন।
যুঁই বেলা গোলাপ দেখে সিমুলে কি যায় মন॥
অরসিক চায় বিনিমূলে, কিনি লব প্রেমধন,
হয় কি বঁধু প্রেম শুধু হানিলে নয়ন-বাণ;—
বাণে বাণ খেয়েরে প্রাণ, কুড়ায়ে লও সে রতন॥

প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতিহারী। রাজর্ষি! দ্বারদেশে জনৈক সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান।

জনক। চিরকালই সর্ব্বস্থানে সন্ন্যাসীর দ্বার চির-উন্মুক্ত। আস্‌তে বল।

প্রতিহারী। আদেশ শিরোধার্য্য।

জনক। (স্বগতঃ) কে তুমি সন্ন্যাসী? কে তুমি? আমি বুঝেচি, সন্ন্যাসী তুমি সংসারত্যাগী বৈরাগী। অদ্য পিতা ব্যাসের নিকট ভাগবৎ অধ্যয়ন ক'রেও সংশয়জাল ভেদ ক'র্‌তে সমর্থ হও নাই! এখনও তুমি জনকের সংসার-নির্লিপ্ততা পরীক্ষা ক'র্‌তে

এসেচ? আচ্ছা এস, অস্থ জনক তোমায় সংসার-নির্লিপ্ততা পরিস্ফুটরূপে প্রদর্শন করাবে, আর ঐ সঙ্গে জনকও তোমার সংসারবীতত্তা, বৈরাগ্যের পরীক্ষা গ্রহণ ক'র্‌বে। দেখি শুকদেব! কে কার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়! আমি পূর্ব্ব হ'তেই প্রস্তুত হ'য়েচি, তুমি প্রস্তুত হ'য়ে এস। গাও, বরবর্ণিনীগণ! আবার গাও।

বারাঙ্গনাগণ। গীত।

সারারাত ভোর ক'রেচি, কৈ এলো সই চিকণকালা।
সাধের বাসর আস্‌বে নাগর, ক'র্‌বে ব'লে প্রেমের খেলা॥
কুঁড়ি ফুলের তোষক পেতে, রেখেছিলাম বিকেল হ'তে,
এখন বাসি হ'য়ে গেল মেতে, এ যে রেতে রেতে বিষম জ্বালা॥

অদূরে শুকের প্রবেশ।

শুকদেব। (স্বগত) এই কি সেই মিথিলারাজ্য! এই রাজ্যেরই অধিস্বামী কি সংসারনির্লিপ্ত রাজর্ষি জনক! চতুর্দ্দিকেই সারি সারি নীল পীত শুভ্র মরকতময় প্রাসাদশ্রেণী বিলাসের স্তম্ভস্বরূপ বিবিধবর্ণের জয়পতাকা উচ্চচূড়ায় ধারণ ক'রে ঐশ্বর্য্যগর্ব্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন ক'র্‌চে। আশ্চর্য্য! এত ঐশ্বর্য্যবিলাসিতায় যাঁর রাজপুরী প্রমোদিত, এত সৌন্দর্য্যের অনুরাগী যিনি, তিনি মায়াত্যাগী যোগী! হ'তেই পারে না। পিতা বোধ হয়, লোকপরম্পরায় জনকের চরিত্র অবগত হ'য়েছিলেন; নতুবা আমাকে নির্লিপ্ত সংসার-আদর্শ মহাপুরুষ প্রদর্শনের জন্য

এরূপ কদর্য্যস্থানে প্রেরণ ক'র্‌বেন কেন? যাই হোক্‌, এত-দূর যখন এসেচি, তখন একবার রাজর্ষি জনকের নিকট গমন ক'রে, তাঁর প্রকৃত চরিত্র অবগত হওয়া আবশ্যক। (গমন) উঃ! কি আশ্চর্য্য! প্রতিহারী ব'ল্লে—সম্মুখেই রাজ-সভা! ঐ রাজসভায়ই রাজর্ষি প্রমোদোন্মত্ত আছেন। আমি মনে ক'র্‌লাম, রাজর্ষি বোধ হয় যোগোন্মত্ত! কিন্তু একি! এই রাজর্ষির রাজসভা! বারাঙ্গনার চরণধূলিতে যে রাজসভার শোভা বৃদ্ধি হ'চ্চে, এই কি সেই মহাত্মা জনকের রাজসভা! ছিঃ, ছিঃ! এই রাজসভায় কি সত্যাসত্যের—ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার হয়? আর না যথেষ্ট হ'য়েচে, আর সাক্ষাতের আবশ্যক কি? দূরদর্শনেই চরিত্রের আভাস পাওয়া গিয়াছে! ঐ না পলিত-কেশ, গলিত-চর্ম্ম জনক! সংসারের নির্লিপ্তযোগী বারবিলাসিনী-গণকর্ত্তৃক পরিবৃত হ'য়ে, অতুলভোগে উন্মত্ত! ওঃ, বৃদ্ধবয়সে এত, না জানি যৌবনে উনি কি পাপের স্রোত প্রবাহিত ক'রে-ছিলেন? পিতঃ! পিতঃ! একবার আসুন, একবার এসে আপনার নির্লিপ্ত রাজর্ষি জনকের স্বভাব পরিদর্শন করুন। ছিঃ, ছিঃ! পিতা, তাই ব'লেছিলাম, সংসারী কিরূপে যোগী হ'তে পারে?

জনক। (স্বগতঃ) এই যে ব্যাসপুত্র এসেচেন। (প্রকাশ্যে) আসুন, আসুন! সুপ্রভাত! অদ্য সাধুমূর্ত্তিদর্শনে জনক কৃত-কৃতার্থম্মন্য। কে আপনি?

শুকদেব। রাজর্ষি! আমি মহর্ষি ব্যাসের পুত্র। আমার নাম শুকদেব।

জনক। অহো ধন্য আমি! আসুন, আসুন! পাদ্যঅর্ঘ্য গ্রহণ করুন। অদ্য আমার পরম সৌভাগ্য যে, মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপা-

য়নের পুত্র পরম গোস্বামী চিরকুমার শুকদেব আমার রাজসভায় পদার্পণ ক'রেচেন! আমি ধন্য, আমার রাজসভা সার্থক! যাও বরবর্ণিনীগণ, তোমরা স্বস্থানে গমন কর। গোস্বামি! আসন পরিগ্রহ করুন।

[বারাঙ্গনাগণের প্রস্থান।

শুকদেব। থাক্, অগ্রে রাজর্ষিকে জিজ্ঞাসা করি, ঐ রমণীগুলি কে?

জনক। (হাস্য) ব্যাসপুত্র! উহারা বারাঙ্গনা।

শুকদেব। রাজর্ষির নিকট কি জন্য?

জনক। (হাস্য) ব্যাসকুমার! আমি অতিশয় বৃদ্ধ হ'য়েচি, তা প্রত্যক্ষই ক'র্‌চেন। শরীর অতিশয় দুর্ব্বল, বিশেষতঃ বৃদ্ধাবস্থায় সমুদায় রাজকার্য্যাদি ক'রে, শরীর অতিশয় শ্রান্ত হয়, মনও অতিশয় বিকৃতভাব ধারণ করে; তার পরই যোগাদি ক্রিয়া ক'র্‌তে গেলে, শীঘ্র মনের উৎফুল্লতা জন্মে না; তজ্জন্য কিয়ৎ-ক্ষণ আমোদপ্রমোদে কালাতিপাত ক'র্‌তে হয়। অদ্য আপনার আগমনপূর্ব্বে রাজসভা ভঙ্গ হ'য়েচে, তখন মন অতিশয় ক্লিষ্ট ছিল, তজ্জন্য এই রমণীগুলিকে আনয়ন ক'রে, কিয়ৎক্ষণ নৃত্য-গীতাদিদর্শন ও শ্রবণ ক'র্‌ছিলাম।

শুকদেব। (স্বগতঃ) ছিঃ, ছিঃ! এ কদর্য্যমূর্ত্তির সহিত বাক্যা-লাপেও আমার ঘৃণা বোধ হ'চ্চে! কি সরলই বোঝালেন? বেশ্যার সহিত প্রমোদে প্রবৃত্তি! আর সেই প্রবৃত্তি-কলাপ অক-পটে হৃদয়ে বর্ণনা ক'রে, রাজর্ষি সরল-হৃদয় ব'লে অহমিকা প্রকাশ ক'র্‌চেন! ধিক্ রাজর্ষিরূপী পাষণ্ড, তোমার সরলতায় ধিক্! ধিক্ তোমার সভ্যতায়! এই মুহূর্ত্তেই এইস্থান ত্যাগ

করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু না, যখন এসেচি, তখন জনকের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে অবগত হ'য়ে, পিতার নিকট বর্ণন ক'র্‌বো।

জনক। (স্বগতঃ) (হাস্য) শুকদেব! তুমি বালক, তুমি রাজর্ষি-চরিত্র কিরূপে সমালোচনা ক'র্‌বে? তোমার বালক-মস্তিষ্ক তা ধারণ ক'র্‌তে পার্‌বে না। (প্রকাশ্যে) ব্যাসকুমার! দণ্ডায়মান কেন? আসুন, আসন পরিগ্রহ করুন। আগমনের উদ্দেশ্য কি বলুন?

শুকদেব। (স্বগতঃ) আগমনের উদ্দেশ্য যা ছিল, তা পূর্ণ হ'য়েচে; তোমার ন্যায় পাষণ্ডের নিকট ব্যাসপুত্র কি যোগশিক্ষা ক'র্‌বে? না যোগীর যোগশিক্ষা একবার পরিদর্শন করা আবশ্যক। (প্রকাশ্যে) রাজর্ষি! পিতার মুখে শুন্‌লাম, আপনি অতি দার্শনিক মহাযোগী! পাতঞ্জল কপিলাদি মহর্ষিগণও আপনার যোগপথাবলম্বী এবং যোগশিক্ষার জন্য আপনার নিকট আগমন করেন, তজ্জন্য আমারও আপনার নিকট আগমন।

জনক। (স্বগতঃ) আর কেন ব্যাসকুমার, পূর্ণ ঘৃণা যখন তোমার হৃদয়রাজ্যে আসন বিস্তার ক'রেচে, তখন আমার নিকট মৌখিক লঘুতা-স্বীকারে প্রয়োজন কি? আচ্ছা চতুর! তোমার চাতুর্য্য আর অধিকক্ষণ রাখ্‌বো না। (প্রকাশ্যে) ব্যাস-কুমার! আমি ঘোর সংসারী, যোগের বিষয় আমি কিরূপে অবগত হবো, তবে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা আছে, তাই প্রদান ক'র্‌তে পারি। আমার পরম সৌভাগ্য যে, গোস্বামী মহা-যোগী শুকদেব যোগশিক্ষার জন্য আমার নিকট আগমন ক'রে-চেন। তাহ'লে এক্ষণে আপনি যান, এই রাজপুরীর বহিঃস্থ সরোবরে স্নান ক'রে পবিত্র হ'য়ে আসুন, এইখানেই আপনার

যোগশিক্ষা কতদূর সমাপ্ত হ'য়েচে দর্শন ক'রে, পরে আমার শিক্ষিত বিষয় আপনাকে প্রদান ক'র্‌বো।

শুকদেব। অনুগৃহীত হ'লাম! (স্বগত) দিব্য যোগী, আমায় দিব্য যোগশিক্ষা দিবেন!

[প্রস্থান।

জনক। হা অদূরদর্শি! সংসারত্যাগ ক'র্‌লেই কি সংসারত্যাগ করা হ'লো! আর সংসারে থাক্‌লেই কি ঘোর সংসারী হওয়া হলো! এ বনের কার্য্য নয়, সব মনের কার্য্য। যখনকার যে প্রকৃত কার্য্য যিনি ক'র্‌তে পারেন, তিনিই মহাপুরুষ। যদ্রূপ পাঁকাল মৎস্য; সে পঙ্কে থাকে, তত্রাচ গাত্র তার কর্দ্দমসিক্ত হয় না। তদ্রূপ সংসারি, সংসারে থেকে সংসারের কর্দ্দমরূপ মায়াদি পরিত্যক্ত হও, তাহ'লেই তুমি সন্ন্যাসী—বানপ্রস্থী! আমি এইভাবেই জগৎকে শিক্ষা দি যে, সংসারী মৎস্য ধর,—জলস্পর্শ ক'রে না। এ শিক্ষা দি কেন? না, সকলেই যদি সংসার পরিত্যাগ করে, তাহ'লে সংসার তো মানবশূন্য হয়, সংসার সংসার থাকে না,—শ্মশান হয়। কিন্তু সেটী তো ভগবানের অভিপ্রেত কার্য্য নয়; কারণ তাহ'লে তিনি বনে হিংস্রজন্তুর আবাসভূমি ক'রে-চেন কি জন্য? আর সংসারাশ্রমমধ্যেই বা তাদের প্রীতির স্থান করেন নাই কেন? তা নয়, সংসারে সবই আছে, কর্ম্ম কর, কর্ম্মেই ভগবানের অনুগ্রহ। এই যে ব্যাসকুমারের স্নান হ'য়েচে! আসুন।

(নেপথ্যে)

শুকদেব। আজ্ঞে, আমি এই আর্দ্র কৌপিনটী রৌদ্রতাপে শুষ্কার্থে প্রদান ক'রেচি। আপনি ততক্ষণ উপবেশন করুন!

জনক। উত্তম! আপনি শীঘ্র আসুন।

শুকের প্রবেশ।

শুকদেব। রাজর্ষি! তাহ'লে এই স্থানেই উপবেশন করি। (স্বগতঃ) একত্র উপবেশনেও ঘৃণা হয়।

জনক। (নিকটে বসিতে সঙ্কেত) ব্যাসকুমার! যোগের প্রথম ক্রিয়া আরম্ভ করুন! ইন্দ্রিয়াদি সকল সংযোগ ক'রে স্থির রাখুন! বিভুপুত্র মনকে মূর্দ্ধণ্যে স্থাপন করুন।

শুকদেব। যে আজ্ঞা। (উভয়ে সমাধিস্থ হওন)।

(সহসা নেপথ্যে কোলাহল)।

গেল, গেল, গেল, সব জ্ব'লে পুড়ে ক্ষার হ'লো! নগরে অগ্নি! হায় হায় হায় সর্ব্বনাশ হ'লো, ও মা—ও বাবা—সব গেল—হায়—

শুকদেব। রাজর্ষি! রাজর্ষি! কি সর্ব্বনাশ! সহসা নগরে এত কোলাহল কেন? রাজর্ষি! রাজর্ষি! শুন্‌চেন কি?

(পুনঃ ঐ শব্দ)

শুকদেব। অহো! কোলাহল ক্রমেই বর্দ্ধিত হ'চ্চে! চারিদিকে আর্ত্তনাদ! চীৎকার! রাজর্ষি! রাজর্ষি! শুন্‌চেন কি! এ কি হ'লো!

জনক। বৎস! সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি সংযত করা কি এরই নাম? নগরের কোলাহলে তোমার শ্রুতি কেন? তুমি কোথায়? কি ক'র্‌তে উপবেশন ক'রেচ, স্মরণ রাখ! (পুন চক্ষুঃনিমীলন)।

শুকদেব। (স্বগতঃ) রাজর্ষি ব'ল্‌লেন, তোমার নগরের কোলাহলে শ্রুতি কেন? কোলাহল শ্রবণ জন্যই শ্রুতির সৃষ্টি! সংসারে এই

জন্যই যোগাচরণ হয় না! এত কোলাহলে কি যোগক্রিয়া হয়? অহো! পুনর্ব্বার সেই কোলাহল হ'চ্চে!

দ্রুতপদে কতিপয় বালক বালিকার প্রবেশ।

সকলে। (করযোড়ে) রাজর্ষি! রাজর্ষি! রক্ষা করুন! রক্ষা করুন! নগরে আগুন লেগেচে সব পুড়ে গেল। হায় হায় হায়! সর্ব্বনাশ হ'লো! রক্ষা করুন! রক্ষা করুন!

শুকদেব (স্বগতঃ) একি! রাজর্ষি যে আশ্রিতকেও অভয় দিলেন না! কি আশ্চর্য্য! এই বিপদের সময় ওঁর যোগ হ'চ্চে! সব কপটতা! না না, নিষ্ঠুরতা! পাষণ্ডের হৃদয় আর কতদূর হ'বে! পাষাণে কি অঙ্কুর সম্ভবে?

১ম বালক। রাজর্ষি! আমাদের আশ্রয় নাই, আমার পিতামাতা সকলেই এই কাল-অগ্নিতে জীবন বিসর্জ্জন দিয়েচেন। আমার কি উপায় হবে রাজর্ষি! পিতা আপনি, আমাকে আশ্রয় দিন্। পায়ে ধরি আমাকে আশ্রয় দিন্।

২য় বালিকা। ওগো! আমার বাপ্ নাই গো, মা টী ছিল তাও আজ ভস্ম হ'য়ে গেছে! রাজর্ষি! আমরা আপনার প্রজা! আপনি পিতা, পিতা, উপায় করুন।

৩য় বালক। ওগো! আমরা সাত ভাই ছিনু, সকলেই আজ ম'রেচে! ওগো, ঘর চাপা হ'য়ে মরেচে! আমি কোথা যাই! রাজর্ষি!

শুকদেব। (স্বগতঃ) জনকের কি নিষ্ঠুর প্রাণ! তবু ভয়ার্ত্ত আশ্রিত জনকে একটু আশ্বাসবাক্য প্রদান নাই! ধিক্ যোগি, এই তোমার যোগাচরণ! আমি কোথায় এসেচি! তোর ন্যায় পাষ-

গুর নিকট যোগশিক্ষা ক'র্‌তে এসেচি! রাক্ষস! যে হৃদয়ে দয়া স্থান পায় না, সে হৃদয় পশুর হৃদয়! কি বল্‌বো, সমাধি আসন, নতুবা তোমায় আজ বিশেষ শিক্ষা দিতাম! (প্রকাশ্যে) না না, ভয়ার্ত্ত সৌন্দর্য্যের ললিতমূর্ত্তি বালকবালিকা! ভয় নাই। তোমরা কিয়ৎকাল এইখানে বিশ্রাম কর, তারপর রাজর্ষির দ্বারা আমিই তোমাদের উপায় বিধান ক'রে যাবো।

সকলে। আহা সদাশয় আপনি, আপনি আমাদিগকে দয়া করুন।

গীত।

দয়া কর দয়াময় দীন হীন জনে।
অনাথ বালক মোরা আশ্রিত চরণে॥
পিতা মাতা ভ্রাতাধনে, বিসর্জ্জিয়া কালাগুনে,
মলিনমুখে শূন্যপ্রাণে ঘূরে বেড়াই ত্রিভুবনে॥
এ দারুণ শোকে ভাসি, এসেচি ওহে ঋষি,
নিজ গুণে দুঃখ নাশি, রক্ষা কর অধীনগণে॥

শুকদেব। রাজর্ষি! এখন যোগ রাখুন! আপনার নগরে অগ্নিদাহ হ'চ্চে রাজর্ষি!

জনক। ব্যাসকুমার! কি আশ্চর্য্য; আবার অমূল্য সময় বৃথায় নষ্ট ক'র্‌চ? বলি বাপু! আমার নগরে অগ্নিদাহ হ'চ্চে তো তোমার কি? আমার দ্রব্যে তোমার কি অধিকার আছে? ব্যাসকুমার! আমরা যোগাসনে উপবিষ্ট, এ সময়ে তো আমার রাজত্ব দেখ্‌বার সময় নয়। কি ক'র্‌বো, বিধাতার ইচ্ছা যাহা, তাহা অবশ্যই পূর্ণ হবে, তার জন্য তোমার আমার ব্যস্ততার

প্রয়োজন কি? যাও বালকবালিকাগণ! ভগবানকে আহ্বান কর গে। তিনি দয়াময়, তোমাদিগে রক্ষা ক'র্‌বেন। আমার অমূল্য সময়ে বিঘ্ন দিও না। (উপবেশন)।

সকলে। হা রাজর্ষি! তুমি দয়া ক'র্‌লে না, আর সেই ভগবান দয়া ক'র্‌বেন? আমাদের কপাল ভাই! চল যাই।

[সকলের প্রস্থান।

শুকদেব। (স্বগতঃ) উঃ, যোগীর হৃদয় বটে! তবে যদি সত্য হয়! সব কপটতা! পশ্চাৎ ওঁর ধনক্ষয় হবে ভেবে, বালকবালিকাকে আশ্রয় দিলেন না! কি ব'ল্‌বো, ওঁর আশ্রয়ে এসেচি, নতুবা জনকের বকধার্ম্মিকতা আজ আমি বিলক্ষণ বুঝ্‌তাম! ও আবার কে আসে! কতিপয় স্ত্রী-লোক না! আহা! ওরা অতিশয় ভয়-কম্পিতা।

দ্রুতপদে কতিপয় স্ত্রীলোকের প্রবেশ।

স্ত্রীগণ। রাজর্ষি! রাজর্ষি! ঐ—ঐ কামাসক্ত দস্যুগণ আমাদের সতীত্ব নষ্টের জন্য আক্রমণ ক'র্‌চে! নগরে আজ মহাবিপদ্! অগ্নিতে নগরবাসীর গৃহদ্বার নাই! তাই এত পাপাত্মাগণের উপদ্রব! অবলার সতীত্ব-রক্ষা করুন, রক্ষা করুন!

শুকদেব। কি ব'ল্লে! সতীর সতীত্ব নাশ! কৈ সেই পাপান্ধ কামুক-গণ? রাজর্ষি! শীঘ্র গাত্রোত্থান করুন! আপনার রাজ্যে সতীর অবমাননা হয়।

জনক। কেন ব্যাসকুমার বারম্বার যোগবিঘ্ন ক'র্‌চ? সংসারে কে কার অবমাননা ক'র্‌তে পারে? যাও মা সতি সাধ্বি!

ভগবানকে আশ্রয় কর, তিনি সতীর অপমান কখনই দেখ্‌তে পার্‌বেন না।

স্ত্রীগণ। হায় রাজর্ষি! কোথায় যাই! হে নারায়ণ! রাজর্ষি, আপনি অবলাগণের সহায় হোন!

[প্রস্থান।

শুকদেব। (স্বগতঃ) অহো, কি নিষ্ঠুরতা! বিলাসি! তুমি বার-বিলাসিনীর সেবা কর, তুমি কুলকামিনীর মর্য্যাদা কি বুঝ্‌বে? যার রাক্ষসহৃদয়, সে কেমন ক'রে পরবেদনা অনুভব ক'র্‌বে? ও আবার কে? আর না;—আর সংসারদৃশ্য দেখা যায় না! তাই আমি গোদোহন কাল পর্য্যন্ত সংসারে অবস্থান ক'র্‌তাম! পিতঃ! পিতঃ! আমায় আপনি কোথায় প্রেরণ ক'রেচেন!

দ্রুতপদে প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতিহারী। রাজর্ষি! সর্ব্বনাশ! অত্য অগ্নিদাহে নগর ভস্ম হ'য়ে গেল! সেই অগ্নি ধনভাণ্ডারে প্রবেশ ক'রেচে! অতুল রত্নরাজী সব ভস্ম হ'লো! কি উপায় হবে, শীঘ্র বলুন? নতুবা সব যায়।

শুকদেব। (স্বগতঃ) এবার সহজেই যোগভঙ্গ হবে। এ যে রত্ন-ধন! আর যোগচিত্ত স্থির থাকে না!

প্রতিহারী। রাজর্ষি! শীঘ্র বলুন, কি করি? কি উপায়ে এ প্রবল অগ্নিরাশি নির্ব্বাপিত হয়? মহাশয়! আপনি রাজর্ষির যোগ ভঙ্গ করুন; নতুবা আমাদের স্ত্রী পুত্র সব মারা যায়!

শুকদেব। তাইতো, কি ভয়ঙ্কর বিপদ্‌! রাজর্ষি! কি ক'র্‌চেন? আপনি গাত্রোত্থান করুন। আপনার জীবননির্ব্বাহের উপায় ধনরত্ন সব পুড়ে ভস্ম হ'লো!

জনক। কেন ব্যাসকুমার! স্বয়ংও কার্য্য ক'র্‌বে না, আর অপরকেও কার্য্য ক'র্‌তে দিবে না? ধনরত্ন তোমার না আমার? এই ধনরত্ন ল'য়ে কি সংসারে এসেছিলাম? না আবার যখন সংসার ত্যাগ ক'রে যেতে হবে, তখন এই ধনরত্ন আমার সঙ্গে যাবে? কর্ম্মে এসেচে, আবার কর্ম্মে যাচ্চে,—যার ধন তারই কার্য্যে গমন ক'র্‌চে; সুতরাং তোমার আমার রক্ষার উপায় কি আছে! যাও প্রতিহারি! এতদিন জনকের নিকট থেকেও জনকের প্রাণের বিষয় অবগত নও?

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

শুকদেব। (স্বগতঃ) তাই তো ক্রমে কোলাহল বাড়্‌চে না? আহা! নগরবাসীগণের আজ কি সর্ব্বনাশের দিন! প্রভু! প্রভু! রক্ষা ক'রুন! নগরে শান্তিবারি সেচন করুন। উঃ! ক্রমেই যে কোলাহল বাড়্‌লো!

(নেপথ্যে কোলাহল)

দ্রুতপদে পুনঃ প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতিহারী। অহো, সর্ব্বনাশ হ'লো! চারি দিকেই যে অগ্নি! রত্নকোষ আর রাজান্তঃপুর পুড়ে সব ভস্ম হ'লো! হায় হায়! কুলকুমারীগণ গৃহত্যাগ ক'রে পালাচ্চে! ঐ—ঐ প্রলয়ের মূর্ত্তিতে কালানল চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন ক'র্‌লে! রাজর্ষি! রাজর্ষি! গাত্রোত্থান ক'রুন! সহসা রাজসভার অট্টালিকায় অগ্নি প্রক্ষিপ্ত হ'লো, এবার এও ভস্ম হবে! শীঘ্র গাত্রোত্থান ক'রুন, নতুবা প্রাণরক্ষার আর উপায় থাক্‌বে না! হায় হায়—এ যে বহির্গমনের পথও রুদ্ধ হ'লো! হায় হায়, কোথায় যাই!

[বেগে প্রস্থান।

শুকদেব। অহো! কি ভয়ঙ্কর! ধূমবহ্নিতে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন! তাল তাল অগ্নিপিণ্ড যেন বালকের ন্যায় উর্দ্ধশ্বাসে নৃত্য ক'রে বেড়াচ্চে! প্রখর লোহিতবর্ণের প্রতি আর দৃষ্টি করা যায় না। ঐ যে সভাগৃহের বাতায়ন-পার্শ্বে অগ্নি! ঐ যে প্রবেশ-দ্বারে অগ্নি! উর্দ্ধে অগ্নি! অগ্নিময় রাজসভা! রাজর্ষি! রাজর্ষি! শীঘ্র গাত্রোত্থান ক'রে আত্মরক্ষা ক'রুন! হায় হায়! আমার কৌপিন-বস্ত্রও পুড়ে ভস্ম হ'লো। (দ্রুতবেগে গমন ও দগ্ধাবস্থায় কৌপিন উত্তোলন)।

শুকের পুনঃ প্রবেশ।

শুকদেব। হায় হায় রাজর্ষি! দরিদ্রের কৌপিনটীও সংসার-বহ্নি দগ্ধ ক'র্লে!

জনক। হাসালেন ব্যাসকুমার! আমার এমন সাধের রাজ্য ভস্ম-সাৎ হ'লো, আমার অতুল রত্নকোষ রত্নশূন্য হ'লো, আমার ত্রিদিবনিন্দিত রাজপুরী উন্মাদিনী শ্মশান-মূর্ত্তি ধারণ ক'র্লে, আমার পুত্রবৎ বাৎসল্যের আধার রাজ্যবাসীগণ অনাথ আশ্রয়-বিহীন হ'লো, তাতে আমি বিন্দুমাত্র কাতর বা দুঃখিত হ'লেম না, সংসার-মায়া আমাকে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ক'র্তে পার্লে না, অথচ আমি ঘোর সংসারী, আর আপনি চির-কুমার—চির-বৈরাগী—পরম-গোস্বামী—সংসার-ত্যাগী মহাপুরুষ হ'য়ে, তুচ্ছাদপিতুচ্ছ তৃণাদপিতৃণ কৌপিনের মায়ায় দুঃখ প্রকাশ ক'চ্চেন! ব্যাসকুমার! চক্ষুঃ উন্মীলন কর! আমার প্রতি দৃষ্টি-পাত কর! আমি সেই কামপরায়ণ তোমার ঘৃণিত পাপমূর্ত্তি! আরে রে অবিশ্বাসী সন্দিগ্ধচিত্ত! সংসার তোমার ঘৃণার স্থান?

যে সংসারে জন্মগ্রহণ ক'রেচ, যে সংসারের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে, আপন অমূল্য আত্মার উৎকৃষ্টতা সাধন ক'র্‌চ, সেই আশ্রম-শ্রেষ্ঠ সংসারধাম তোমার কদর্য্য ভূমি? তুমি সংসারীকে মায়াশীল ব'লে নিন্দা কর? কিন্তু লঘুবুদ্ধি! তোমার এ কি? তোমার যে এখনও সামান্য কৌপিনের মায়া ঘুচে নাই, আর তুমি বৈরাগী ব'লে জগতে আখ্যা ক্রয় ক'র্‌তে প্রয়াসী? অদূরদর্শিন্! সংসারে ধর্ম্মের ভান কার?—সংসারীর না তোমার? তোমার পূর্ণমাত্রায় পূর্ণা মায়া, আর তুমি মায়াত্যাগী? তুমি তাই জনককে ঘৃণার চক্ষে দর্শন ক'র্‌ছিলে? দূর হও মতিচ্ছন্ন, কূটহৃদয়, বক-ধার্ম্মিক! তুমি আমার সম্মুখ হ'তে শীঘ্র দূর হও। তোমার ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি কাপুরুষ নীচাশয়কে রাজর্ষি জনক শিষ্য ক'রে, কথনই যোগশিক্ষা দান ক'র্‌বে না। (গমনোদ্যত)।

শুকদেব। প্রভু! প্রভু! পদে ধরি। রাজর্ষি! ক্ষমা করুন, ক্ষমা ক'রুন। আপনি যথার্থই মায়াত্যাগী অকপট-হৃদয় মহাপুরুষ, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আপনি আমার গুরু। শুকের ভেদ-বুদ্ধি আজ ঘুচেচে,—মহাভ্রম আজ নষ্ট হ'য়েচে। আমায় বৈরাগ্য শিক্ষা দিন্!

জনক। ব্যাসকুমার! এখনও তোমার সে দিন উপস্থিত হয় নাই। ভক্তি শিক্ষা কর গে। ভক্তিপথ বিস্তার ক'রে আমার নিকট এসো।

[প্রস্থান।

শুকদেব। অহো! অধম আমি! আমি যেমন সংসারকে কেবল ঘৃণা ক'র্‌তাম, তেমনি আমার শিক্ষা হ'য়েচে! অহো! যথার্থই!

যার এখনও সামান্য কৌপিনের মায়া ঘুচে নাই, তার আবার ছার বৈরাগ্য কেন?

গীত।

বৈরাগ্যে প্রয়াসী কেন ওরে মূঢ় মন।
এখন ঘোচেনা মায়া কৌপিনে যখন॥
কর রে ভক্তি সঞ্চার, হরিনামে অনিবার,
নেত্রে বহাও অশ্রুধার, পরে প্রেমাঞ্জন॥
কর শুদ্ধ পাপমন, চল চল বৃন্দাবন,
ক'রে পরেশমণি পরশন, লৌহ কর রে কাঞ্চন॥

ধিক্ আমায়! ধিক্ আমার বৈরাগ্যে! আমি সংসারীকে ঘৃণা ক'র্‌তাম, কিন্তু হায়! আমি সংসারীর অধম! এ কে—কে মা তুমি?

যোগমায়ার প্রবেশ।

যোগমায়া। সেই আমি। শুক! সেই আমি! তোমার বানপ্রস্থে প্রবেশের দিনে, সেই আমি। এখন বল দেখি শুক! তুমি কেমন মায়াত্যাগী! তুমি মায়াত্যাগী ব'লে মনে মনে যে অহঙ্কার ক'র্‌তে, এখন তোমার সে অহঙ্কার কোথায়, শুক? তুমি আমায় ত্যাগ ক'র্‌তে চাচ্চ, কিন্তু আমি যে তোমায় ত্যাগ ক'র্‌তে পারি নাই! সংসারস্থ বস্তু মাত্রই আমার ভালবাসার ধন! আমার এই ভালবাসাই কার্য্য। আমি আমার এই ভালবাসায় ত্রিভুবনকে মুগ্ধ রেখেচি। সংসার! এখন বুঝ্‌তে পেরেচ যে, আমি কে? এখন বুঝ্‌তে পেরেচ যে, জিতেন্দ্রিয়

মহাপুরুষগণ আমাকে কিরূপে ত্যাগ করেন? এখন বুঝ্‌তে পেরেচ যে, আমার কতদূর মহিয়সী শক্তি। শুক—চিনেচ কি?

শুকদেব। মা গো! এবার তোমায় চিনেচি মা! মা মহামায়া গো! আমি অধম, আমি তৃণ, তোমার তত্ত্ব কিরূপে বুঝ্‌বো মা! শিবে! নারদাদিও তোমার মহিমা বুঝে না। মা মোহময়ী আদ্যাশক্তি! তোমায় আমি কোটী কোটী বার প্রণাম করি! (প্রণাম) দেবি, আমায় মায়ামুক্ত কর মা! এবার বুঝেচি মা, তোর চরণ সাধনা না ক'র্‌লে জীবের কোন শক্তি নাই যে, তোর মায়াজাল ছিন্ন ক'রে এক পদ অগ্রসর হ'তে পারে। মা! মা! আমি পুত্র, আমায় ত্রাণ কর দেবি!

যোগমায়া। শুক! আর ভয় কি! মায়া তোমার জন্য অনেক ক্লেশ সহ্য ক'রেচে; কিন্তু তুমি সকল পরীক্ষাতেই উত্তির্ণ হ'য়েচ! যাও মহাপুরুষ, সংসারের দুর্ভেদ্য জাল হ'তে মুক্ত হ'য়ে যাও! তোমার মুক্তিপথের দ্বার উন্মুক্ত হ'য়েচে! আজ হ'তে মায়া তোমার দাসী। যাও জিতেন্দ্রিয় চিরকুমার মহাযোগি! এবার নিরানন্দময় জগতের নরকময় কুপ হ'তে নিত্য প্রেমময় দেবদুর্লভ নন্দন-কাননে পরিভ্রমণ কর গে! বৈরাগী মহাপুরুষ! তোমার অনন্ত শক্তির নিকট মায়াশক্তি পরাভব স্বীকার ক'র্‌লে! তোমার সে অসাধারণ ব্রহ্মশক্তিকে আমারও অনন্তকোটী বার প্রণাম! (প্রণাম) এস বৎস!

শুকদেব। চল মা!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুরুজাঙ্গাল।

ব্যাধের প্রবেশ।

ব্যাধ। এক রোজ লয়, দো রোজ লয়, তিন তিন রোজ রে বাবা, তিন তিন রোজ, গোটা খুপ সাঁজরে—দেখ্ লারাণবাবা! তোরে মুই কিচ্ছুমিচ্ছু খাওয়াতি পার্‌নু নি! তোরে কত্তি ভুক্ লেগেচেরে বাবা! তোরে এ গোলক ধাঁধায় ধোঁকার টাট আড়্‌তে হয়, কত্ত বোড়লোকের সর্ব্বস্ব লুট্‌তে হয়, কত দুঃখী গরিবকে তোরে কৌড়ী দিয়ে মুন রাখ্‌তে হয়, তোরে কত্ত খাটাখাটুনি খাট্‌তে হয় রে! না জানি তো বাপ্‌পোকে কত্তি ভুক্ লাগিচেরে বাবা! মোর ছাওয়ালগুলার ভুক্ লাগ্‌লে তো হামি দেখ্‌খেচি, মুখটা তাদের শুক্‌নো হয়, আঁখ্‌ভরা জল পোড়ে, বাক্‌গুলা, যোখোন বোলে, তোখন হামার পরাণটা যেন রে এ গোলক-ধাঁধা ছোড়ে কোথায় চ'লে যায় বাবা! দেখ্ লারাণ বাবা, তেমনি তোর মুখখানা হোয়েচে! তেমহিনি তোর ভুক্ লেগেচে, তুই লুটলুট ক'রে বেড়াচ্চিস্ রে বাবা! হামি আর পাক মারি না, পাকের পোরাণ, আর হামার পোরাণ সমান বোলে, পাক মার্‌তে হামার পোরাণ বোড়ই কাঁদে রে বাবা! মুই তিন তিন রোজ কিছু খাই নি, হাটবাজার যাই নি, কোথাও কিছু পাই নি, তবু পাক মারি নি, বাবা! না খেত্তে পেলেও বুকে দুটো হাত ছাপা দিয়ে পোড়ে থাক্‌বো, তবু হামি আর পাক মার্‌বো

নি! দেখ্ লারাণ বাবা, হামার ছাওয়ালরা না খেত্তে পেয়ে ম'রে যাক্, মুই খেত্তে না পেয়ে ম'রে, মশানের দানা হ'বো, কিন্তু রে বাবা, তোরে মুই তিন তিন রোজ খাওয়াতে পারি নি! তেহারি লাগি হামার পোরাণ কিমন বে-এক্তার হ'য়েচে রে বাবা! পরাণে কিচ্ছু ভাল লাগে নি! পেটের ভুক্ সমজাই নি! দেখ্ লারাণ বাবা, আজু কিচ্ছু মিচ্ছু মিলায়ে দে, হামি তোর চাঁদপারা মুয়ে দিয়ে পোরাণ মোর ঠাণ্ডা করি। দেখ্ লারাণ বাবা! হামি তোরে খেত্তে দিই বোলে, মোর জাতি ভাই মোরে কত্ত বোলে, কিন্তু হামি যোখন তোরে ধোরেচি, কিচ্ছুতে ছাড়্‌বো নি, লয় পোরাণ যাবে! যাক্, তোর যা খুসি তাই ক'রিস্। আজু রোদের বড় ঝাঁওয়াল! বড্ড তেষ্টা পাচ্চে! বোড় বোড় বনবরার মত দাঁতগুলো বের ক'রে, বোড় বোড় গাছগুলো দাঁড়িয়ে র'য়েচে! গাচ্চে একটা ফল পাকুড় লেই; বনে যেন আকাল লেগেছে রে বাবা! দেখ্ লারাণ বাবা! এখনও দে, একটা ফল দেখায়ে দে, হামি পাড়ি। তোর শুক্‌নো মুয়ে দি। দেখ্‌খি দেখ্‌খি, লারাণ বাবা যেন বোলে দিচ্চে, ঢুঁড়ে দেখ্! দেখ্‌খি—দেখ্‌খি (ভ্রমণ ও গাছের প্রতি দৃষ্টিপাত)।

শুক ও তীর্থের প্রবেশ।

তীর্থ। ব্যাসকুমার! আত্মগ্লানি কেন ভাই? সংসার-তত্ত্বজ্ঞ মহর্ষি ব্যাসের নিকট শিক্ষা গ্রহণ ক'রেও কি সংশয়জাল ভেদ ক'র্‌তে সমর্থ হও নাই?

শুকদেব। তা নয় ভাই তীর্থ! আজ আমার বিষম ভ্রমের ছায়া হৃদয়-দর্পণ হ'তে অপসৃষ্ট হ'য়েচে। তা নয় ভাই তীর্থ! আমি

শূন্য কলস! জলে নিমগ্ন হ'তে না হ'তেই আমার শূন্যতার পরিচয় আপনিই দিচ্ছিলাম। ব্রহ্মজ্ঞান আমার বিন্দুমাত্র ঘটে নাই! বৈরাগ্য আমা হ'তে সম্পূর্ণ পৃথক্, অথচ আমি বৈরাগী ব'লে মনে মনে অহঙ্কৃত হ'তেম। সংসারীকে আমি ঘৃণা ক'র্‌তেম; কিন্তু বৈরাগ্য কথায় হয় না, বনে হয় না, মনে হয়। কিন্তু মন আমার আসক্তিময়; সত্য ব'ল্‌চি ভাই তীর্থ, আমি যে মায়ার ভয়ে ষোড়শবর্ষ মাতৃগর্ভে ছিলাম, সেই মায়া হ'তে আমি বিমুক্ত নই! পিতা যখন আমায় ভাগবৎ শিক্ষা দিলেন, শিক্ষাই ক'র্‌লাম, হায়! সারমর্ম্ম কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না! কিন্তু পিতাকে তা বুঝ্‌তে দিলাম না! পিতা ব'ল্লেন, ভাগবৎ অধ্যয়নে চিত্তাবর্জ্জনা দুর হ'য়ে চিত্ত জ্যোতিঃশালী হয়, মনে তমোভাবের ভাব দুর হ'য়ে, সত্ত্বঃগুণোদয় হয়, কিন্তু অহঙ্কারীর কি হয়? হায় হায়! অধমকে তা প্রত্যক্ষ কর। তার পর শোন ভাই তীর্থ! সংসারীর প্রতি যে আমার ঘৃণা ছিল, পিতা বোধ হয় তা বুঝ্‌তে পেরেছিলেন, তাই মহাতত্ত্বজ্ঞ পিতা আমায় দয়া ক'রে, সেই মোহ-বিকার খণ্ডনের জন্য মহর্ষি জনকের নিকট প্রেরণ করেন। ভাই রে তীর্থ! সেই পুণ্যশ্লোক প্রাতঃস্মরণীয় আদর্শ মহাপুরুষের দর্শনে আমার সে ঘৃণা দুর হ'য়ে, আপনার নিজের প্রতি অতি ঘৃণাই হ'য়েচে। আমি অধম, আমি নারকী। একটী তৃণেতেও আমা অপেক্ষা অনেক গুণের গুরুত্ব অধিক। সেই মহাপুরুষ আমায় ব'লেচেন, ভক্তিশিক্ষা না হ'লে এই কলুষময় সংসারে সেই শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দ লাভ করা যায় না। ভাই তীর্থ! বল বল, ভক্তি কি পদার্থ? আমায় ভক্তিশিক্ষা দাও।

গীত।

বল্ তীর্থ কিসে হয় ভাই ভক্তির সঞ্চয়।
কোন্ সাধনে সে শ্যামধনের পাবো আমি পদাশ্রয়॥
শুনিলাম জনক-উক্তি, ভক্তি বিনা নাই রে মুক্তি,
সব বৃথা যুক্তি—
আমার বৃথা ত্যাগ-আসক্তি, যদি ভক্তিহীন হয় রে হৃদয়॥
বৃন্দাবন কি মথুরায়, কোথায় ভক্তি পাওয়া যায়,
বল্ ভাই উপায়—
এ অনুপায়ে যদি তোর কৃপায় পাই রে, কৃপাময়ের অভয়॥

তীর্থ। ব্যাসনন্দন! ভক্তি পদার্থ কি? বড়ই গুরুতর প্রশ্ন! তবে স্থূলতঃ উপদেশ গ্রহণ কর। "পূজ্যেষু অনুরাগঃ ভক্তি" পূজনী-, য়ের প্রতি অনুরাগই ভক্তিবাচ্য। শিষ্ট প্রয়োগ, "ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতু সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ। তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিঃ সাধন ভূয়সী।"

শুকদেব। ভাই তীর্থ! বিষ্ণুসেবা ভিন্ন ভক্তি হয় না, ইহাই শ্রুত ছিলাম। কিন্তু "পূজ্যেষু অনুরাগঃ ভক্তি" শ্লোকার্থে তদ্ভাব তো বোধ হ'চ্চে না। তাই ভাই তীর্থ—

তীর্থ। না ভাই! ইতরেষু ফলেষু এব অনুরাগঃ নতু বিষ্ণৌ।
ফলাভাবে ভক্তি ত্যাগাদিত্যেবা॥
ব্যাসনন্দন! কেবল বিষ্ণুসেবায় ভক্তি হয় না, ইতর ও ভদ্র-প্রতি অনুরাগও ভক্তি। ফল-অভাবহেতু ত্যাগ-স্বীকারে ভক্তি হয় না, অভাব ও স্বভাব উভয় অনুরাগের নামই ভক্তি।

শুকদেব। তবে ভাই তীর্থ! তোমার কথার ভাবে সম্পূর্ণ বোধ হয়, ভক্তি একরূপ নয়।

তীর্থ। সত্যই ব্যাসকুমার! ভক্তিযোগ বহুবিধ মার্গৈর্ভাবিনী ভাব্যতে। স্বভাবগুণমার্গেণ পুংসাভাবো বিভিদ্যতে। মার্গৈঃ প্রকার বিশেষৈঃ। তানেবাহ স্বভাবভূতা যে গুণাস্তেষাং মার্গেণ বৃত্তি-ভেদেন ভাবঃ অভিপ্রায়ঃ ফলসঙ্কল্প ভেদাদ্ভক্তি ভেদ ইত্যর্থঃ। ভক্তিযোগ বহুবিধ। বিশেষ বিশেষ মার্গ দ্বারা প্রকাশ হ'য়ে থাকে, অতএব স্বভাবস্বরূপ যে সকল গুণ, তাদের বৃত্তিভেদে পুরুষের অভিপ্রায় ভিন্ন ভিন্ন হয়, অর্থাৎ পুরুষের গুণানুরূপ ফল সঙ্কল্পভেদে ভক্তির ভেদ হ'য়ে থাকে। শুন্‌লে ব্যাসকুমার!

শুকদেব। তাহ'লে বল ভাই তীর্থ! সঙ্কল্পভেদে ভক্তি কয়রূপ?

তীর্থ। শোন ব্যাসতনয়! তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক, সাধা-রণতঃ এই তিনরূপ ভক্তি।

শুকদেব। তমঃ, রজঃ সত্ত্ব ভেদে ভক্তি কয়টী বিশেষরূপে বর্ণন কর।

তীর্থ। অভিসন্ধায় যদ্ধিংসাং মাৎসর্য্যমেববা। সংরম্ভী ভিন্ন দৃগ্-ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ। হিংসা বা দম্ভ কিম্বা মাৎসর্য্য ক'রে ক্রোধীপুরুষ ভেদদর্শনপূর্ব্বক আমাতে অর্থাৎ ভগবানে যে ভক্তি করে, এই ত্রিবিধই তামস ভক্তি। বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্য মেববা। অর্চ্চদাবর্চ্চয়েদ্‌যো মাং পৃথগ্‌ভাবঃ স রাজসঃ। অপর বিষয় অর্থাৎ আমা ভিন্ন অন্য দ্রব্যে স্পৃহা, অথবা যশঃ কিম্বা ঐশ্বর্য্য অভিসন্দে ক'রে ভেদদর্শনপূর্ব্বক প্রতিমাতে যে অর্চ্চনা করে অর্থাৎ ভক্তি করে, তার নাম রাজসঃ। কর্ম্মনির্হার-মুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণং যজেদযষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্‌ভাব স সাত্ত্বিকঃ। আর কর্ম্মনির্হার অর্থাৎ পাপক্ষয় অথবা ভগবৎ

প্রীতিকাম হ'য়ে, ভগবানেতে কর্ম্মফল সমর্পণ অথবা নিত্য বিধি-প্রাপ্ত-প্রযুক্ত অবশ্যই যজ্ঞ করণীয় ইত্যাদি বিধি উদ্দেশ ক'রে, ভেদদর্শনপূর্ব্বক যে ব্যক্তি যজ্ঞ করে অর্থাৎ ভক্তি করে, তার নাম সাত্বিক। ব্যাসকুমার! এই ত্রিবিধ ভক্তির মধ্যে প্রত্যেক ভক্তির তিন তিন রূপভেদ আছে, এইরূপে নবধা ভক্তি। আবার সেই নবধা ভক্তিতে একাশীতি প্রকার ভক্তি।

শুকদেব। ভাই তীর্থ! কে তুমি? সত্য পরিচয় দাও! তুমি কোন্ মহাপুরুষ? ভাই রে! পিতা ব্যাসের নিকট এই সব ভাগবৎ শ্লোক শিক্ষা ক'রেছিলাম, কিন্তু তাতেও প্রকৃত ভক্তি উপস্থিত হয় নাই। তুমি অধমকে পরিত্রাণ কর। ভাই তীর্থ! কিসে আমার ভক্তিশিক্ষা হয়, দাও! আমি জ্ঞানে ব্রহ্মপদার্থ-লাভে অগ্রসর হ'চ্চিলাম, কিন্তু ভক্তি-মিশ্রিত জ্ঞান না হ'লে, সে অতীত বস্তুলাভে কখন সমর্থ হওয়া যায় না। ভাই তীর্থ! দেখ দেখ, এই হিংসাজীবী ব্যাধ আমাদের আশ্রমে কোথা হ'তে উপস্থিত হ'লো।

তীর্থ। ব্যাসনন্দন! ব্যাধ-প্রকৃতি হিংসাময় হ'লেও, প্রকৃতি সমভাবে কখন অবস্থান করে না। এখন ব্যাধ-কার্য্য দর্শন কর।

ব্যাধ। দেখ্ লারাণ বাবা! তুই বনকে তো আকাল ক'রিস্ নি বাবা! তু ইমন রাঙা রাঙা হরেক্ রকম ফল লুকিয়ে লুকিয়ে রেখেচিস্ তো বাবা! হামি একটা ফল তোর মুয়ে আগে দুব বাবা! আহা রে নন্দদুলাল! মোর লারাণ বাবা! আহা রে মোর যশোদা-মায়ীর ছাওয়াল; তোরে মায়ী সকাল বেলায় ননী খাও-য়াতো, হামি, হামি তিন তিন রোজ কিচ্ছু মিচ্ছু খাওয়ানি! এই রাঙা ফলটা তোরে আজু খাওয়াব বাবা! তবে মোর

ভুক মিট্‌বে! তবে মোর পোরাণটা ধড়ে আস্‌বে! দেখ্‌ নারাণ বাবা, এই ফলটা যেন খুম মিষ্টি হয়। (ভক্ষণ)।

গীত।

কাঁহারে নন্দকুল-চাঁদা ময়ুর-পাখাধারি।
তুঁহারি লাগিয়ে পীরিতি-বিয়াধি বোড়ই হামারি,
বোড়ই হামারি॥
আজু বন্‌মে আনন্দ বাধায়ি, রসহোরি খেলিব কানায়ি,
লাল রঙ্গে রঙ্গে বন বিছায়ি, হাঁমি বামে হব কিশোরী॥
গোপী-সঙ্গে কত ঢুঁড়িবি রি, এত কি পীরিতি দেছে
তোরে আহিরী,
খাওয়াব ফল্‌টি আও রে বংশীধারি, আবা আবা খেলব
মুরারি॥

তীর্থ। শোন ব্যাসপুত্র! ব্যাধের বাক্য শোন!

শুকদেব। তা তো শুন্‌লাম ভাই, কিন্তু নীচের প্রকৃতি দর্শন কর! কৃষ্ণকে ফল অর্পণ ক'র্‌বে ব'লে, স্বীয় দগ্ধ উদরজ্বালায় নিজেই ভক্ষণ ক'র্‌চে।

তীর্থ। না ব্যাসকুমার! ব্যাধ-হৃদয়ে পরমা ভক্তি বিরাজমান! ঐ ব্যাধ ফলটী উৎকৃষ্ট কি নিকৃষ্ট, তা পরীক্ষা কর্‌বার জন্য নিজে ভক্ষণ ক'র্‌চে, পরে উৎকৃষ্ট বিবেচিত হ'লে, শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ ক'র্‌বে। ভক্ত উত্তম বস্তুই অগ্রে নারায়ণে অর্পণ করে।

শুকদেব। ভাই তীর্থ! আবার সংশয়জাল! উচ্ছিষ্ট কৃষ্ণকে দান!

তীর্থ। হা সন্দিগ্ধচিত্ত! ফলের উত্তমতা কিরূপে নির্ণয় হবে? তজ্জন্যই ভক্ষণ! ব্যাধের বাসনা কি—উদরজ্বালা নিবারণ না, শ্রীকৃষ্ণে ফল অর্পণ? ঐ দেখ, ব্যাধ আবার কি করে!

ব্যাধ। (ভক্ষণ করিতে করিতে কণ্ঠ টিপিয়া) হা—হা—হা, লারাণ বাবা! আপনার মাথা আপনি খান্থ বাবা! ও—বাবা—(ফল বাহিরকরণে চেষ্টা)।

শুকদেব। এ কি ভাই তীর্থ!

তীর্থ। ব্যাসকুমার! ব্যাধ যে ফলটী নিজে কটু কি মিষ্ট আস্বাদন ক'রে, শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ ক'র্‌বে ব'লে মুখমধ্যে দিয়েছিল, সেই ফলটী একেবারে কণ্ঠমধ্যে সহসা প্রবেশ ক'রেচে। শ্রীকৃষ্ণকে ফলটী অর্পণ করা হ'লোনা ব'লে, ব্যাধ স্বীয় হস্তে নিজ কণ্ঠ-দ্বার রুদ্ধ ক'রে, ফলটী বহির্পথে আন্‌বার চেষ্টা ক'র্‌চে! দেখ ভাই শুক! ব্যাধের উদ্দেশ্য কি মহৎ! ভাই রে, এর নামই নির্গুণ বা পরাভক্তি! এ ভক্তি যোগিগণেরও দুর্লভ! শুকদেব! দেখ, ব্যাধের উদরজ্বালা নিবারণের জন্য ফলভক্ষণ কি শ্রীকৃষ্ণে ফলঅর্পণ! আবার দেখ, কি অপূর্ব্ব ভক্তি! আবার এক-বার দেখ।

ব্যাধ। হ'লো না তো লারাণ বাবা! হামি যে তোরে কিচ্ছু না খাইয়ে, পেটে কোন রোজ কোন জিনিষ দি নাই বাবা! কি হোবে লারাণ বাবা! লা কিচ্ছুতেই ছাড়্‌বো না। এ ফল তোরে হামি, খাওয়াবোই খাওয়াব! একটা আধটা অস্তর টস্তর থাক্‌তো, হামি তা হ'লে এখ্‌খনি দেখ্‌তুম! এই—যে রে, একটা তালের বেল্লো পোড়ে নয়, হ'য়েচে রে, হ'য়েচে! হামার মনের সাধ মিটেচে রে, মিটেচে! আয় লারাণ বাবা! হামি

আজু মরি, তুই হামার হাতে থেকে ফলটা নিয়ে যা! হামি দেখ্তে দেখ্তে ম'রে স্বর্গে যাই। আজু এ কণ্ঠাকে এ বেল্লোয় ছিঁড়ে ফল বের ক'রে দোব! এই লে—(তালের বেল্লো লইয়া কণ্ঠ বিদীর্ণ করণ) লে—রে লে—রে লারাণ বাবা লে—লে—হামার সাধের ফল তু লে—হামি স্বর্গে যাই! দেখ্ লারাণ বাবা! হামি তোর লাগি জাহান দিচ্চি! তুই লে বাবা দয়াল! দয়াল! লে বাবা—এ পাঁকমারা শিকারী বোলে—যেন যশোদা-দুলাল, হামারে ঘেন্না ক'রিস্‌নে বাবা! এ চাঁদাচাঁড়ালের ফল লে বাবা, লে—হা লারাণ—লারাণ—(ফল বাহিরকরণ ও হস্তে রাখিয়া হস্ত প্রসারণ)।

তীর্থ। দেখ ব্যাসকুমার! একবার ব্যাধের পরাভক্তি কিরূপ পরীক্ষা কর! ঐ দেখ, ভক্তবৎসল জগন্নাথ, অভিন্ন-আত্মা ব্যাধের উচ্ছিষ্ট ফলগ্রহণের জন্য ব্যাধের ন্যায় ছিন্নকণ্ঠে ঊর্দ্ধশ্বাসে হস্ত প্রসারণ ক'রে আস্‌চেন!

ব্যাধের ন্যায় ছিন্নকণ্ঠে কৃষ্ণের প্রবেশ।

গীত।

কৈরে কৈ চাঁদাচাঁড়াল, আমি সেই নন্দদুলাল,
তোর সে লারাণ গোপাল, ব্রজধামে যেবা রাখাল।
তোর এঁটো ফল বড় মিঠে, তাই এনু রে খেতে ছুটে,
দে রে দে দাঁতে কেটে, আমি রে ভক্তির কাঙাল॥
ভয় কি বাপ আয় কোলে, গলা কেটে ফেলে, কেন
জ্বালা গলে, দিলি রে উহু জ্বলে, ডাক্ লারাণ বাবা

ব'লে, সকল জ্বালা যাই রে ভুলে, চল্ চল্ চল্ রে চ'লে,
গোলোকের হ'বি ভূপাল ॥
আমি ঐ ভক্তি তরে, বাঁধা ব্রজপুরে, তুচ্ছ নবনীর তরে,
যশোদা বাঁধে করে, নন্দের বাধা শিরে, নিলাম রে
অকাতরে, তেমনি তোর ভক্তিভরে, গলা কেটেচে
গোপাল ॥

তীর্থ। দেখ্‌লে ব্যাসনন্দন! পরাভক্তির অপূর্ব্ব ভাব দেখ্‌লে! ভক্তির অনন্যসাধারণ মহীয়সী শক্তি কিরূপ বুঝ্‌লে? এখন ভক্তি কি অপূর্ব্ব দ্রব্য আস্বাদন কর। জগৎকে গুরু কর,—এমন কি একটী তৃণও তোমার গুরু, এরূপ বিবেচনা কর; নিজে লঘু হও, দাস্যভাবে প্রাণকে নত কর; তাহ'লেই দেখ্‌বে, সেই শুভ্রা শীতলা মধুরা পীযূষাবরণা অলোক-আনন্দ-ময়ী বালিকা-রূপিণী ভক্তিদেবী তোমার হৃদয়াসনে মূর্ত্তিমতী অধিষ্ঠাত্রী দেবী হ'য়েচেন! তখন তুমি দেখ্‌বে, তুমি আনন্দময়, সেই সঙ্গে জগতও আনন্দময়! সকলেই সেই আনন্দময়ীর ক্রোড়ে নৃত্য ক'র্‌চে। ব্যাসনন্দন! তোমার অনন্ত পুণ্যে তোমার ভক্তিশিক্ষার পথ প্রশস্ত হ'য়েচে! এখন সেই পথে প্রবেশ কর।

শুকদেব। প্রভু! প্রভু! আমি অধম! আমি দাস! আমার গুরুত্ব নাই, তা আমি এবার উত্তমরূপে বুঝেচি! আমি তৃণাদপি তৃণ, তুচ্ছাদপি তুচ্ছ, শুকের সারত্ব নাই। প্রভু! তুমি সব! তোমাতে জগৎ! শুক সেই জগতের একটী অণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। হে নভস্পর্শী বিটপি! তোমায় আমার নমস্কার! হে পদবিলম্বী তৃণ! তোমায় আমার নমস্কার! হে তরুবেষ্টিতা লতিকে!

তোমায় আমার নমস্কার! শুকের অন্ত প্রণামের দিন! এস, যে যেখানে আছ, দাসের প্রণাম গ্রহণ কর। আমি অতি ক্ষুদ্র! প্রভু! প্রভু! আমি অতি ক্ষুদ্র! আমি দীনহীন কাঙাল! (সুরে)—প্রভু হে আমি তৃণ হ'তে তৃণ, অতি অধম, দাসের প্রতি সদয় হও হে! আমি এসেছি দূরদেশ হ'তে স্বদেশ ত্যজিয়ে—বিদেশে বাস করিতে! প্রভু হে! জগন্নাথ! প্রভু হে! এ বিদেশে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য। তাহে—মায়া—রাক্ষসী—সকলে মিলে আমায় অনাথ দেখে—করিছে পীড়ন। ও অনাথের ধন দীনবন্ধু! আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর হে! প্রভু, প্রভু! দীনে প্রসীদ প্রসীদ। (ধ্যানোপবিষ্ট)।

তীর্থ। যাও প্রেমের কাঙাল—তোমার প্রেমের অনন্ত দ্বার উন্মুক্ত হ'য়েচে। এবার রণে বনে সংসারধামে কোনস্থানে তোমার আর কোন ভয় নাই। মুক্তপুরুষ! এবার সংসারে লোক-শিক্ষা দাও! ভক্তির আলো বিস্তার কর! হে দেবগণ! আমি আপনাদের আদেশরূপ পাশবন্ধ হ'তে মুক্ত হ'লাম! যে কালবক্ষে আপনারা মহাত্মা শুকদেবকে স্থাপন ক'রেছিলেন, আজ সেই শুকদেব কালের অনন্ত বক্ষ-সমুদ্রে সেইভাবে বর্ত্তমান! মধ্যে যে চঞ্চলভাব হ'য়েছিল, তা কালের অসীম প্রতাপ-মহিমা বোঝাবার জন্য, এখন মুক্তপুরুষ কালকে জয় ক'রে, সেই কাল-বারণ মধুসূদনের হৃদয়-রাজ্যের রাজা হ'লেন। আসুন, সাধুগণ! আজ কালের সহিত এই কালজয়ী মহাপুরুষ শুকদেবকে ভক্তিভরে নমস্কার করি। (প্রণাম)। আর না! অনেক কাল অতিবাহিত ক'রেচি, আজ আবার এক মহাপুরুষের কাল-প্রাপ্তির দিন উপস্থিত! চন্দ্রবংশের বংশধর অভিমন্যুপুত্র

পরম ভাগবৎ মহারাজ পরীক্ষিত অন্ত ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হ'য়ে, গঙ্গা-তীরে প্রায়োপবেশনের জন্য আগমন ক'র্‌চেন। অহো! মর্ত্ত্যে ভাগবৎপ্রকাশ! দেবকুলের এখন এ উদ্দেশ্যটী পূর্ণের অভাব আছে। যে পীযূষগর্ভ ভাগবৎশাস্ত্র সর্ব্ব-পুরুষার্থপ্রদায়ক বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফল; যাহা ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মা আপন প্রিয়তম পুত্র নারদকে প্রদান করেন, পরে নারদকর্ত্তৃক তদীয় প্রিয়-শিষ্য মহর্ষি ব্যাস প্রাপ্ত হন, পরে ব্যাসকর্ত্তৃক তদীয় প্রাণাধিক পুত্র এই গোস্বামী শুকদেব প্রভু প্রাপ্ত হ'য়েচেন, সেই অমৃতময় ভাগবৎরস ইঁহারই মুখনিঃসৃত হ'য়ে, অবনীমণ্ডলে অখণ্ডরূপে পঠিত হ'য়ে, রসবিশেষ ভাবনাচতুর পুরুষগণ অমৃত-দ্রব-সংযুক্ত রসময় ফল, মোক্ষ পর্য্যন্ত মুহুর্মুহু পান ক'র্‌বেন! ইহা দেবগণের বাঞ্ছা—এবার সেই বাঞ্ছা পূরণের দিন উপস্থিত! অভিমন্যু-নন্দন রাজা পরীক্ষিৎ মহাপুরুষও এক মহাপুরুষের দর্শনের অপেক্ষায় এখনও জীবনত্যাগ করেন নাই। আজ এই মহা-পুরুষকে সেই মহাপুরুষের নিকট ল'য়ে গিয়ে, জগতে এক মহাশিক্ষার পথ প্রসার ক'র্‌বো! ব্যাসকুমার! মহাধ্যানে মহাসুধা পান কর! কিন্তু প্রভু! কালের নিবেদন—যেন কালের আশা পূর্ণ হয়।

[প্রস্থান।

গন্ধর্ব্ব কন্যাগণের প্রবেশ।

গীত।

মলয় বায় বইছে তর্ তর্, শিউলি ফুল ঝুর্‌ছে ঝর্ ঝর্।
কুড়িয়ে নে সই, কুড়িয়ে নে সই, আঁচল ভর্, আঁচল ভর্॥

মরে যাই ফুর্‌ফুরে হাওয়া, চোঁচা মেরে উধাও হ'য়ে
লুকিয়ে চল্‌ কায়া, সামলাস্‌ সই পাখ্‌নায় যাওয়া,
ব'লে চল্‌ সর্‌ সর্‌ সর্‌॥
পোড়া নর চাস্‌ না চোখ চেয়ে, মোদের দেখে ঘূর্‌বে
মুণ্ডু জ্বল্‌বে প্রেম হিয়ে, আল্‌কুসি হায় রাজার মেয়ে,
আলোয় আলোয় যা রে ঘর॥

চামেলি। কুহেলি, কুহেলি, বিজলি লো, উহু সই, মরি লো মরি লো মরি লো!

গন্ধর্ব্বকন্যাগণ। চামেলি, কেন লো, কেন লো, কেন লো!

চামেলি। (স্বগতঃ) সইয়েরা বোঝেনা যখন, মরম আগুন থাকুক মরমে তখন। না লো—না লো—না লো, মাথাটা কেমন হ'লো! তাই এলো কথা এলোমেলো।

১ম গন্ধর্ব্বকন্যা। আলো চামেলি, দেখেচি অনেক রাজার কন্যে, কিন্তু লো চামেলি, তুই বড় ঢলানটা ঢলালি।

২য় গন্ধর্ব্বকন্যা। বয়েস পনর বছর, কথার টুক্‌রো রসের সাগর,
বলিস্‌ মুখ ফুটে, বিয়ের ইচ্ছে নাই মোটে।
ক'র্‌লি বিয়ের পণ, রাজা বাপ্‌ও তেমন,
নিত্যি আনে রাজার ছেলে, তুই দিস্‌ পায়ে ঠেলে।
কিছুতে তোর মন উঠে না, কারো রূপে তোর মন মজে না।
আহা কন্দর্পের মতন চেহারা, তোর গোলাম হ'তে চায় তারা,
তুই এমনি দুষ্ট মেয়ে, ঠারা চোখ চেয়ে, দিলি তাদের মাথা খেয়ে,
কেউ ম'লো তারা ডুবে জলে, কেউ বা গিয়ে গরল খেলে।
মর্‌বার কালে সবাই মিলে, এই ব'লে তারা শাপ দিলে,

দেখ গন্ধর্ব্বকন্যে, দিলি যেমন জ্বালা, তেমনি পাবি না দিতে বরে মালা। আইবুড়োতেই কাটবে দিন!

৩য় গন্ধর্ব্বকন্যা। তেমনিও তোর হ'য়েচে, পোড়া জগতে কি আর বর র'য়েচে!

৪র্থ গন্ধর্ব্বকন্যা। এখন কাঁদ্, কোথা পাবি চাঁদ!
চাঁদ তো আর ঘরের ধন নয়, এতে চাঁদ, পাত্তে হয় ফাঁদ।

চামেলি। কুহেলি কুহেলি বিজলি লো, উহু সই, মরি লো মরি লো মরি লো।

১ম গন্ধর্ব্বকন্যা। ষাট্ ষাট্ ষাট্, এমন রূপের হাট, কর্ প্রেমের নাট।

চামেলি। (স্বগতঃ) আর পারি না থাক্‌তে, সয়েরা এখনও পায়না দেখ্‌তে, মোর উঠিছে পরাণ মেতে। ঐ মোর পতি—আমি পতি ব'লে নিলাম মনেতে। সখি রে, সখি রে, হের রে রূপ! নিয়ে আয় সই, ঐ যোগী সনে মাখি ভস্মস্তূপ। দাসী হবো ওর রূপের পায়, এইতো মিলায়েছে সই, নিধি বিধাতায়।

গন্ধর্ব্বকন্যাগণ। কি লো, কি লো, কি লো! কাকে দেখে এমন হ'লিলো—আ মরি আ মরি! কি রূপের ফোয়ারা, পুরুষরূপেতে নারী-মনোহরা।

গীত।

আ মরে যাই, কি রূপ ভাই, সখি রে ধর্ ধর্ ধর্।
হান্‌লে মদনবাণ সই, কাড়িল প্রাণ, কাঁপে অঙ্গ
থর্ থর্ থর্॥
মজালে সই অই আঁখিঠারে, পোড়া নারী ঘরে কি

থাক্‌তে পারে, বাসনা যে করে, থাক্‌তে পায়ে প'ড়ে,
রাজার ঝি নে লো রাঙা বর।

শুকদেব। আমরি কি সুন্দর মুখখানি!

গন্ধর্ব্বকন্যাগণ। এই লো, এই লো, এই লো, ফাঁদে প'ড়েচে তোর গুণমণি।

চামেলি। (স্বগতঃ) প'ড়েচে কি ফাঁদে গুণমণি! আমি ভাগ্যিমানী, আমি ভাগ্যিমানী! (প্রকাশ্যে) বল বল গুণমণি, দাসী আমি, এত কি সুন্দর এই মুখখানি?

গন্ধর্ব্বকন্যাগণ। ভাল ক'রে দাঁড়া লো—

শুকদেব। (সুরে) আহা কি বদন, কোন্ মহাজন, করিল সৃজন,
এতই সুন্দর ক'রে,
বল সুন্দরি রে, কোথা গেলে তাঁরে, পাব সেই নিধি,
পাপ-নয়নে হেরিবারে।
আহা চমৎকার, এ সৌন্দর্য্য যাঁর, স্ব-করে সৃজন,
না জানি কেমন তিনি,
তব পায়ে ধরি, বল রে সুন্দরি, কোথা সে পুরুষ,
যার লাগি বনে আমি।

গন্ধর্ব্বকন্যাগণ। এ কি লো—মিন্‌সে কি বলে!

২য় গন্ধর্ব্বকন্যা। কথা শুনে রাগে অঙ্গ ফুলে।

চামেলি। যা তোরা চ'লে, তোদের কথা শুনে আমার গা জ্বলে।

গন্ধর্ব্বকন্যাগণ। গীত।

জ্ব'ল্‌বে জ্ব'ল্‌বে জ্ব'ল্‌বে, আবার কত ব'ল্‌বে ব'ল্‌বে ব'ল্‌বে।
দিনকতক বাদে আবার, কত জ্বালা সইবে সইবে সইবে॥

এখন জোৎস্নায় ফিং ফুটেচে, আর কি নিবিড় আঁধার মনে
আছে, আবার একটু থেকো, সরম ঢেকো,
আবার মেঘে ছাইবে, ছাইবে, ছাইবে।
মানুষে কি প্রেম জানে গো, তার চেয়ে সই মরণ ভাল,
দেখো দেখো দেখো, থেকো থেকো থেকো,
(বাসি হ'লে গরীব কথা) ভাল লাগ্‌বে লাগ্‌বে লাগ্‌বে॥

[প্রস্থান।

চামেলি। আমি তোমালাগি পাগলিনী, তুমি মম স্বামী! ভজেচি তোমায় আমি!

শুকদেব। কে তুমি সুন্দরি!

চামেলি। আমি গন্ধর্ব্বরাজকন্যা, আজ আমি ধন্যা। তোমার মত স্বামী ল'য়ে গেলে গন্ধর্ব্বকুল ধন্য হবে। (অঙ্গভঙ্গী)।

শুকদেব। (সুরে) রহ স্থির হ'য়ে স্থিরা সৌদামিনি, তব বক্ষ মধ্যে কি অমূল্য মণি, দেখি দেখি সুন্দরীরে—কি দেখাও মোরে, গেছি স্তন হেরে, আমরি আমরি রে!

চামেলি। বিলাসীর ধন! রমণীর স্তন।

শুকদেব। নাহি কি অন্যের প্রয়োজন?

চামেলি। শিশুর জীবন-কারণ।

শুকদেব। (সুরে) জানি জানি রে, ও যে আমার মদন-মোহনের সংসারের জীবের সার অমূল্য নিধি! আ মরিরে! শিশু হ'তে না হ'তে ঐ রমণীর স্তনেতে, তাঁর অপূর্ব্ব করুণাতে—ওরে, ওতে যে ছয় মাসের অগ্রে শিশুজীবনের মূল সঞ্জীবনী শক্তি পীযূষরাশি ঢেলে রাখেন রে—সুন্দরি রে—তোমাদের প্রতি তাঁর এতই

বিশ্বাস! তোমরাই সংসারে তাঁর প্রিয়তমা ধন। সুন্দরি রে! যদি এলে দয়া ক'রে, তবে দয়া ক'রে ব'লে দাও—কোথায় আমার সেই পদ্মপলাশলোচন হরি আছেন! আ মরিরে, দয়ালের করুণার সীমা নাই রে—দয়া-ভাগীরথী তাঁর, অনন্ত দিকে অনন্তদেশে প্রবাহিত হ'চ্চে রে—হরিবোল হরিবোল হরিবোল।

(ধ্যান)।

চামেলি। একি হ'লো—এ কি পাগল! আমি রূপেই হ'লাম চঞ্চল! এখন করি কি! আমি গন্ধর্ব্বরাজার ঝি। হায়! পতি আমার জুট্‌লো না, কপালে সুখ ঘট্‌লো না। কপালে সুখ নাই, কিন্তু এই আমার পতি, এর গলায় মালা দিয়ে যাই। (মাল্যদান)। যোগী যদি গুণমণি, আমিও হবো যোগিনী। (গমনোদ্যত)।

যোগসিদ্ধি ও চন্দ্রায়ণের প্রবেশ।

যোগসিদ্ধি। কে বা চাঁদের হাসি, মন মিছ্‌রি পদ্মফুলের মাছি!

চন্দ্রায়ণ। তুমি কে বাবা শঙ্কর চিলের পিসি, রূপের ফোয়ারায় বন আলো ক'রে র'য়েচ!

উভয়ে। স্বস্তি, স্বস্তি।

চামেলি। কে আপনারা?

যোগসিদ্ধি। আমরা প্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রেরিত! শ্রীকৃষ্ণকে চেন?

চন্দ্রায়ণ। সেই বিনোদ ত্রিভঙ্গধর, মুরলীবাদনকারী, যিনি এইভাবে নাড়ুগোপাল। (অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন)।

চামেলি। (স্বগতঃ) ও মা, তাইতো এরা কারা! এ যে দুষ্টের চেহারা! যাই হোক্ রহস্য দেখি। (প্রকাশ্যে) শ্রীকৃষ্ণকে চিনি আর নাই চিনি, শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে কিজন্য প্রেরণ ক'রেচেন?

যোগসিদ্ধি। তোমার দুঃখমোচনের লাগি। তিনি ভক্তবৎসল! বিমানচারী! তিনি বিমান থেকে সকলই প্রত্যক্ষ ক'রেচেন! বড়ই তোমার কষ্ট!

চামেলি। তোরা তো বড় দুষ্ট! কিসের কষ্ট?

চন্দ্রায়ণ। এই শুকদেব গোস্বামীকে তুমি বিবাহ ক'র্‌তে মনস্থ ক'রেচ নয়? তিনি অন্তর্য্যামী কি না; তোমার অন্তরের কথা তিনি সব জান্‌তে পেরে দুঃখিত হ'য়ে ব'ল্‌লেন, "বাপ্‌ রে যোগসিদ্ধি, চন্দ্রায়ণ! তোমরা পরমভক্ত যোগী, একটী কার্য্য কর; ঐ যে কামপরায়ণা সুন্দরী, শুকের নিকট হ'তে হতাশ্বাসিত হ'য়ে গমন ক'র্‌চেন, তোমরা ওঁকে নিয়ে ভজনা কর!" তাই ব'ল্‌ছিলাম সুন্দরি! প্রসন্না হও।

যোগসিদ্ধি। আমরা রমণীর মর্য্যাদা বুঝি প্রিয়ে! বুঝ্‌লে? ও বেটা গোঁসাই মানুষ, প্রেমের কি বুঝে?

চন্দ্রায়ণ। হা দেখ প্রিয়ে! তোমার ঐ ডানা দুটো দিয়ে, আমায় একটু বাতাস কর দেখি! বড্ড গরমাই। ঠাণ্ডা কর বিধুমুখি!

যোগসিদ্ধি। দেখ, সুন্দরি! ভগবানকে ক্রোধিত ক'রো না, আমরা তাঁর প্রেরিত! তাঁর আদেশ লঙ্ঘন ক'র্‌লে, বড়ই পাপ হবে।

চামেলি। (স্বগতঃ) মন্দ নয়! দুটো মিন্‌সে তো খুব চালাকি ক'র্‌চে! দেখি, স্পর্দ্ধা কত। আর যদি তেমন হয়, তা হ'লে গন্ধর্ব্বদিগে এখনি ডাক্‌বো। (প্রকাশ্যে) বলি, তোদিগে ভগবান্‌ পাঠিয়েচেন? তিনি অন্তর্য্যামী, আমার কে পতি, তা তো তিনি চিনেন!

উভয়ে। কে তোর পতি?

চামেলি। ঐ যে ব'সে। চাস্‌নি, চাইলে যাবে চোক খ'সে।

উভয়ে। যাবে চোখ খ’সে! তবে দে ওর গায়ে পাখীর গু ঘ’ষে। (তথাকরণ)।

চামেলি। কি পাপিষ্ঠ! তোরা যোগীর গাত্রে পাখীর বিষ্ঠা দিচ্চিস্!

উভয়ে। কি বটে চালাকি! আমাদিগে বুঝি চিনিস্ নি! আমরা নাস্তিক! এ—ও চোপ্‌রাও হরিনাম! সুন্দরি, আমাদিগে ভজনা কর।

চামেলি। কি দুর্বৃত্ত! আমায় তোরা চিনিস্ না! আমি গন্ধর্ব্বরাজ-কন্যা! আমায় অসহায় বিবেচনা ক’রে, আমার অপমান ক’চ্চিস্! ওরে পাপিষ্ঠ! স্ত্রীলোকের কি পতি দুটো হয়? যে সতী নারী, সে কি পরপুরুষে মজে? আমায় অসতী বিবেচনা ক’রিস্ না;—এই যোগী আমার পতি! আমি ঐ পদে জীবন যৌবন সকল সমর্পণ ক’রেচি! দেখ্ পাপিষ্ঠ! তোদের দুর্গতি কি! কৈ, কৈ, গন্ধর্ব্বেরা, দেখ, মানবে আজ তোমাদের রাজকন্যার কি অবমাননা ক’রচে।

বেগে গন্ধর্ব্বগণের প্রবেশ।

গন্ধর্ব্বগণ। আরে আরে চামেলি! কেন তুই ডাকিলি? বল্ বল্, কৈ তারা?—তারা মানুষ না পশু?

যোগসিদ্ধি ও চন্দ্রায়ণ। এ—ও চোপ্‌রাও—আমাদের প্রিয়াকে কোন্ শালা নেবে রে—এ ও—

গন্ধর্ব্বগণ। এই যে দুটো পশু, মেয়েমানুষের উপর অত্যাচার! এই রে—ধর্, তবে রে পশু—(গলা টিপিয়া প্রহার)।

যোগসিদ্ধি ও চন্দ্রায়ণ। গেছি, গেছি! ঐ মেয়ে আমাদের মাসি! দোহাই বাবারা ছেড়ে দে!

১ম গন্ধর্ব্ব। ছাড়্‌বো—তোমায় মাটিতে পুঁৎবো। (প্রহার)।

যোগসিদ্ধি। বাপ্‌রে বাপ্‌—বাপ্‌রে বাপ্‌—যাই—জল।

২য় গন্ধর্ব্ব। কেমন শালা, খা কাণম'লা! (প্রহার)।

চন্দ্রায়ণ। বাপ্‌রে বাপ্‌—যাই—জল।

গন্ধর্ব্বগণ। কেন চামেলি, তুই বনে এলি? চল্ চল্ চল্।

[চামেলিকে লইয়া গন্ধর্ব্বগণের প্রস্থান।

যোগসিদ্ধি ও চন্দ্রায়ণ। কে কোথা আছিস্ বাবা—একটু—জল—বাবা! কোমর ভেঙে গেছে—জল—দাও—জলদাও—জলদাও—প্রাণরক্ষা কর!

শুকদেব। আহা, কে আর্ত্ত তোমরা! এ বনমধ্যে জল প্রার্থনা ক'র্‌চ?

উভয়ে। পরে বল্‌চি! একটু জল দিয়ে আগে আমাদের প্রাণরক্ষা কর! ছাতি ফেটে যাচ্চে—জল—দাও—জল দাও—জল দাও?

শুকদেব। অহো কোথা পাই জল!

জল নাই আশ্রমে আমার—

বনমাঝে নাহি সরোবর, জল কোথা পাবো!

অহো, জলাভাবে যাবে দুটী প্রাণী!

কিসে রক্ষা পাইবে বিপন্ন জন!

প্রভু! প্রভু! দাও কৃপাবারি—

গীত।

প্রভু দেহি কৃপাবারি।

মরিলে আশ্রিত জন, কে ব'ল্‌বে হরি আশ্রিত-ভয়-নিবারী॥

বিপন্ন আশ্রমে এসেছে তৃষ্ণায়, কেমনে বৈমুখ করি হে তাহায়, তুমি যার সহায়—

মম দোষ হায়, কেউ দিবে না ধরায়, কলঙ্ক হবে তোমারি ॥
জল বলি জীব ত্যজিছে জীবন, কৈ হে জীবন ব্রজের জীবন, রাধা-রঞ্জন—
কৃপা-করে তুলি, দাও অঞ্জলি অঞ্জলি, তব প্রেম-জল যমুনারি ॥

যোগসিদ্ধি। কি বেটা! জল দিলি না? ওরে, এ বেটা আমাদের শত্রু! বেটা সেই ছুঁড়িটাকে ভিতরে ভিতরে পটিয়ে আমাদিগে মার খাওয়ালে! এই শালা যদি বনে না আস্‌তো, তাহ'লে আমরাই ছুঁড়িটাকে পেতাম। তা হ'ত্তে দিলে না। মার্‌ শালাকে—এই দণ্ডে বেটার মুণ্ডপাত কর—এক সঙ্গে তিনজনেই মরি।

উভয়ে। তবে রে শালা—(শুকদেবের মস্তকে দণ্ডাঘাত ও শুকের মস্তক হইতে রক্তপতন)।

শুকদেব। প্রভু—প্রভু—বিপন্ন এ জন—
অসহ্য তৃষ্ণায় জ্ঞানশূন্য হ'য়ে
ক'রেচে আঘাত মোরে!
আহা! ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য দুই জন!
মদনমোহন নাহি দোষ ল'য়ো অভাগার।
অহো! দারুণ আঘাত! এই যে রুধির স্রাব—
প্রভো! পাইয়াছি এবে তব কৃপাবারি,
পাইবে জীবন রক্ষা—এই শোণিত-ধারায় দুই জীব তব।
ভাই রে! কর জলপান, কর তৃষ্ণা দূর—
প্রভু মোর সদয় হইয়া দিল শান্তিজল—
তোমাদের প্রাণ-রক্ষা-হেতু।

পিয়ে বারি, কর আত্মারে শীতল! (শোণিতপ্রদান)।

উভয়ে। আঃ, আঃ প্রাণরক্ষা হ'লো! কোথা হ'তে এলো জল?

শুকদেব। কর জলপান ভাই! (শোণিত প্রদান)।

যোগসিদ্ধি। একি—একি—কে তুমি সন্ন্যাসি! কে তুমি?

শুকদেব। তৃষ্ণা যদি থাকে এখনও কর জলপান!
প্রভু মোর দিয়াছেন তাঁর কৃপাবারি।

চন্দ্রায়ণ। যোগসিদ্ধি, দেখ্ একবার ভাই!
একি মানব, না মানবআকারে কোন অমরপুরুষ!

যোগসিদ্ধি। আহা রে, বিপন্নে দেখ্ রে করুণা!
নিজের শোণিত দান করে!

চন্দ্রায়ণ। ভাই রে, ক'রেচি কি?
ধিক্ ধিক্ নাস্তিকমণ্ডলি, ধিক্ ধিক্ স্বার্থপর নর!
দেখ্ একবার চেয়ে নরাকারে এ কোন্ দেবতা?
এত সহিষ্ণুতা, এত ক্ষমা, এত দয়া!
অহো, আজ গেছে নাস্তিকতা ভাই!
বৃথা নাস্তিকতা! নাস্তিকের প্রাণ নহে কভু এত ভাবময়!
স্বার্থদাস নাস্তিকের প্রাণ! নাস্তিক-জীবন আপন কারণ!
জগতের হিত-হেতু নহে! ধিক্ সেই প্রাণ—
আজি ঘৃণা জন্মেচে নাস্তিকে।
প্রভু পায়, আয় পড়ি চন্দ্রায়ণ!

উভয়ে। প্রভু! দেহ পদে স্থান!
পাপী মোরা, ভ্রষ্ট আত্মকর্ম্মদোষে!
রক্ষা কর কৃপাকণাদানে।

শুকদেব। আত্মগ্লানি প্রায়শ্চিত্ত ভাই!

কর হরিনাম লহ দীক্ষা হরিনামে।
পাপ পুণ্য কিছু নাহি জানি, ভজ চিন্তামণি
দিবস যামিনী, বল বল হরি হরি বোল!

উভয়ে। বল হরি বোল।

শুকদেব। এস ভাই পথে ঘাটে—
করি বিতরণ সেই প্রেমের পশরা,—
জীবগণ অনুক্ষণ করুক সে প্রেমসুধাপান!
বল হরি হরি বোল।

সকলে। হরি বল হরি বল।

শুকদেব। পশু পক্ষী নরে সবে বড় কর,
নিজে তুমি লঘু হ'য়ে যাও।
ঊর্দ্ধদৃষ্টি ক'রো না কখন,
যে রতন অতল গভীর জলে থাকে,
কেবা পায় তাকে, বল হরি হরি বল।

সকলে। হরি বল হরি বল।

শুকদেব। প্রভু! দাও কৃপাকণা, দেখা দাও দাসে!
প্রভু! তোমাবিনে নাহিক সদগতি!
অধমতারণ মোক্ষধন! প্রভু! কোথা তুমি!
কোথা গেলে পাব দরশন!
প্রভু—প্রভু—দাও দেখা দীনে।

সকলে। আয় ভাই হরি ব'লে প্রভু-সঙ্গে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

ঐকতান-বাদন।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গঙ্গাতীর।

পরীক্ষিৎ, ব্যাস, নারদ, গর্গ, পুলস্ত্য, ক্রতু,
প্রভৃতি ঋষিগণের প্রবেশ।

কীর্ত্তন।

দিন গেল রে হরি বল না।
আর তুই ব'ল্‌বি কবে তোর নীরস হ'ল রসনা॥
শমন এসে ধ'রেছে কেশে, এবার স্বদেশ ছেড়ে যেতে—
হবে বিদেশ,
পথের সম্বল, কর্ রে পাগল, নৈলে পাবি দারুণ যাতনা॥
দারা পুত্র পরিজন, তারা কেউ নয় রে আপন, সব আপন
আপন—
তোর সঙ্গী হ'তে কেউ যাবে না, নাই কি মনে এ ভাবনা॥

পরীক্ষিৎ। এবার এই বিরাট জীবনকাব্যের পরিশিষ্টভাগ। এ ভীষণযজ্ঞ সপ্তাহব্যাপী-মাত্র। তার পর এই প্রজ্বলিত চিতার ভস্মমাত্র স্মৃতির চিত্র রেখে যাবে। নির্ম্মল পাণ্ডুকুলের অকলঙ্ক যশঃ-চন্দ্রমায় একটী দুরপনেয় কলঙ্কের রেখা সৃষ্টিলীলার ধ্বংসের শেষদিন পর্য্যন্ত সমভাবে অঙ্কিত থাক্‌বে! কৃষ্ণপ্রিয় পাণ্ডুবংশের

মহাত্মা অভিমন্যু-পুত্র, আজ অভিশপ্ত জীবন পরিত্যাগের জন্য গঙ্গাপুলিনে উপস্থিত! আহা! সশরীরে স্বর্গবাসী মহাপুরুষ পাণ্ডু-কুলশীর্ষ প্রাতঃস্মরণীয় যুধিষ্ঠিরের স্নেহের অঙ্কে পালিত ভাগ্যবান্ পরীক্ষিৎ আজ কর্ম্মফলে কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত, ত্রিজগৎবাসী দর্শন কর। জীবন! আর কেন? তুমি বড়ই অহঙ্কার ক'র্‌তে যে, পঞ্চদেবতা-রূপী পঞ্চপাণ্ডবের আশীর্ব্বাদে আমি মহাপুণ্যবান্! কিন্তু কর্ম্মের পরিণাম দর্শন কর। বিশ্ববাসি! দুরাচার ব্রাহ্মণদ্বেষীর পরিণাম কি, তাহা নরাধম পরীক্ষিতকে দর্শন ক'রে তোমরা শিক্ষালাভ কর। আহা! তাপসশ্রেষ্ঠ সমাধিস্থ ছিলেন! মদান্ধগর্ব্বিত আমি জল-তৃষ্ণায় হতজ্ঞান হ'য়ে, সেই তাপস-রত্নের অবমাননা ক'রেচি! মৃত দুর্গন্ধ সর্পকে সেই পবিত্র দেহস্কন্ধে লম্বমান ক'রেচি! আহা সূক্ষ্মদর্শিন্! মহাত্মা শৃঙ্গী যথার্থ পাপের প্রায়শ্চিত্ত দান ক'রেচেন! দুরন্ত তক্ষকে আমায় দংশন ক'র্‌বে; হে ভগবন্! ব্রাহ্মণ-বাক্য সত্য হোক্! মহাপাপীর শাস্তি দর্শন ক'রে, দুরাত্মা পরীক্ষিৎ তার দৃষ্টান্ত-স্থল হোক্! হে ঋষিগণ! মহাত্মা শুকদেবের দ্বারা ভাগবৎ-শ্রবণে আমার অপবিত্র দেহ পবিত্র হবে কি? মরুপ্রদেশে জলকণা স্থান পাবে কেন? কৈ মহাপুরুষ! চিরকুমার প্রভু শুকদেব! আসুন, যদি অগ্নিস্পর্শে অঙ্গারের মলিনতা দূর ক'র্‌তে পারেন, তাহ'লেও পবিত্র পাণ্ডুকুলের চির-সম্মান অনেকটা অক্ষুণ্ণ থাকে।

গর্গ। পাণ্ডুবংশ-ধুরন্ধর! পাণ্ডুবংশ চিরধর্ম্মের আধার! ধর্ম্মের এবং সত্যের সম্মান, এই বংশে চিরদিনই থাকবে! তজ্জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই! পূর্ব্বকর্ম্মান্তরিণ ব্রহ্মসম্পাতে কথনও পাণ্ডুবংশের অধঃপতন হবে না। আত্মজনিতকর্ম্ম

আত্মগ্লানিতে প্রায়শ্চিত্ত হয়। আপনি কৃষ্ণভক্ত চন্দ্রবংশের বংশধর! ভগবান্ আপন বংশের এক মহাপুরুষের জন্য স্বয়ং নরদেহ ধারণ ক'রে, রথের সারথ্যকার্য্য ক'রেছিলেন। আহা! মহারাজ পরিক্ষিৎ! কি সৌভাগ্য! এ কথাগুলি কি স্বপ্ন ব'লে প্রতীয়মান হয় না? সুতরাং বৎস! তোমার উচ্চ মনের মহান্ উদ্দেশ্য সেই বাসনাপূর্ণকারী পূর্ণব্রহ্ম অবশ্যই পূর্ণ ক'র্‌বেন।

পরীক্ষিৎ। আপনাদের আশীর্ব্বাদই দীনের একমাত্র ভরসা। নতুবা ব্রহ্মশাপগ্রস্ত পাপিষ্ঠের দাঁড়াবার স্থল আর কোথায় প্রভো! চণ্ডালের আশ্রয়দাতা সংসারে কে হয় ঠাকুর! অহো! ব্রহ্মনিন্দ চণ্ডাল আমি! পাণ্ডুবংশের পাংশুল আমি! আমার ন্যায় কৃতঘ্নের কি সংসারে স্থান আছে? আমার ন্যায় পাপিষ্ঠের কি পরিত্রাণের উপায় হয়!

ব্যাস। বৎস! আত্মশুদ্ধি কর। অনুতাপই আত্মশুদ্ধি বটে, তবে ঐ আত্মাকে আত্মকৃত পাপের জন্য অপবিত্র জ্ঞান ক'রো না! তিনি নির্ম্মল চিদানন্দ বিশুদ্ধপুরুষ! ঐ শুদ্ধপুরুষকে সেই পূর্ণানন্দময় পরমপুরুষ পরমাত্মায় সন্নিবেশ কর। তা হ'লেই তোমার সব হবে! অহো! ব্যাস ধন্য! বংশের সুপুত্র আজ আত্মকৃত পাপ-মোচনের জন্য অনুতপ্ত! মহারাজ পরীক্ষিৎ! কোন ভয় নাই! পরম গোস্বামী শুকদেব হ'তেই তোমার অকূল ভবপাথার পারের উপায় হবে। বৎস! চিন্তা কি? তুমি একমনে পরমমণি চিন্তামণির মোক্ষপদ শ্রীপদ দুখানি চিন্তা কর।

পরীক্ষিৎ। পিতৃব্য! হৃদয়ের উদ্দেশ্য তাই! সংসারে আমার সকল আশাই পূর্ণ হ'য়েচে! এখন কেবল—এ জীবনের শেষভাগে

সেই মহাপুরুষের দর্শন অপেক্ষায় অপেক্ষা ক'র্‌চি! কে—ও প্রতিহারী দ্রুতপদে কেন?

প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতিহারী। মহারাজ! রাজদ্বারে একজন পাগল উপস্থিত!

পরীক্ষিৎ। এ সংবাদে আমার প্রয়োজন কি বৎস!

প্রতিহারী। আজ্ঞে! অন্য প্রয়োজনের জন্য ব'ল্‌তে আসি নাই! তবে সে পাগল বড় সাত্ত্বিক। তার তত্ত্বপূর্ণ গানে অনেককেই পাগল হ'তে হয়। তার গানে বোধ হয়, সে পাগল নয়। মহারাজ তো শেষযাত্রা ক'র্‌চেন,—সাধুরা বলেন, শেষবেলায় সৎপ্রসঙ্গেই কালাতিপাত করা বিজ্ঞের কর্ত্তব্য। সেই জন্য সেই সাধুপাগলকে যদি আন্‌তে বলেন—

পরীক্ষিত। যাও, যাও, প্রতিহারি, ল'য়ে এস গে! এ শুভ-সংবাদের এখন আমার কিছুই নাই যে, তোমায় পুরস্কার প্রদান করি! তবে বৎস! এই মুমুর্ষুর আশীর্ব্বাদ মাত্র গ্রহণ কর। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।

প্রতিহারী। ঐ মহারাজ! ঐ শুন্‌ন, সেই পাগলের মধুর গীত! আহা! পাগল বুঝি এইখানেই আস্‌চে!

পাগলবেশে মহাদেবের প্রবেশ।

গীত।

সব পাগল হ'লো।
ক'রে আমার আমার পুত্র পরিবার রে (ক্ষেপা) তোর
একুল ও কুল দুকুল গেল॥

তোর দেহ নয় ধানের মরাই রে, থাকিস্ কেন মোহে
তাতে লেগে ছটা ইঁদুর, তোরে ক'র্‌লে বিদুর রে—
তুই বৃথা চাবি আঁটিস্, মনে মনে লঙ্কা বাঁটিস্,
বৃথা মায়ায় ধাঁধায় (ও ক্ষেপা)
সংসার নয় সংশয়ের সার নিশারি স্বপন।
তুমি মায়াঘোরে আপনি মর বলিয়ে আপন,
কে রে তোমার, কায়া-প্রাণের সম্বন্ধ রে—
সংসার ধোঁকার টাটি, তুই এসে হ'লি মাটি,
কিসের করিস্ খুটি নুটি—(ও ক্ষেপা)
তুমি মদ ভাঙেতে নয় রে মাতাল, মনমদেতে মাতাল ॥

পরীক্ষিৎ। পাগল! তোমার শ্রীচরণের ধূলা একটুকু আমার মস্তকে দিয়ে যাও—কি তোমার হৃদয়ভাব! পূজনীয় ঋষিগণ! ইনিই তো পূজ্যপাদ প্রভু শুকদেব নন্?—ছদ্মবেশে প্রভু আমায় তো ছলনা ক'র্‌তে আসেন নাই?

গর্গ। না বৎস! ইনি কোন মহাপুরুষ বটে, তবে ইনি পরম গোস্বামী শুকদেব নন্।

পরীক্ষিৎ। ভাগ্য তুমি এতদূর কঠিন! আজ সম্মুখে গঙ্গাদর্শন ক'রেও, সেই পবিত্র জলে স্নান ক'র্‌তে পেলেম না! ধিক্ জীবন! ধিক্ তোমায়! এতে আমার আশা পূর্ণ হ'বে তো! আমি যেরূপ মহাপাতকী, তাতে তো আমার কোন আশাই নাই! কৈ প্রভু! কৈ দেব! কোথায় আপনি? নরাধম পরীক্ষিৎ যে আপনার শ্রীচরণদর্শনের জন্য অপেক্ষা ক'র্‌চে। কোথায়

প্রভু! হৃদয় বড় ব্যাকুল হ'য়েচে! দয়াময়! আপনার শ্রীমুখে ভাগবৎশ্রবণই একান্ত বাঞ্ছা। আর কতক্ষণ কাঁদ্‌বো! দয়াময়—

শুকদেবের প্রবেশ।

শুকদেব। (সুরে) আর ভয় নাই রে, আর ভয় নাই, ওরে রাজা পরিক্ষিৎ! আমি তোরে তো এনেচি রে, ওরে এ ভবসংসারার্ণবের পারাপারের তরি আমি মহাভারত আর শ্রীমদ্ভাগবৎ তোর তরে এনেচি রে! তুই শ্রবণ ক'রে মুক্ত হ রে যাদু! আমি শ্রীকৃষ্ণের আদেশে এসেচি রে! আমি ছিলাম কুরুজাঙ্গালে ব'সে, সমাধির রসে—ওরে তোদের সেই প্রিয়সখা—ওরে পাণ্ডুবংশের জীবনের ধন সেই মদনমোহন, সেই ঘনকৃষ্ণ-নিবিড় কাদম্বিনী-বরণ, সেই চারু চাঁচর চিকুর মাঝে মোহনচূড়াবন্ধন, সেই কোটী কোটী চন্দ্রসূর্য্যময় রাতুল চরণ, তাহে রত্ন-কিঙ্কিণী বাজায়ে এলো। ধেয়ে এসে ব'ল্লে, যা রে শুক—আমার পরমভক্ত অর্জ্জুনের স্নেহের পুত্র অভিমন্যুর প্রাণের রতন পরীক্ষিতের নিকট যা বাপ! তরী ল'য়ে গিয়ে তারে পারে নিয়ে আয় রে—আমি তাই এসেচি রে—এস রে এস রে, আরূঢ় আরূঢ় তরীর মাঝে, আরূঢ় আরূঢ়! নারায়ণং নমস্কৃত্য নারায়ণ—সকলে উপবেশন করুন। একি—একি এতক্ষণ—দেখি নাই! প্রভু! প্রভু! কে আপনি? হরি হরি সাক্ষাৎব্রহ্ম! প্রভো তোমায় প্রণাম।

পাগল। প্রভো! প্রভো! কে তুমি? সাক্ষাৎ হরি! সাক্ষাৎ শ্যামসুন্দর! সাক্ষাৎ ঘনশ্যাম! প্রভো তোমায় প্রণাম।

শুকদেব। হরি হরি, প্রভু কে আপনি?

পাগল। হরি হরি প্রভো কে তুমি?

শুকদেব। দীনহীন! সেবক! প্রভো কে আপনি?

পাগল। হরি হরি! দীনহীন কাঙাল প্রভো! কোথায় নিবাস?

শুকদেব। যথায় তথায়! প্রভুর নাম যথায়! প্রভুর নিবাস?

পাগল। শ্মশাম মশান যথায় নির্জ্জন স্থান, যথায় প্রভুর নাম!

শুকদেব। হরি হরি প্রভু! প্রণাম!

পাগল। হরি হরি! প্রণাম প্রণাম!

শুকদেব। হরি হরি! প্রভো হ'য়েচে সাক্ষাৎ?

পাগল। ছাই ভস্ম গায়ে ঢাকা দেখ,
কেঁদে কেঁদে যায় দিন রাত।
কত দূর হ'য়েচে তোমার?

শুকদেব। ছাই ভস্ম করি ছাই,
দিনরাতও কাঁদি নাই,
কর্ম্ম শুধু ক'রে যাই।

পাগল। নিষ্কাম! নিষ্কাম! হরি হরি! এত দূর অগ্রসর হ'য়েচ! প্রভো প্রভো! তোমার অপার ইচ্ছা! প্রভো! তোমায় প্রণাম করি! (প্রণাম)।

শুকদেব। হরি হরি! (প্রণাম)।

পাগল। প্রভু প্রভু ভাই তুই!

শুকদেব। প্রভু প্রভু কে আপনি?

পাগল। প্রভু নই আমি, তুই প্রভু, আমি প্রভু-দাস!

শুকদেব। প্রভু প্রভু কে আপনি, পরিচয় দিন্!

পাগল। পাগল আমি রে,
তোর প্রভু-দাস!
তুই রে আমার প্রভু—

আমি তোরে ভাবি বার-মাস!

শুকদেব। প্রভু প্রভু—

পাগল। শুক! তুই যার প্রেমে আছিস্ পাগল,
আমিও তাহার প্রেমেতে বিভোল;
আমা হ'তে মুক্ত তুই! তুই শুক,
মম শাপে ভ্রমিস্ ভবেতে মনে নাই তোর?
আজ মোর সার্থক তপস্যা,
আজ মোর জীবন সফল,
তোর ন্যায় সাধু দরশনে!
তোরে জীব ভেবে, পুত্রভাবে দেখিতাম এত দিন;
কিন্তু এবে—
মম হ'তে নহে ভিন্ন দেহ তোর!
ভাই তুই, এক প্রভুশিষ্য!
আয় ভাই শুক! প্রেমে দে রে কোল!
দাও ভাই নরে শিক্ষা—প্রেমস্রোত
ভাগবৎ বহাও ভারতে—
দেখ্ চেয়ে আমি কেবা—
প্রভুর কিঙ্কর তোর ভিখারী শঙ্কর! (স্ব-মূর্ত্তি প্রকাশ)
আয় ভাই! দেরে প্রেমে কোল!
সার্থক তপস্যা মোর সার্থক জীবন হোক্।

[প্রস্থান।

শুকদেব। হরি—হরি—হরি—

সকলে। অহো! কে উনি?

শুকদেব। চিন্তামণি-গুরু! কৈলাসে নিবাস!

হরি হরি! শঙ্কর উঁহার নাম,

হরি হরি! শুক ধন্য মানব-জনমে।

এস রাজা পরীক্ষিৎ—আজ তোমার পরমভাগ্যের সঞ্চার হ'য়েচে! এক্ষণে পরম পবিত্র ভাগবৎ শ্রবণ ক'রে প্রেমময় ভারতকে পবিত্র কর। আসুন, মহর্ষিগণ, হরিনাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে ঐ গঙ্গাগর্ভে অবতরণ করি গে চলুন। ঐখানেই সকল কার্য্য সম্পন্ন হবে।

পরীক্ষিৎ। চলুন চলুন, আর সময় নাই। দিন এসেচে, দীনের উপায় ক'র্‌বেন চলুন।

শুকদেব। ভয় নাই, দীনের নাথ দীননাথকে স্মরণ করুন।

সকলে। বল হরি বল হরি বোল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গঙ্গাপুলিনস্থ অরণ্য।

রাখালগণের প্রবেশ।

গীত।

আওতো আওতো খেলতো খেলতো আও রে শুক-বনচারী।
ঢুঁড়তো ঢুঁড়তো ব'লোতো কোকিলা কাঁহা সে শুক-
বনচারী॥

ব'লতো যমুনা কলয়ত কিরত, প্রফুলিত পরাণে ব'লতো রে,
বহুত যতন সে পরাণ ডুরি কাঁহাসে লুকাল বা গৌর রে,
গিরিগোবর্দ্ধন রাধাকুণ্ড বন, ঢ়ুঁড়ি না পানু শুক-বনচারী ॥
ঐছনা করি কতদিন কাটব, কতদিন মিলব সে নিধি উদাসী,
কতদিনে এ বন-আকাশে, উদবে রে মরি সে শ্যামশশী,
বোল দশদিশি, বোল তরুলতা, কাঁহা সে শুক-বনচারী ॥

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। ভাই রে রাখাল কেন ম্লানমন ?
এখনি আসিবে—প্রাণের প্রাণ
আজ নূতন প্রাণে, নূতন গানে,
করিব নূতন প্রেমের ধ্যান !
নূতন রাখাল নূতন প্রণয়ী,
নূতন নূতন ভাবের খেলা,
আজ নূতন আসনে শুকেরে বসায়ে,
পাতিব নূতন প্রেমেরি মেলা।
হরি আজ ভাই, হরি-প্রেমে ভাসি,
হরিনামে হরি হ'য়েছে পাগল,
অই আসে শুক, নিত্যপ্রেমে ভাসি,
বল ভাই বল প্রেমে হরিবোল !

রাখালগণ। হরিবোল হরিবোল হরিবোল—

[সকলের প্রস্থান।

শুকদেবের প্রবেশ।

শুকদেব। কই প্রভো! কতদিনে পাব দরশন,
কতদিনে হেরিব চরণ,—
প্রাণের গোপাল ধ্যানের দেবতা,
ভূপাল পায়না তোমা ধ্যানে,
রাখাল কিনিয়া রাখে ভক্তিগুণে।
এই যে দেখ না বহিছে যমুনা,
এই যে দেখ না ঘন কাল জল,
এই যে দেখ না রাখালনিচয়,
গোঠে ধেনু ল'য়ে যায়,
এই যে দেখ না রাসলীলাস্থান
এই যে দেখ না যুগ্ম ভগবান।

গীত।

আমার গোপাল মধুরবেশে সেজেছে।

রাখালগণের পুনঃপ্রবেশ।

গীত।

এঁটো ফল মিঠে ব'লে নধর কর পেতেছে॥
ধর রে রাঙা ঠোঁটে মিঠে ফল খাও, আধা কেটে মোদের
মুখে দাও, যদি মোদের ভালবাসা চাও,—
ছিল রাখাল বার, হ'লো তের, এখন আমোদে প্রাণ
মেতেছে॥

গোপীগণের প্রবেশ।

গীত।

বারে বারে ওরে বঁধু বড় দাগা দাও, ভাঁড়ভেঙে ক্ষীর ননী লুকিয়ে লুকিয়ে খাও, এখন রে প্রাণ কোথা যাবে যাও— ওরে নন্দদুলাল ডিণ্ডরে গোপাল, এখন তোর কপাল ভেঙেছে

রাধা-কৃষ্ণের প্রবেশ।

গীত।

দেখ্ ভক্ত দেখ্ ওরে চেয়ে নয়নে, মিশিয়াছি দুই প্রাণেরে একপ্রাণে, ঢেউয়ে ঢেউ মিশিয়ে গেছে উজানে,
আমার প্রেমের সংসার যে করে সার, সে রাতুল চরণ পেয়েছে।

শুকদেব। তবে নাচ নাচ নাচ বনমালি।

রাখাল। আমরা সব রাখাল মিলি, তালে তালে তালে
দিই করতালি,

গোপীগণ। নাচরে নাচরে নন্দদুলাল, নাচরে নাচরে
যশোদা-গোপাল, আমরা গোপিনী মিলি,
খেলি রঙ্গে প্রেম-তরঙ্গে, হেরি তব চতুরালি।

শুকদেব। সুধা পান করি আমি, হরিবোল হরিবোল
হরিবোল।

সকলে। রূপ দেখে দেখে থেকে থেকে হরি জগত-স্বামী॥

যবনিকা-পতন।